উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৫ পৌষ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 21 December 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 212 APD

চলে গেলেন ওমপ্রকাশ চৌতালা

দশের পাতায়

নীরবতাতেই বার্তা

তোমাদের স্যালুট। শিলিগুড়িতে সেনাদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এসএসবি-র প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে। শুক্রবার।

সাদা চোখে সাদা কথায়

মোদির বঞ্চনা মমতার তাস, ডিএ'র বৃদ্ধি ভুলে যান

গৌতম সরকার

বাংলায় বিজেপির এক কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। সদস্য সংগ্রহের অশ্বমেধের ঘোড়া থেমে গিয়েছে ২৬ লক্ষ ৬২ হাজারে। অথচ আস্ফালন যায় না নেতাদের। রাজ্য দলের কয়েকজন সাধারণ সম্পাদকের একজন জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো বলছেন, 'সদস্য সংগ্রহের বুকের পাটা একমাত্র বিজেপিরই আছে।' তাঁর কথায়, তৃণমূল রাস্তায় নামলে নাকি ৫ লক্ষ সদস্যও জোগাড় করতে পারবে না।

২৬ লক্ষ সদস্য নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উচ্ছেদের পণ করেছেন সর্বভারতীয় শাসকদলের বঙ্গজ নেতারা। কাজী নজরুলের 'থাকবো না কো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে' বাসনা নিয়ে চারদিক চেয়ে মনে হয়, কত অসম্ভবই যে জানার বাকি। এই ধরুন, শাহবাজ শরিফ ও মুহাম্মদ ইউনূসের হাসি হাসি মুখে হাতধরাধরি করা ছবিটা। কয়েক বছর আগেও ভাবতে পারতেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর মিটিং এবং তার নেপথ্যে অভূতপূর্ব রসায়ন?

মিশরের কায়রোয় বৈঠক করে তাঁরা নাকি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে মজবুত করার শপথ নিয়েছেন। এমনকি, ১৯৭১-এর অমীমাংসিত সমস্যাগুলিও নাকি মেটাবেন। কবরে কি মুজিবুর রহমানের আত্মা নড়ে উঠল! ১৯৭১-এর অমীমাংসিত সমস্যার নিষ্পত্তি মানে কী? কত কিছুই তো অজানা থেকে যায়। একাত্তর তো মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তর মানে তো পাকিস্তানের অত্যাচার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অমীমাংসিত সমস্যা মেটানোর নামে কি সেই ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া!

আরও জানার উদাহরণ অনেক! গত বছর বড়দিনের উদ্বোধনী মঞ্চে ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর ঘোষণা করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সবাই আশায় ছিলেন, এবারও করবেন! করেননি। সরকারি কর্মীদের এই জ্বলন্ত সমস্যাটি নিয়ে বিজেপি

এরপর বারোর পাতায়

চিকেন নেক নিয়ে শাহি সতর্কতা সেনাদের

সানি সরকার ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : মঞ্চে প্রায় চল্লিশ মিনিটের বক্তৃতায় একবারের জন্যও বাংলাদেশের নাম নিলেন না। বারবার তুলে ধরলেন দুই 'বন্ধু রাষ্ট্র' নেপাল-ভুটানের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্কের কথা। অন্য প্রতিবেশী দেশ থাকল সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত।

বাংলাদেশ শব্দ উচ্চারণ না করেই যেন শিলিগুড়ি এসে পদ্মাপারের দেশকে বার্তা দিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুক্রবার শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেকের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরলেন তিনি। 'তিস্তা-মহানন্দার মাঝে রয়েছে শিলিগুড়ি করিডর। জাতীয় স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই চিকেন নেক। যা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে জুড়েছে দেশের বাকি অংশকে। তবে এসএসবি থাকায় বিশ্বাসের সঙ্গে শ্বাস নিতে পারছি।'

মঞ্চে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ না তুললেও, সেনাকর্তাদের সঙ্গে শাহি বৈঠকে এল বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। সে দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রেক্ষাপটে সীমান্তের দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন বাহিনীকে সতর্ক করলেন দেশের দু'নম্বর ব্যক্তিত্ব।

শিলিগুড়ির অদূরে রানিডাঙ্গাতে এসএসবির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন বাহিনীর শীর্ষকর্তাদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন দেশের গোয়েন্দা প্রধান তপনকুমার ডেকাও। এই বৈঠকেই বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং তার কতটা প্রভাব সীমান্তবর্তী এলাকায় পড়েছে- এসব নিয়ে আলোচনা হল। জানতে চাওয়া হল, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে চিকেন নেকে।

বাংলাদেশের মাটিতে ক্রমশই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ভারত বিদ্বেষ। যার প্রভাব পড়ছে সীমান্তবর্তী এলাকায়। অনেক জঙ্গিই নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে দেশে। ইতিমধ্যে অসমের কোকরাঝাড় এবং ধুবড়ি, জইশ-ই-মহম্মদ সংগঠনের পাঁচ সদস্য ধরা পড়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে অসম এসটিএফের জালে ধরা পড়েছে দুই সন্দেহভাজন।

একে এই পরিস্থিতি, তারপর এসএসবির অনুষ্ঠানস্থল থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ১০-১২ কিলোমিটার। ফলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসএসবির প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে কী বার্তা দেন, সেদিকে নজর ছিল বিভিন্ন মহলের। কিন্তু এসএসবির মঞ্চ থেকে বাংলাদেশ নিয়ে একটি শব্দ খরচ করেননি শা। তবে বারবার ভারত ও নেপালের সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বললেন, 'সীমান্ত বন্ধ থাকলে জওয়ানদের দায়িত্ব কম থাকে। কিন্তু খোলা সীমান্ত সামাল দেওয়া অনেক সময় কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

এরপর বারোর পাতায়

অত্যাচারের সংখ্যা

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা এবার ২২০০। পাকিস্তানে এমন ঘটনা ১১২। ২০২২ সালে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের সংখ্যা ছিল ৪৭। ২০২৩ সালে সংখ্যাটা ছিল ৩০২। এই তথ্য সংসদে জানালেন কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী।

ভুল খবরের বন্যা

চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেসের সমীক্ষায়। সেখানে বলা হচ্ছে, ভারতে যা রাজনৈতিক খবর প্রকাশ হয়, তার অধিকাংশই ভুল।

সমাজপাড়ার খুনে রহস্য আরও গাঢ়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : যৌনপল্লি এলাকায় খুনের ঘটনায় হয়তো অনেক রাঘববোয়ালই জড়িয়ে। তদন্তকারীরা এমনটাই মনে করছেন। এই ঘটনায় মূল মাথাকে ধরতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

কৌশল্যা মাহাতো নামে এক প্রৌঢ়াকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পেশায় গৃহশিক্ষক বিশ্বদীপ দাস গণপিটুনিতে মারা গিয়েছেন। খুন করতে ওই শিক্ষককে মগজধোলাইয়ের অভিযোগে পুলিশ মনোজ মুখোপাধ্যায় ওরফে ডেভিল নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তকারীদের ধারণা, এলাকার একটি জমির দখল নিতে কৌশল্যার ছেলের সঙ্গে ডেভিলদের দূরত্ব বেড়েই চলেছিল। আর এতে ডেভিল ছাড়া আরও অনেকেই জড়িয়ে বলে পুলিশ মনে করছে।

খুনের ঘটনার পর থেকে যৌনকর্মীরা রবিবার পর্যন্ত তাঁদের ব্যবসা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেদিন নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের বৈঠকের কথা রয়েছে। এলাকায় সিসিটিভি'র ব্যবস্থা করা, রাতে বহিরাগত কেউ যৌনপল্লি এলাকায় থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়পত্রের বিষয়টি নিশ্চিত করা- এসব নিয়ে ওই বৈঠকে দাবি জানানো হতে পারে। শুক্রবারও তদন্তকারীদের বিশেষ দল যৌনপল্লি এলাকায় খুনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকার জমি দখল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চললেও সম্প্রতি তা বড় আকার নিয়েছিল। এরপরই ডেভিলের ওপর কৌশল্যাকে খুনের দায়িত্ব পড়ে। সুযোগ বুঝে ডেভিল ওই

এরপর বারোর পাতায়

আলিপুরদুয়ারের পথে ক্রিসমাসের হাওয়া। শুক্রবার। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

নেতার দাপটেই রমরমা ডাম্পারের

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : মহাসড়কের কাজে বালি ফেলার ঠিকাদারিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে শাসকদল তৃণমূলের এক নেতা তথা একজন জনপ্রতিনিধির নাম জড়িয়েছে। ওই নেতা আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের এক জনপ্রতিনিধি। অভিযোগ, ওই নেতার দাপটে জেলার অন্য ব্যবসায়ীরা মহাসড়কের বালি ফেলার কাজে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাচ্ছেন না। অথচ ওই নেতার অনুগামীরা দিব্যি জেলাজুড়ে 'ওভারলোডেড' ডাম্পার দিয়ে মহাসড়কে দাপিয়ে বালি ফেলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কার্যত বিনা বাধায় পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় রাত ৯টা থেকে জেলা শহর থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো চলে যাচ্ছে ডাম্পারের দখলে। বর্তমানে চারচাকা, ছয়চাকার ডাম্পার অতীত। তার বদলে এখন বালিবহনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ১৪ চাকা, ১৬ চাকার ডাম্পার। আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, 'মাঝেমধ্যেই আমাদের অভিযান চলে। বেশ কয়েকটি ডাম্পারকে জরিমানাও করা হয়েছে। অভিযান চলবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে বলেন, 'জেলায় ওভারলোডেড ডাম্পার ধরতে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা অভিযান অব্যাহত রেখেছে। জেলায় কোনও ওভারলোডেড ডাম্পার চলাচল করে না। তবে কোথাও এমন অভিযোগ পেলে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলা হবে। বিরোধী দল এই সমস্ত অভিযোগ করলে তার কোনও ভিত্তি নেই।'

ইতিমধ্যেই ওভারলোডেড ডাম্পার রুখতে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস। গভীর রাতে ওভারলোডেড গাড়ি ধরতে এবার রাতপাহারায় নামারও প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব। জেলা কংগ্রেসের অভিযোগ, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শাসকদল তৃণমূলের এক প্রথম সারির নেতার অঙ্গুলিহেলনে গভীর রাত থেকে আরবিএম, বালি-পাথরবোঝাই লরিগুলো জেলার সমস্ত রাস্তার দখলে চলে যায়।

এরপর বারোর পাতায়

কংগ্রেসকে বড় তোপ তৃণমূলের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : সময় যত গড়াচ্ছে, কংগ্রেস-তৃণমূলের মধ্যে দূরত্ব তত বাড়ছে। এবার জোড়াফুল শিবিরের অভিযোগ, 'ইন্ডিয়া' জোটের পাশাপাশি সংসদের ভিতরে-বাইরে প্রধান বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল গান্ধির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল।

কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল যে আরও দূরত্ব বাড়াতে চলেছে, তা স্পষ্ট বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও সংসদ ভবন চত্বরে আম্বেদকরের মূর্তির সামনে তৃণমূলের ধর্নায়। যে কর্মসূচি থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র পদত্যাগের দাবিও ওঠে। তৃণমূলের সংসদীয় বোর্ডের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই পদক্ষেপ বলে দলীয় সূত্রের খবর। অন্যদিকে, বিজয় চক থেকে সংসদ ভবন পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে পৃথক মিছিলে 'ইন্ডিয়া' জোটের ফাটল বেআব্রু হল।

সংসদের মকরদ্বারের বাইরে বৃহস্পতিবার শাসক-বিরোধী সাংসদদের ধস্তাধস্তির জন্যও বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন লোকসভায় তৃণমূলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সংসদ চত্বরে কংগ্রেস-বিজেপির এই উত্তেজনাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেননি সাধারণ মানুষ।' তৃণমূলের এই প্রবীণ সাংসদের অভিযোগ, কংগ্রেস শুধু ব্যস্ত প্রিয়াংকা গান্ধিকে প্রোজেক্ট করতে।

তাঁর অভিযোগ, 'আম্বেদকর ইস্যুতে কংগ্রেস নিজেরা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তারপর চাপিয়ে দিচ্ছে জোট শরিকদের ওপর।' শুক্রবার হট্টগোলের কারণে সংসদের দুই কক্ষেই অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়।

এরপর বারোর পাতায়

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি

জানুয়ারি/২০২৫ মাসের জন্য উপ সিএমএম/ডিপো বঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিকারের অধীন রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নানুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

ক্রম নং.	মাস	তারিখ
১	জানুয়ারি/২০২৫	০৯-০১-২০২৫, ২১-০১-২০২৫ এবং ২৯-০১-২০২৫

ইচ্ছুক ডাকদাতাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হল।

ডিওয়াই. সিএমএম/ডি/ডিপো বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) [illegible] www.ireps.gov.in [illegible] (৪) ১৫০৯৭- এসএলআর- এফ১- বিজিপি- জেএটি- ২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। (৫) ১৩৪২৯-এসএলআর-এফ১- এমএলডিটি- এএনভিটি - ২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। (৬) ১৩৪২৯-এসএলআর-এফ২ -এমএলডিটি- এএনভিটি- ২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। আরও বিশদ জানতে সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-172/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

!!! সতর্কবার্তা : চাকরিতে নিয়োগের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকুন !!!

এএআই এর দ্বারা জ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নীতিজ্ঞান বর্জিত ব্যক্তি/প্রতারক/দালাল/প্রতারিত দলের প্রতিনিধিগণ নিজেদের একটি নকল পরিচয় গঠনের মাধ্যমে নিজেদের ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে পরিচয় দিয়ে, বিভিন্ন ধরনের জাল নিয়োগকারী নোটিশ/মেসেজ/মোবাইল ফোনের দ্বারা কলের মাধ্যমে এএআইতে লাভজনক পেশার মিথ্যে চাকরির সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে।
ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করছে, যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা সতর্কতা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা যে কোনও চাকরির বিজ্ঞাপন/মেসেজ/কল লেটার/নিয়োগপত্র এএআই-এর ওয়েবসাইট **www.aai.aero** এর অন্তর্ভুক্ত কেরিয়ার সেকশনে খুঁটিয়ে যাচাই করুন অন্য কোনও ওয়েবসাইটে না গিয়ে।
সমস্ত বিবরণ যেগুলি নিয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে যেমন- বিজ্ঞাপনটির বিশদ বিবরণ, যাচাইকরণ/সাক্ষাৎ-এর সময়সূচি, মূল ফলপ্রকাশ ইত্যাদি শুধুমাত্র এএআই-এর ওয়েবসাইট **www.aai.aero** তেই প্রকাশিত হবে।
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার অর্থমূল্য বিজ্ঞাপনে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত শুধুমাত্র অনলাইন আবেদনপত্রটি পূরণ করার পর এককালীন সময়ের হিসেবে জমা দিতে হবে এবং এটি শুধুমাত্র পুরুষ আবেদনকারী, যারা অসংরক্ষিত এবং ওবিসি (এনসিএল) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তাদেরই জমা দিতে হবে। এটি বাদে এএআই -এর দ্বারা নিয়োগ পদ্ধতির কোনও ধাপেই অর্থমূল্য চাওয়া হবে না।
যদি কোনও ব্যক্তি এই ধরনের নীতিজ্ঞান বর্জিত ব্যক্তি/প্রতারিত দলের প্রতিনিধি/মেসেজ/মোবাইল ফোনের কলের সঙ্গে লেনদেন করে থাকেন তবে সে সমস্তটাই নিজের ঝুঁকিতে করে থাকবেন। ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই কোনও প্রকার ক্ষতিকারক পরিণতির প্রতি দায়ী থাকবে না।
যদি কেউ এই ধরনের প্রতারক/মিথ্যে নিয়োগ পদ্ধতির জালের শিকার হয়ে থাকেন তবে তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, এই ধরনের প্রতারকদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় এফআইআর দায়ের করুন। হিন্দি ভাষায় এই বিষয়ে জানতে হলে নিম্নে উল্লেখিত লিঙ্কটি টিপুন : **https://www.aai.aero/sites/default/files/aaiupload/AAI_NIT % 20No-03_Hindi_Dec_12_2024_0.pdf.**

এনআইটি নং-০৩/২০২৪-২৫ — কার্যনির্বাহী ডিরেক্টর (এইচআর)
CBC 03111/12/0003/2425

ব্রিটিশ সেনার বোট নিশিগঞ্জে

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২০ ডিসেম্বর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনার ব্যবহৃত চারটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বোট উদ্ধার হল নিশিগঞ্জ পূর্ত দপ্তরের গোডাউন এলাকা থেকে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়েছে স্থানীয় মহলে। বোটগুলির গায়ে 'ব্রিটিশ আর্মি' খোদাই করে লেখা রয়েছে। বোটগুলি বিক্রি হয়ে গিয়েছে, এমন দাবি করে শুক্রবার বিকেলে ট্রাক নিয়ে সেগুলি তুলে নিতে আসেন কয়েকজন। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয়।

নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রজনীকান্ত বড়ুয়া বলেন, 'আমি স্থানীয়দের কাছ থেকে শুনে নিশিগঞ্জে পূর্ত দপ্তরের গোডাউনে আসি। জানতে পারি, বেশকিছু পুরোনো যন্ত্রপাতি, লোহার সরঞ্জামের সঙ্গে চারটি ব্রিটিশ আমলের বোট তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাধারণজ্ঞানে মনে হচ্ছে এগুলি হেরিটেজ সম্পত্তি। এগুলি সংরক্ষণ করা উচিত।' জানা যায়, ব্রিটিশ সেনার অধীনে থাকা একটি সংস্থা এই বোটগুলি ১৯৪২ সালে তৈরি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোচবিহারের রাজার সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা ব্রিটিশ সেনা সেগুলি কোচবিহারে নিয়ে আসে। ১৯৭৩ সালে মানসাই নদীতে সেতু তৈরির সময় সেগুলিকে ব্যবহার করা হয় চলাচলের জন্য। তারপর ১৯৭৮ সালে মানসাই নদীতে পঞ্চানন সেতু তৈরি হলে বোটগুলি নিশিগঞ্জে পূর্ত দপ্তরের গোডাউনের বাইরে রাখা হয়। জঙ্গলে ঢেকে থাকায় এতদিন তা লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, 'আমি বিষয়টি জেনে পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলি। এটি হেরিটেজ সম্পত্তি। বোটগুলি থেকে রাজ আমলের ইতিহাসচর্চার নতুন অনেক তথ্য উঠে আসতে পারে।' এবিষয়ে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক সম্পাদক পরিমল বর্মন বলেন, 'এভাবে রাজ আমলের ইতিহাস নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদ করছি।' বোটগুলিকে নিশিগঞ্জে হেরিটেজের মর্যাদা দিয়ে সংরক্ষণের দাবি জানান তিনি। কোচবিহার জেলা পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ সরকারের মন্তব্য, 'নিশিগঞ্জের গোডাউনে থাকা কিছু পুরোনো সামগ্রী নিয়ম মেনে বিক্রি হচ্ছিল। তার মধ্যে হেরিটেজ জাতীয় কিছু থাকলে তা সংরক্ষণ করা হবে।'

পূর্ত দপ্তরের গুদামে চারটি বোট উদ্ধার হয়েছে।

চাকরির টোপে টাকা 'হাতালেন' পুলিশকর্মী

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২০ ডিসেম্বর : আপার প্রাইমারিতে চাকরির লোভ দেখিয়ে টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠল কলকাতা পুলিশের এক কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, চাকরিপ্রার্থী পিছু ১৬ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই কনস্টেবলের সন্ধান নেই।

২০১৭-১৮ সালে আপার প্রাইমারিতে চাকরির জন্য চাকরিপ্রার্থীরা ওই কনস্টেবলকে টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই প্রার্থীদের কারোর প্যানেলে নাম ছিল না। বিপাকে পড়া সেই প্রার্থীরা কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলকে হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন। তাঁরা কলকাতার বেক বাগানের বাসায় গিয়ে জানতে পারেন ওই কনস্টেবল পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

বাধ্য হয়ে চাকরিপ্রার্থীরা সেখান থেকে ওই পুলিশ কর্মীর গ্রামের বাড়ি আসেন। তাঁর বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার লক্ষ্মীপুর মুনসিটোলায়। নাম মহিবুর শেখ। স্থানীয়রা চাকরিপ্রার্থীদের জানান, মহিবুর চার বছর আগে তার বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে একটি জমি কিনেছেন। মহিবুরকে বাড়িতে না পেয়ে চাকরিপ্রার্থীরা ওই জমি দখল করতে যান।

কিন্তু অভিযোগ, স্থানীয় কয়েকজন জমি দখল করতে বাধা দেন তঁদের। এরপরেই দুপক্ষ একে অপরের সঙ্গে রীতিমতো বচসায় জড়িয়ে পড়েন। এমনকি কয়েকজন চাকরিপ্রার্থীকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ।

চাকরিপ্রার্থী মহম্মদ ওবাইদুর রহমানের বক্তব্য, '২০১৭-১৮ সালের আপার প্রাইমারির চাকরি দেবেন বলে প্রায় ৩০-৩৫ জনের কাছ থেকে টাকা তুলেছেন মহিবুর। কিন্তু আমাদের চাকরি না হওয়ায় টাকা ফেরত চাইতে যাই তার কাছে। সে প্রথম দিকে টাকা দিতে চাইলেও বছর দুয়েক থেকে আমাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ বন্ধ। পরে জানতে পারি ও ইস্তফা দিয়েছে।' অপর এক চাকরিপ্রার্থী আনজারুল হকের মন্তব্য, 'মহিবুর কলকাতা পুলিশে কনস্টেবল পদে চাকরি করত। মন্ত্রীদের ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকত। সেটা দেখিয়েই আপার প্রাইমারির চাকরি করে দেব বলে আমাদের কাছ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা করে নিয়েছে। কিন্তু বিগত তিনবছর ধরে তার ফোন বন্ধ।' আনজারুল হকের দাবি, বৃহস্পতিবার জমি দখল করতে গিয়ে আমাদের বাধা দিল তার কয়েকজন সাগরেদ রফিকুল শেখ, বদিরুল শেখ ও সেলিম শেখরা। এমনকি মারধর করা হয় আমাদের। বিষয়টি বৈষ্ণবনগর থানায় জানিয়েছি। বৈষ্ণবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক বিপ্লব হালদারের বক্তব্য, 'এরকম কোনও খবর শুনিনি। কেউ কোনও অভিযোগ করেনি।'

শুক্রবার রফিকুল শেখ, বদিরুল শেখ, সেলিম শেখরা জানান, 'মহিবুর আমাদের জমিটি লিজ দিয়েছেন। আমাদের কাছে চুক্তির কাগজ রয়েছে।' মারধরের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন তাঁরা। মহিবুরকে এনিয়ে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলেও যোগাযোগ করা যায়নি।

গীতা পাঠের ২৫ লক্ষ টাকার হদিশ নিয়ে জল্পনা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আসর থেকে যে বিপুল অর্থসংগ্রহ করা হয়েছে তা এখন কোথায়? পুণ্য অর্জনের ওই সমাবেশের দারুণ সাফল্যের পর প্রশ্ন ঘুরছে সেখান থেকে সংগৃহীত অর্থের সদগতি নিয়ে। ওই সমাবেশের আয়োজন করেছিল সনাতন সংস্কৃতি সংসদ। সমাবেশে শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন ফি থেকে উঠেছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। আয়োজক সংস্থার অন্দর থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, ওইদিনের অনুষ্ঠানে সব মিলিয়ে ১ লক্ষ ২৩ হাজার রেজিস্টেশন হয়েছে। প্রত্যেকের কাছ থেকেই রেজিস্ট্রেশন ফি হিসেবে নেওয়া হয়েছে ২০ টাকা। সেক্ষেত্রে শুধু রেজিস্ট্রেশন থেকেই উঠেছে ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। তবে সবমিলিয়ে সংগৃহীত টাকার অঙ্কটা আরও অনেক বেশি। কাওয়াখালির ওই মাঠের একাধিক জায়গায় সেদিন বসানো হয় কিউআর কোড স্ক্যানার। সেই সঙ্গে ছিল দানপাত্র। সেখান থেকেও যে ভালোই টাকা সেদিন উঠেছিল ছিল, সেটা আলাদা করে বলার কিছু নেই। প্রশ্ন উঠছে, সেই টাকা গেল কোথায়? কী কাজে সেগুলো ব্যবহার করা হবে?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অবশ্য একাধিক তথ্য সামনে আসতে শুরু করছে। বিজেপির অন্দর মহল থেকে জানা গিয়েছে, খাতায় কলমে প্রকাশ্যে না থাকলেও গোটা অনুষ্ঠানের মূলে ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। অনুষ্ঠানের রাশও ছিল তাঁদের হাতে। যাবতীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে রেজিস্ট্রেশনের অর্থ, সমস্ত কিছুর ওপরই রাশ ছিল সরাসরি আরএসএস-এর। সেক্ষেত্রে বিজেপির কর্মকর্তাদের কাজ ছিল, শুধুমাত্র লোক জোগাড় করার। বিজেপির এক নেতার কথায়, 'আমাদের হাতে ক্রাউড পুলিং ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যাবতীয় আয়োজনই ছিল আরএসএস-এর হাতে।'

পুণ্য অর্জনের জন্য শঙ্খে ফুঁ। কাওয়াখালিতে। -ফাইলচিত্র

তবে অনুষ্ঠানে আরএসএস-এর নিয়ন্ত্রণ থাকার কথাটা সরাসরি স্বীকার করতে চাইছেন না সনাতন সংস্কৃতি সংসদের সদস্য লক্ষ্মণ বনসাল। কাওয়াখালিতে এই অনুষ্ঠান আয়োজনে তিনি সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা পদাধিকারী। আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘেরই একটি শাখা। বলছিলেন, 'এখানে আরএসএস-এর কোনও ব্যাপার নেই। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল সনাতন সংস্কৃতি সংসদ। এই সংসদ সন্ন্যাসী, সাধুদের নিয়েই তৈরি। আমরা তাঁদের সহযোগিতা করেছি।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'এত বড় অনুষ্ঠান, এত মানুষ এসেছিলেন। প্রচুর অর্থ লেগেছে। যে টাকা উঠেছে, তার থেকে আরও বেশি টাকা লাগবে।'

সমাবেশের উদ্যোক্তাদের অন্যতম মুখ ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সক্রিয় সদস্য চিকিৎসক বিশ্বপ্রতিম রুদ্র। তিনি বলছিলেন, 'আমাদের একটি সেবামূলক সংগঠন রয়েছে। সেই সংগঠন উত্তরবঙ্গে যে কোনও দুর্ঘটনা কিংবা মানুষের সমস্যা হলে সেখানে গিয়ে কাজ করে। টাকা বেঁচে গেলে সেই টাকা সেখানেই ব্যবহার হবে।'

জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভাবিত সনাতন সংস্কৃতি সংসদ রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ ছাড়াও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে। যদিও গোটা বিষয়টাই এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল। তিনি বলেন, 'আমরা ওই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলাম না। আরএসএস আলাদা সংস্থা। তাই ওঁদের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে এ ধরনের অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। কারণ, যেভাবে সনাতনীদের ভাঙা হচ্ছে, তাতে একজোট হতে এই ধরনের অনুষ্ঠান জরুরি।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'আসলে বিজেপি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সহ সাম্প্রদায়িক যে সমস্ত শাখা রয়েছে, সকলে মিলেই একটা অশান্ত পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে এর প্রতিফলন হবে না।'

৮২০ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ ছিল ৮৯৩টি। শুক্রবার ৮২০ জনকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল। এদিন জেলার ৬টি শিক্ষা সার্কেলের শিক্ষকদের ডিপিএসসি'র নুর মঞ্জিল ভবন থেকে ও বাকি ১৩টি শিক্ষা সার্কেলের শিক্ষকদের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের অফিস থেকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাঁদের নতুন দায়িত্বে যোগ দিতে বলা হয়েছে। গোটা জেলার ১৯টি শিক্ষা সার্কেলের ১২০৯টি স্কুল মিলিয়ে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ ছিল ৮৯৩টি। তার মধ্যে কাউন্সেলিং পর্বে স্কুল বেছে নেন ৮২০ জন। তবে ৭৩টি স্কুল প্রধান শিক্ষকবিহীনই রয়ে যাচ্ছে। নিয়োগপত্র পেয়েও যদি কেউ যোগ না দেন তাহলে পদশূন্যতার সংখ্যাটি আরও বেড়ে যাবে।

এদিকে, প্রধান শিক্ষক হয়ে চলে যাওয়ার কারণে কিছু স্কুল শিক্ষক ঘাটতির সমস্যায় পড়ে যাচ্ছে। এক শিক্ষকবিশিষ্ট স্কুলে পরিণত হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। আবার ছাত্র অনুপাতে উদ্বৃত্ত শিক্ষক হওয়ার দৃষ্টান্তও তৈরি হয়েছে। যদিও ডিপিএসসি দ্রুত এই সমস্যা দূর করার আশ্বাস দিয়েছে। চেয়ারম্যান লক্ষমোহন রায় বলেন, 'বিষয়টি জানা আছে। প্রতিটি সার্কেল থেকে ওই সংক্রান্ত রিপোর্ট চাওয়া হচ্ছে। এরপরই ঘাটতি ও উদ্বৃত্তের বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা হবে।' ৭৩টি স্কুলকে কাউন্সেলিং পর্বে কেউ বেছে না নেওয়াতেই এমন সমস্যা। প্রধান শিক্ষকের পদে প্যানেলে নাম থাকা ২০০-র মতো শিক্ষক কাউন্সেলিংয়ে গরহাজির ছিলেন। কিছু শিক্ষক হাজির হলেও অনেকে প্রধান শিক্ষক হতে অনিচ্ছুক বলে লিখিতভাবে জানান। এবার প্রধান শিক্ষক পদের নিয়োগ হয়েছে মাধ্যমভিত্তিক। চাকরির শুরুতে সহ শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার সময় যে মাধ্যমের জন্য প্যানেলভুক্ত হয়েছিলেন সেই মাধ্যমেই প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তবে এমন বেশ কিছু শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা নিয়োগের সময় এক মাধ্যমের জন্য প্যানেলভুক্ত হয়েও তাঁদের ভিন্ন মাধ্যমের স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। তাই তাঁদের অনেকে প্রধান শিক্ষক পদে যেতে পারেননি।

আজ টিভিতে

গ্রেট স্পিসিস অফ আফ্রিকা রাত ১০.৪৪ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রতারক, দুপুর ১০০ লাভ ম্যারেজ, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধে ৭.৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.০০ সন্ত্রাস, সন্ধে ৭.০০ পাগলু, রাত ১০.১০ গুরু
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ বৌমার বনবাস, বিকেল ৩.০০ প্রাণের স্বামী, ৫.৩০ মহাজন, রাত ৯.৩০ আজকের সন্তান, ১২.১৫ গল্প হলেও সত্যি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রণমি তোমায়
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার
জি সিনেমা : দুপুর ১.৩৮ কে থ্রি- কালী কা করিশ্মা, বিকেল ৪.৩২ স্কান্ডা, সন্ধে ৭.৫৫ বেদা, রাত ১০.৫৫ খুঁখার
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৭ এন্টারটেইনমেন্ট, দুপুর ১.৫০ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৪.৫৩ খুঁখার, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.৩৭ মুন্না মাইকেল
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৫২ অ্যানাকোন্ডাস- দ্য হান্ট ফর দ্য ব্লাড অর্কিড, দুপুর ১.৫৪ নসীব, বিকেল ৪.৫৬ শোলা অওর শবনম, সন্ধে ৭.৫৪ আখেঁ, রাত ১০.৫৭ জিস দেশমে গঙ্গা রহেতা হ্যায়
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.০০ গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি - থ্রি, বিকেল ৩.১৫ মোয়ানা, ৫.০০ গডজিলা ভার্সাস কং, সন্ধে ৬.৪৫ দ্য ক্রনিকলস অফ নর্নিয়া : দ্য লায়ন, দ্য উইচ অ্যান্ড দ্য ওয়াড্রোব, রাত ৯.০০ স্পাইডারম্যান-২, ১১.০০ ফল
সোনি পিক্স : দুপুর ১.৩২ দ্য মেকানিক, ২.৫৭ গুজবাম্পস, বিকেল ৪.৪১ র‍্যাম্পেজ, সন্ধে ৬.৩০ রেডি প্লেয়ার ওয়ান, রাত ৯.০০ দ্য ডার্ক পাওয়ার, ১১.০১ দ্য ডার্ক নাইট

দুজনে বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের সন্তান রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা

মোয়ানা বিকেল ৩.১৫ স্টার মুভিজ

গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি দুপুর ১.৫০ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য ভুলে সহজ কাজও আজ কঠিন হয়ে পড়বে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **বৃষ :** কোনও কাছের মানুষের কাছ থেকে মানসিক আঘাত পেতে পারেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **মিথুন :** অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে পদোন্নতি। **কর্কট :** কিছু আর্থিক সমস্যার কারণে কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। **সিংহ :** পাওনা আদায় নিয়ে মনোমালিন্য। বন্ধুর সহায়তায় সংসারে শান্তি ফিরবে। **কন্যা :** ব্যবসা নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মতবিরোধ। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের ঝামেলা কাটবে। **তুলা :** পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **বৃশ্চিক :** প্রিয়বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় সংকট কাটবে। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি। **ধনু :** রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। **মকর :** নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে ভুল করবেন। **কুম্ভ :** কাউকে দুঃখ দিয়ে নিজে কষ্ট পাবেন। বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি। **মীন :** কোনও কারণেই আজ বিতর্কে জড়াবেন না। ঘাড় ও কোমরের ব্যথা ভোগাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৫ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ৩০ অগ্রহায়ণ, ২১ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫ পুহ, সংবৎ ৬ পৌষ বদি, ১৮ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৯, অঃ ৪।৫২। শনিবার, ষষ্ঠী দিবা ১।৫৮। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র অহোরাত্র। প্রীতিযোগ রাত্রি ৮।৫২। বণিজকরণ দিবা ১।৫৮ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৪৬ গতে ববকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১।৫৮ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ১।৫৮ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।৩৮ মধ্যে ও ১২।৫৫ গতে ২।১৪ মধ্যে ও ৩।৩৩ গতে ৪।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৩ মধ্যে ও ৪। ৩৮ গতে ৬।২০ মধ্যে। যাত্রা – নাই, দিবা ৭।৩৮ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ১০।২২ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ১২।৫৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট এবং সপ্তমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২। ৫৬ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৪ গতে ২।৫০ মধ্যে মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৫০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৫৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৬০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/অক্টোবর/০১ তারিখঃ ১১-১০-২০২৪ এর বিপরীতে সংশোধনী-৪
[illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/৮
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Tender Notice

The undersigned invites e-Tender vide e-NIT No. 11/e-Chl-I/B/2024-25 & 12/e-Chl-I/PS/2024-25 Dated 20.12.2024 for civil/ Electrical works/ Item procurement. The details may be obtained from the Office or e-Tender portal www.wbtenders.gov.in

BDO & EO
Chanchal-I Dev. Block
&
Panchayat Samity

নিউ জলপাইগুড়ি ডিপোতে কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কার করণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি [illegible] www.gem.gov.in [illegible]
সিনি. ডিএমই/কোচিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সংশোধনী নং. - ১
তারিখঃ ১৮-১২-২০২৪
টেন্ডার নং: এন_৯_এইচকিউ_পিএমএস_এবিএস_২০২৪-২৫ -এর জন্য সংশোধনী - ১ ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
কাজের নাম : স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
ডিআরএম (এসএন্ডটি), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সেতুর কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১৫/২০২৪/এমএলডিটি তারিখঃ ১৮-১২-২০২৪। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পথের নির্মাণ/মেরামত
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৭০-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৮-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible] ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি
সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন-আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M-9647610774. (C/113963)

Affidavit
By affidavit EM- Mal on 19/12/24, I Sita Ram Chhetri declare that, Sita Ram Chhetri & Sitram Chhetri (DL) is same & identical person. (A/M)

কিডনি চাই
একজন পূর্ণ বয়স্ক সহৃদয় ব্যক্তির A+ (পজিটিভ) গ্রুপের কিডনি চাই। যোগোযোগ : M: 9474872899.

হারানো/প্রাপ্তি
আমি চিন্ময় ঘোষ, পিতা- মৃত চিত্তরঞ্জন ঘোষ, গ্রাম ও পো: ভোলারডাবরী, থানা ও জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার পুত্র রৈনাক ঘোষের OBC সার্টিফিকেট (No. WB2001OBC201702578) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 9832461425.

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়ীর শুটিংয়ের একটি মুহূর্ত।

ইউটিউবে সাড়া উত্তরের 'জয়ী'র

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : ধর্ষণ একটি সামাজিক ব্যাধি। ধর্ষিতা একটি মেয়ের পরিণতি কী হতে পারে, তা নিয়ে শর্ট ফিল্ম বানিয়ে উত্তরের ছেলেমেয়েরা তাক লাগিয়েছে। শর্ট ফিল্মটির নাম 'জয়ী'। শুক্রবার ফিল্মটি ইউটিউবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ৪০ মিনিটের ওই শর্ট ফিল্মটি ইতিমধ্যে ইউটিউবে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে।

ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং এলাকার তরুণ মিন্টু ইসলাম কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের কয়েকজনকে নিয়ে শর্ট ফিল্মটি তৈরি করেছেন। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় শুটিং হয়েছে। স্বল্প বাজেটে তৈরি ফিল্ম একদিনে ইউটিউবে সাড়া ফেলবে তা তাঁরা কেউ ভাবতে পারেননি। মিন্টু বলেন, 'শর্ট ফিল্মে একটি মেয়ে পড়াশোনার স্বার্থে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষিতা হয়ে সন্তানের জন্মের পর তাঁদের আলাদা করে দেওয়া হয়। অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার পর সেখানেও সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু পুরোনো ঘটনা জানাজানি হতে ফের জয়ীর সংসার ভেঙে গেলেও ধর্ষক রেহাই পায়নি। আলাদা করে দেওয়া সন্তানের সঙ্গে দীর্ঘ ১০ বছর পর মায়ের পুনরায় দেখা হয়। দুই সন্তান বড় হওয়ার পর মায়ের সঙ্গে মিলে ধর্ষকের শাস্তির ব্যবস্থা করে।'

শর্ট ফিল্মটিতে মুখ্য চরিত্র অর্থাৎ জয়ীর ভূমিকায় প্রেরণা দাস অভিনয় করেছেন। তিনি আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দা। প্রেরণার কথায়, 'এখনও সমাজে এমন অনেক ঘটনা আছে, যেখানে আইনের দ্বারস্থ না হওয়ায় অনেকে সঠিক বিচার পায় না। তখন পাশে ভরসা দেওয়ার মানুষ পর্যন্ত থাকে না। তবে সিনেমায় জয়ীর সংসার ভেঙে গেলেও তাঁর সন্তান বড় হয়ে মায়ের ভরসা হয়ে উঠেছিল। মায়ের

> এখনও সমাজে এমন অনেক ঘটনা আছে, যেখানে আইনের দ্বারস্থ না হওয়ায় অনেকে সঠিক বিচার পায় না। তখন পাশে ভরসা দেওয়ার মানুষ পর্যন্ত থাকে না। তবে সিনেমায় জয়ীর সংসার ভেঙে গেলেও তাঁর সন্তান বড় হয়ে মায়ের ভরসা হয়ে উঠেছিল।
>
> **প্রেরণা দাস**

প্রতি সন্তানের কর্মবোধকে ফুটিয়ে তুলতে মায়ের দোষীদের শাস্তি পাইয়ে দেওয়ার ঘটনা পর্দায় দেখানো হয়েছে। বাস্তব সমাজে একটি মেয়ের অসহায়তার কারণ না হয়ে তাঁর ভরসা হয়ে দাঁড়ালে সমাজ রক্ষা পাবে।' এখনও পর্যন্ত যাঁরা ইউটিউবে শর্ট ফিল্মটি দেখেছেন, তাঁরা অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসনীয় বলে দাবি করেছেন।

লাটাগুড়িতে লোক উৎসবের প্রস্তুতি। শুক্রবার।

পর্যটক টানবে ওয়াচিপ্পা, ফোকতই

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : লোকসংস্কৃতি না ট্র্যাডিশনাল খাবার? কীসের আস্বাদ নেবেন? খাবারে আছে মুরগির মাংস ও ভাত দিয়ে তৈরি নেপালি সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় খাবার ওয়াচিপ্পা, রাজবংশী খাবার ফোকতই, ছ্যাকা কিংবা ডুকপাদের তৈরি মাখন চা। লোকসংস্কৃতিতে পড়ছে ভুটানের বিখ্যাত লায়ন ডান্স থেকে শুরু করে মেচেনি নৃত্য, পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য

এশিয়ান ফোক ফেস্ট

কিংবা অসমের বিহু। দেশবিদেশের লোকসংস্কৃতি, খাবার, কৃষ্টি আরও কত কী, সব এক জায়গায়। সবেরই দেখা মিলবে, ওই 'ফোক' স্টাইলে। তাই একবার ঢুঁ মারতে আপত্তি না থাকলে দেরি না করে চলে আসতে পারেন লাটাগুড়ি ম্যালে অনুষ্ঠিত হতে চলা আটদিনব্যাপী এশিয়ান ফোক ফেস্টে। ডুয়ার্সের মনোহর বনবনানী, খাওয়াদাওয়া, গল্প আর নিদারুণ আনন্দ তো রইলই। পাশাপাশি উত্তরের শীতের মরশুম উপভোগ করার সুলুকসন্ধানও পেয়ে যাবেন হাতের মুঠোয়। ২৪ ডিসেম্বর থেকে রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হতে চলা এই ফেস্টের প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে।

গত বছর থেকে পর্যটক টানতে এই ফোক ফেস্টের আয়োজন। গত বছর শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের লোকশিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল এই ফেস্টের আকর্ষণ। তবে এবার শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। পাশাপাশি দেশবিদেশের ট্র্যাডিশনাল বিভিন্ন খাবারের আস্বাদও নিতে পারবেন পর্যটকরা।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'স্থানীয় ও বহিরাগত মিলে একশোর ওপর শিল্পী তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন মঞ্চে। ইতিমধ্যেই মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বড় দুটি তোরণ জাতীয় সড়কের ওপর লাগানো হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফেও নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।'

রিয়েলমির নতুন ফোনে চমক

নিউজ ব্যুরো

২০ ডিসেম্বর : সম্প্রতি রিয়েলমি ১৪x৫জি লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করল। এটি একটি IP69 ফোন। এটি ক্রিস্টাল ব্ল্যাক, গোল্ডেন গ্লো এবং জুয়েল রেডের মতো তিনটি আকর্ষণীয় রংয়ে পাওয়া যাবে। এছাড়া এতে ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স এবং মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিস্ট্যান্স রয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে 6000mAh ব্যাটারি। নতুন এই মডেলটি দুটি স্টোরেজ ভেরিয়েন্টে আসে – ৬জিবি+১২৮জিবি, যার দাম ১৪,৯৯৯ টাকা। অন্যদিকে, ৮জিবি+১২৮ জিবির দাম ১৫,৯৯৯ টাকা।

অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

ময়নাগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : ময়নাগুড়ি ভোটপট্টিতে দুই নাবালিকার শ্লীলতাহানির ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ভোটপট্টি এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত বুধবার ভোটপট্টিতে পুলিশের ওপর হামলা, গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মদত দেওয়ার অভিযোগে স্থানীয় আরও একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শুক্রবার ওই দুজনকেই জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বুধবারের অশান্তির ঘটনার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে ভোটপট্টি। পুলিশ ও র‍্যাফ দিনভর রুটমার্চ করেছে এলাকায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে বৈষম্যে ক্ষোভ শিক্ষা মহলে

হাইস্কুলে গরমের ছুটি পরে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ ডিসেম্বর : বাচ্চাদের নাকি গরম বেশি। বাড়ির মা-কাকিমাদের বলা এই কথাটায় সিলমোহর দিল রাজ্য প্রাথমিক এবং মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। রাজ্যের প্রতিটি জেলার স্কুলগুলির জন্য প্রতিবারের মতো এবারও সারা বছরের ছুটির তালিকা পাঠিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর।

সেখানে দেখা গিয়েছে, প্রাথমিক স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি আগে দেওয়া হয়েছে এবং হাইস্কুলগুলিতে পরে। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারপার্সন রজত বর্মা বলেন, 'রাজ্যের সব জায়গার আবহাওয়া তো সমান নয়। যাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কোনও কিছু চিন্তাভাবনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

যদিও একই এলাকায় প্রাথমিক এবং হাইস্কুলগুলিতে আলাদা সময়ে গরমের ছুটি দেওয়া নিয়ে শিক্ষা দপ্তরকে বিঁধেছে প্রায় সব শিক্ষক সমিতিই। এসব শিক্ষা দপ্তরের খামখেয়ালিপনা বলে তোপ দাগলেন বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'এটা শিক্ষা দপ্তরের চরম খামখেয়ালিপনা। একেবারে

দায়সারা কাজ। এ ধরনের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি হাস্যকর।'

প্রতিবারের মতো এবারও রাজ্যের প্রাথমিক ও হাইস্কুলগুলির সারা বছরের ছুটির তালিকা পাঠিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। সেখানে দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রাথমিক স্কুলগুলির জন্য যে ছুটির তালিকা পাঠিয়েছে, সেখানে গরমের ছুটি দেওয়া হয়েছে আগামী বছরের ২ মে থেকে ১২ মে পর্যন্ত। অথচ পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদে পাঠানো ছুটির তালিকা অনুযায়ী গরমের ছুটি দেওয়া হয়েছে ১২ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত।

প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি শিক্ষা দপ্তর মনে করছে যে, একই জায়গায় প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের গরম আগে লাগে। আর হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গরম পরে লাগে। বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সভাপতি বিপুল নন্দীর মন্তব্য, 'শিক্ষা দপ্তরের এ ধরনের সিদ্ধান্ত বিভ্রান্তিকর। প্রাথমিক এবং হাইস্কুলের গরমের ছুটি একই সময় দেওয়া উচিত ছিল।' রাজ্যের সব জায়গার আবহাওয়া সমান নয়। তাই স্কুলের এই ছুটির বিষয়গুলি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের হাতে দেওয়া হলে ভালো হয়।

ঘোষণার পর

- পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ গরমের ছুটি দিয়েছে ২ থেকে ১২ মে পর্যন্ত
- পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুযায়ী ১২ থেকে ২৩ মে পর্যন্ত
- শিক্ষা দপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করেছে শিক্ষা মহল

'শিক্ষা দপ্তরের অপরিপক্ক পরিকল্পনা', কটাক্ষ নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সভাপতি দীপক সরকারের। তাঁর কথায়, 'এটা অদ্ভুত এবং অবাস্তব। এটা কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না।'

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক বলরাম সিংহ রায়ের গলায় অবশ্য অন্য সুর। তিনি বললেন, '২ মে থেকে আমাদের প্রাথমিকে গরমের ছুটি শুরু হচ্ছে, সেটা একেবারে সঠিক সময়ে দেওয়া হয়েছে। তবে মাধ্যমিক স্তরের স্কুলের বিষয়টি আমার জানা নেই। তাই না জেনে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।'

সচেতনতামূলক কর্মশালা।

প্রশিক্ষণ ছাড়া কর্মী নিয়োগ নয়

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনও অবস্থায় চা কারখানার ভেতর কর্মী নিয়োগ করা যাবে না। কারখানায় ভেতর কাজ করার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সে বিষয়ে আগে থাকতে শ্রমিকদের সচেতন করতে হবে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবনে রাজ্য সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ ফ্যাক্টরিস আয়োজিত সচেতনতামূলক কর্মশালায় এমনই সতর্কবার্তা দিলেন দপ্তরের কর্তারা। এদিনের কর্মশালায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৫০টি চা ফ্যাক্টরির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ ফ্যাক্টরি সুদীপ পাত্র এবং ডেপুটি ডিরেক্টর অরূপ গোস্বামী। সুদীপ বলেন, 'উঁচু জায়গায় কাজ করার সময় সব থেকে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। বেশি উচ্চতায় কাজ করা শ্রমিকদের সেফটি বেল্ট এবং হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করতে হবে কর্তৃপক্ষকে। সেইসঙ্গে কারখানায় যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদেরও মেশিনের ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।'

দে দৌড়...

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

১৩ বছর ধরে বেহাল গির্জা রোড

বড়দিনের আগে ক্ষোভ বাড়ছে গুদামটারিতে

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২০ ডিসেম্বর : বড়দিনের আগে সেজে উঠেছে গুদামটারির গির্জা সংলগ্ন এলাকা। প্রতিটি বাড়িতেই নতুন রংয়ের প্রলেপ এবং রকমারি আলো দিয়ে সাজানো। উৎসবের আগে গির্জাও সেজে উঠেছে। তবে এসবের মধ্যে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে গুদামটারির মূল গির্জা রোড। গোটা রাস্তায় পাথর বিছানো। স্থানীয়দের দাবি, গত ১৩ বছর ধরে এই রাস্তা সংস্কারের কোনও কাজ হয়নি। গতবার বড়দিনের উৎসবে এসে অবশ্য রাস্তা সারানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এখনও রাস্তার হাল ফেরেনি। যদিও আগামীতে অবশ্যই ওই রাস্তার কাজ হবে বলে জানিয়েছে পঞ্চায়েত প্রশাসন।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মন এবিষয়ে বলেন, 'এখন বুথে বুথে গ্রাম সংসদ সভা চলছে। ওই সভার মাধ্যমে রাস্তা সারাইয়ের প্রস্তাব এলে আগামীতে অবশ্যই গির্জা রোডের কাজ করা হবে।' গুদামটারি এলাকার স্থানীয় রাজেন্দ্র নার্জিনারি জানান, বছরের পর বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটির এই অবস্থা। ২০১১ সালের আগে পাথর বিছিয়ে এটি সংস্কার করা হয়েছিল। তারপর আর কাজ হয়নি। এখন এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করাই মুশকিল হয়ে উঠেছে। তাই দ্রুত এই রাস্তা সংস্কার হলে সকলেরই ভালো হয়।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের একমাত্র গুদামটারিতেই বড়দিনের উৎসব হয়। কয়েক বছরের চেষ্টায় এখানে নতুন গির্জা গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার মূল রাস্তা এরকম বেহাল অবস্থায় আছে। প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ এই গির্জা রোডটি ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের সঙ্গেও যুক্ত। গতবছর এই এলাকায় গ্রাম সংসদ সভা হয়। সেখানেও রাস্তাটি সংস্কারের দাবি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই রাস্তাটি কংক্রিটের করা হোক, এমনি দাবি স্থানীয়দের। বড়দিন ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে গির্জায় প্রার্থনা করেন এলাকার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বহু মানুষ। তাই রাস্তাটি দিয়ে সব সময় অনেকেই যাতায়াত করেন। স্থানীয় বাসিন্দা কুশল নার্জিনারির বলেন, 'গির্জার পাশাপাশি এই রাস্তার ধারেই আমাদের বাড়ি। পাথর বিছানো রাস্তায় যাতায়াত করতে সমস্যা হয়।' এবিষয়ে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মনের বক্তব্য, 'গুদামটারির ওই গির্জা রোডের বিষয়টি আমাদের জানা আছে। গত এক বছরে ওই বুথে একটি সিসি রাস্তারই অর্থবরাদ্দ হয়েছে। আগামীতে অবশ্যই গুদামটারির রাস্তাটিরও কাজ করা হবে।'

টুকরো খবর

বিরসা জয়ন্তী

হাসিমারা, ২০ ডিসেম্বর : ১৫ নভেম্বর ছিল আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার কালচিনি ব্লকের সাতালি চা বাগানের বিরসা মুন্ডা ময়দানে 'সাতালি ব্রাদার্স'-এর উদ্যোগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট ময়দানের পাশে বীর বিরসা মুন্ডা চিল্ড্রেন পার্কের রজত জয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সেখানে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বিক্ষোভ

শালকুমারহাট, ২০ ডিসেম্বর : সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, ডঃ বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন সেই ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হল পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটি। শুক্রবার শালকুমারহাট বাসস্ট্যান্ডে অমিত শা'র করা মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে সোচ্চার হন ন্যায় মঞ্চের জেলা সম্পাদক অরবিন্দ রায়, জেলা সদস্য মিন্টু রায়দের মতো প্রতিনিধিরা। পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়।

কর্মীসভা

শালকুমারহাট, ২০ ডিসেম্বর : ২৫ ডিসেম্বর দিনহাটায় সন্তানদলের মিছিল ও বৈদিক জনসভা। এজন্য শুক্রবার শালকুমার-১, শালকুমার-২, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতি সভা করল সন্তানদল। এদিন শালকুমারহাটের বানিয়াপাড়ায় আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জিত দাস, আলিপুরদুয়ার জেলা সংগঠক গণেশ রায়, জলপাইগুড়ি জেলা সংগঠক আশুতোষ চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রস্তুতি

রাঙ্গালিবাজনা, ২০ ডিসেম্বর : মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামের আলি সংঘের উদ্যোগে রবিবার রক্তদান শিবির হবে। হাজিপাড়ার লাইলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সেই কর্মসূচি হবে, জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সেই কর্মসূচির প্রস্তুতি চলে শুক্রবার।

বীরপাড়ায় প্রশ্ন প্রশাসনের ভূমিকায়

হাসপাতাল চত্বর যেন সেপটিক ট্যাংক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ ডিসেম্বর : হাসপাতাল চত্বর একটা 'সেপটিক ট্যাংক' বললে খুব একটা ভুল হবে না। আশপাশের বাড়ির শৌচাগারের নোংরা জল ফেলার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল চত্বর। বছরের পর বছর ধরে নোংরা জল ফেলা হচ্ছে হাসপাতাল চত্বরে। প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনের ভূমিকায়। হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াই অবশ্য বলেন, 'এধরনের কার্যকলাপ আর বরদাস্ত করা হবে না। বেশ কয়েকজনকে এর আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ করা হবে।'

বিঘার পর বিঘা জমিজুড়ে গড়ে উঠেছে বীরপাড়া হাসপাতাল। কিন্তু হাসপাতাল চত্বরের পরিবেশ নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ অনেকদিনের। বিশেষ করে পশ্চিমদিকের সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে বছরের পর বছর ধরে আবর্জনার স্তূপ জমে রয়েছে। বীরপাড়ায় আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই। তাই স্থানীয়দের অনেকে সুযোগ বুঝে আবর্জনা ফেলেন হাসপাতাল চত্বরে। এবছরের মে মাসে এ নিয়ে খবর প্রকাশের পর রোগীকল্যাণ সমিতির তরফে ঝোপঝাড় কাটা হয়। কিছু আবর্জনাও সাফ করা হয়। কিন্তু কয়েক মাসের ব্যবধানে আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে গিয়েছে হাসপাতাল চত্বর। এলাকাবাসী বিকাশ দাস বলছেন, 'হাসপাতাল চত্বর সাফাই করা হয় না। বিভিন্ন জায়গায় নোংরা জল জমে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া, বাইরের নোংরা জলও হাসপাতাল চত্বরে ফেলা হচ্ছে। এটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা।'

হাসপাতালের সীমানা প্রাচীরের পশ্চিমদিকে রয়েছে বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোড। ওই রাস্তা এবং সীমানা প্রাচীরের মাঝের জায়গায় সারি সারি দোকানপাট, বাড়িঘর। সেখানেরই বেশ কয়েকটি বাড়ির শৌচাগারের পাইপ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল চত্বরের ভেতর।

হাসপাতালের পূর্বদিকেও আবর্জনা ফেলা হয়। তবে সেগুলি হাসপাতালের বর্জ্য। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে, ওই বর্জ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়ায়। হাসপাতাল চত্বরে প্রায়ই আবর্জনা পোড়ার কটু গন্ধ পাওয়া যায়। হাসপাতালে ঢোকার রাস্তাটিও এবড়োখেবড়ো। রাস্তা সাফাই করা হয় না বহুদিন। রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আবর্জনা, প্লাস্টিকজাত সামগ্রী।

হাসপাতাল চত্বর নোংরা হওয়ার আরেকটি কারণ হল সীমানা প্রাচীরের ভেতর খাদ্যসামগ্রীর বিক্রিবাট্টা। সীমানা প্রাচীরের ভেতর দোকানপাট বসার কথা নয়। কিন্তু বীরপাড়া হাসপাতাল চত্বরে ফুচকা, ঝালমুড়ি, চানাচুর সবই বিক্রি হয়। খাদ্যসামগ্রী মুড়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত খবরের কাগজের টুকরো পড়ে থাকে হাসপাতাল চত্বরেই। চত্বর ঘুরে দেখা গিয়েছে, কেউ কেউ ব্যক্তিগত কাজেও ব্যবহার করছেন চত্বরটি। হাসপাতালের সীমানা প্রাচীরের ভেতর গাড়ি ধোয়া হচ্ছে।

সীমানা প্রাচীর ঘেঁষা একটি বাড়ির খিড়কি দিয়ে সরাসরি হাসপাতাল চত্বরে ঢোকা যায়। চত্বরের ভেতর বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কাপড় শুকোনোর কাজও হয়। স্থানীয় তরুণ অভিজিৎ মজুমদার বললেন, 'এগুলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা। মানুষ হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে যান। তাই হাসপাতালের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া বাইরের আবর্জনা হাসপাতালে ফেলা রুখতে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ করা উচিত।'

বীরপাড়া হাসপাতাল চত্বরে আবর্জনার স্তূপ। (নীচে) হাসপাতাল চত্বরে পোড়ানো হচ্ছে আবর্জনাও। –সংবাদচিত্র

নোংরার উৎস

- হাসপাতালের পশ্চিমদিকের সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে জমছে আবর্জনার স্তূপ
- কয়েকটি বাড়ির শৌচাগারের পাইপ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল চত্বরের ভেতর
- হাসপাতালের পূর্বদিকে হাসপাতালের বর্জ্য ফেলা হয়
- হাসপাতাল চত্বরে খাদ্যসামগ্রীর দোকান বসাতেও জঙ্গল বাড়ছে

চিতাবাঘের হানায় আতঙ্ক কড়াইবাড়িতে

জটেশ্বর, ২০ ডিসেম্বর : শুক্রবার জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়াইবাড়ি এলাকায় নদীর পাড়ে একটি ঝোপের ধারে আধখাওয়া গোরু পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায়। গোরুর মালিক বিদ্যা রায় জানান, গোরু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিল। চিতাবাঘে টেনে নিয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা করছেন অনেকে। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। এদিকে আধখাওয়া গোরুকে দেখতে পেয়ে খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরের মাদারিহাট রেঞ্জকে। ঘটনাস্থলে বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘের উপস্থিতি টের পান। পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাঘের পায়ের ছাপও পাওয়া গিয়েছে বলে খবর।

গোরুর মালিক বিদ্যা বলেন, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোরুটি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। খোঁজাখুঁজি করেও ওইদিন সন্ধান পাইনি। এই ঘটনা ঘটবে আশা করিনি।' বন দপ্তরের মাদারিহাট রেঞ্জ আধিকারিক শুভাশিস রায় বলেন, 'ধান কাটা শেষ হয়েছে। এখন বড় ঝোপ বা জঙ্গলে চিতাবাঘ আশ্রয় নিতে পারে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।'

ফালাকাটা ব্লকের চা বাগান ও গ্রামাঞ্চলে বহু মানুষ ২০২৩ ও ২০২৪ সালে চিতাবাঘের হামলার শিকার হয়েছেন। বেশ কয়েকজন প্রাণও হারিয়েছেন। খাঁচা পেতে বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ ধরেছেন বন দপ্তরের মাদারিহাট রেঞ্জ। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ফের গ্রামাঞ্চলে চিতাবাঘের হামলা শুরু হল। শুক্রবার কড়াইবাড়ির গ্যারগান্ডা নদীর পাড়ে একটি ঝোপে আধখাওয়া গোরুটিকে প্রতিবেশীরা দেখতে পান। পরে খবর দেওয়া হয় গোরুর মালিককে। খবর পেয়ে গোরুর মালিক সহ গ্রামের মানুষজন আসেন ঘটনাটি চাক্ষুষ করতে। নদীর পাড়ে এই ঘটনা দেখতে পেয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দা চন্দরা রায় রায়ের কথায়, 'বয়স্ক মানুষ ও শিশুদের নিয়ে চিন্তা বাড়ল। বন দপ্তর মাঝে মাঝে টহল ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে উপকার হয়।'

কাঠ উদ্ধার

বারবিশা, ২০ ডিসেম্বর : পিকআপ ভ্যানে চোরাই সেগুন কাঠ পাচার করা হচ্ছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার কুমারগ্রাম ব্লকের মারাখাতায় যৌথ অভিযানে নামে ভক্কা ও কামাখ্যাগুড়ির মোবাইল রেঞ্জ। বনকর্মীদের দেখে চোরাই সেগুন কাঠবোঝাই পিকআপ ভ্যান নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে পাচারকারীরা। টানা দু'ঘণ্টা গলিপথে প্রায় ৫০ কিমি ছোটাছুটির পর বন দপ্তরের নাগালে আসে গাড়িটি। চোরাই কাঠ সহ গাড়ি ফেলে চম্পট দেয় পাচারকারীরা। ১০০ সিএফটি সেগুন কাঠবোঝাই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর।

জলের সমস্যা শুনতে কুমারগ্রামে আধিকারিকরা

শামুকতলা, ২০ ডিসেম্বর : অতীতে বেশ কয়েকবার পরিস্রুত জলপ্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলে বিধানসভায় সরব হয়েছিলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও পাঠিয়েছিলেন তিনি। সমস্যার সমাধান না হওয়ায় গত ৪ ডিসেম্বর বিধানসভায় ফের এবিষয়ে সরব হন। এরপর ১১ ডিসেম্বর বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়ের কাছে দরবার করেন। মন্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, খুব দ্রুত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা এলাকা পরিদর্শন করে সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন। সেই অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী। মন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে শুক্রবার রায়ডাক, তুরতুরি, মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পরিদর্শন করলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তারা। সেইসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলেন তাঁরা। বিস্তারিত অভিযোগ শোনা হয় বিধায়কের থেকেও। পরিদর্শনকারী আধিকারিকরা এব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে রাজি না হলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা জানান, বাড়ি বাড়ি জলপ্রকল্পের কাজ জোরকদমে চলছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে যেসব অভিযোগ আছে সেগুলি খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানের জন্য কাজ শুরু করা হয়েছে। বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দ্রুত সমাধান করা হবে।

এদিনের পরিদর্শন প্রসঙ্গে মনোজ বলেন, 'কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা জল জীবন মিশনের জন্য রাজ্য সরকারকে দেওয়া হচ্ছে। অথচ সারা রাজ্যে সে কাজ স্বচ্ছভাবে হচ্ছে না। পরিস্রুত পানীয় জল থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন।' গত বৃহস্পতিবারও পানীয় জলের জন্য পারোকাটা এলাকায় পথ অবরোধে শামিল হয়েছিলেন বাসিন্দারা। এছাড়া অন্য জায়গাতেও লাগাতার এবিষয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছে। কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার প্রতিটি বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা না করা হলে আগামীতে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে মনোজ জানান।

বাসিন্দাদের সঙ্গে বিধায়ক এবং আধিকারিকরা। ছবি : রাজু সাহা

পিএইচই'র উদ্যোগ

টোটোচালকের জালে বোয়াল

ফালাকাটা, ২০ ডিসেম্বর : পেশায় টোটোচালক। নেশায় মাছশিকারি। ভুটনিরঘাটের ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা সৌহার্দ্য সরকার। শুক্রবার ফালাকাটার মুজনাই নদীতে যে বিশালাকার বোয়াল মাছ জালে ধরা পড়বে তা ভাবতেই পারেননি সৌহার্দ্য। প্রায় পনেরো কেজি ওজনের সেই বোয়াল মাছটি শেষে তিনি বিক্রি করেন পাঁচ হাজার টাকায়। এদিন সকালে ভুটনিরঘাটের পাশেই মুজনাই নদীতে মাছ ধরতে আসেন সৌহার্দ্য। তাঁর কথায়, 'নেশার টানে নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরি। কিন্তু এদিন যে ১৫ কেজির বোয়াল মাছ জালে উঠবে তা ভাবতেই পারিনি।' মাছটি বাড়ি নিয়ে গেলে স্থানীয়দের ভিড় জমে যায়।

ভুটনিরঘাট এলাকায় শুক্রবার এসেছিলেন কুঞ্জনগরের বাসিন্দা শিবশংকর বর্মন। পেশায় তিনি মাংস বিক্রেতা। বোয়ালের খবর পেয়ে ওই বাড়িতে যান তিনিও। পরে শিবশংকরই মাছটি কিনে নেন। তিনি বলেন, 'আজকে আমার নাতির জন্মদিন। বাজার করতেই ভুটনিরঘাটে আসি। বোয়ালের খবর পেয়ে টোটোচালকের বাড়ি যাই। মাছটি দেখে লোভ সামলাতে পারিনি। তাই দরদাম করে কিনে নিই।' বছর দুয়েক আগেও মুজনাই নদীতে প্রায় দশ কেজি ওজনের বোয়াল মাছ ধরেছিলেন বৌলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যপ্রেমী দীপক বর্মন। আর এবার ফের ধরা পড়ল বিশালাকার বোয়াল।

জেলার খেলা

পদক গলায় সফল ক্যারাটেকারা।

ক্যারাটেতে ৯ পদক

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : নয়াদিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্যারাটেতে ৯টি পদক জিতেছেন আলিপুরদুয়ার স্পোর্টস অ্যাকাডেমির ক্যারাটেকারা। ৫৫ কেজিতে কুমিতে রুপো ও কাতাতে সোনা পেয়েছে সুচিস্মিতা পাল। ৪৫ কেজিতে কাতা ও কুমিতে দিতিপ্রিয়া রায় রুপো জিতেছে। ৪৮ কেজি বিভাগে কাতা ও কুমিতে ময়ূখ দেব সরকার ব্রোঞ্জ পেয়েছে। ৭৮ কেজিতে কুমিতে নন্দগোপাল দে সোনা এবং ৭৬ কেজি কাতাতে ব্রোঞ্জ ও কুমিতে রুপো জিতেছেন শুভজিৎ ওরাওঁ।

নয়নের ৭৩

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার সোনাপুর পূজারি সংঘ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২ উইকেটে প্লেয়ার্স একাদশ ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে প্লেয়ার্স প্রথমে ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৩ রান তোলে। পবন প্রসাদ ৫৫ রান করেন। সুদীপ্ত বিশ্বাস ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে পূজারি ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৪ রান তুলে নেয়। নয়ন দাস ৭৩ রান করেন। অভিজিৎ কুমার ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। অরবিন্দনগর মাঠে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৫ উইকেটে শামুকতলা একে ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে শামুকতলা ৩৪ ওভারে ১৩০ রানে গুটিয়ে যায়। বিকি কর্মকার ৪৭ রান করেন। শুভ দাস ১৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রেইনবো ২৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩১ তুলে নেয়। আমানত আলি ১৪ রানে নেন ২ উইকেট।

জিতল টাউন

বীরপাড়া, ২০ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বীরপাড়া কেন্দ্রে শুক্রবার ফালাকাটার টাউন ক্লাব ৭০ রানে বীরপাড়া হাইস্কুলকে হারিয়েছে। প্রথমে টাউন ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৮ রান তোলে। প্রলয় দত্ত ৫১ রান করেন। জয়ব্রত দে ৩ উইকেট নেন। পরে বীরপাড়া হাইস্কুল ২৮.৫ ওভারে ৯৮ রানে গুটিয়ে যায়। অনুজ প্রসাদ ২৯ রান করেন। শিবেশ প্রামাণিক ৪ উইকেট পেয়েছেন। শনিবার খেলবে সানরাইজ স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও ভানাবাড়ি টিজি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

আলিপুরদুয়ার দল

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স হুগলির কোন্নগরে ২১- ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে অংশ নিতে আলিপুরদুয়ার জেলা দল রওনা হয়েছে। পুরুষ দলে রয়েছেন অমূল্য নাথ, সুভাষচন্দ্র বোস, আশিস চৌধুরী, সুবীরকুমার দাস, অসীমকুমার বিশ্বাস, জয়দীপ নাথ, মৃত্যুঞ্জয় বসু, পাঞ্জাব আলি, শারতাজ আহমেদ ও পার্থ সাহা। মহিলাদের দলে রয়েছেন রেণু বসুমাতা, সংহিতা বিশ্বাস, লতিকা লাকড়া ওরাওঁ ও শিপ্রা রায় মজুমদার।

স্কুল ক্যারাটেতে কৌস্তভ

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : ৬৮তম স্কুল ন্যাশনাল গেমস মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে শনিবার শুরু হবে। সেখানে রাজ্য দলের হয়ে ক্যারাটে অংশ নেবে আলিপুরদুয়ার জেলার কৌস্তভ পণ্ডিত। সে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ৫০ কেজি কুমিতে ক্যাটিগোরিতে নামবে।

পলাশবাড়ি নাট্যোৎসবে আসছে কলকাতার দল

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২০ ডিসেম্বর : বড়দিনের আবহে আজ, ২১ ডিসেম্বর থেকে পলাশবাড়ি নাট্যোৎসব আরম্ভ হতে চলেছে। চারদিনের এই উৎসবে আসছেন কলকাতার অভিনেতারাও। এজন্য আয়োজক পলাশবাড়ি 'ভাবনা নাট্যম' সংস্থার সঙ্গে যুক্ত স্কুল-কলেজ পড়ুয়া থেকে বধূরা সকলেই ভীষণ ব্যস্ত। কারণ কলকাতা, মালদা, আলিপুরদুয়ারের নাটকের দলগুলির পাশাপাশি আয়োজক সংস্থারও নাটক ওই উৎসবে পরিবেশিত হবে। এজন্য বহু আগে থেকেই জোরকদমে নাটকের মহড়া শুরু করেছেন শর্মিতা বর্মন, রূপা গোস্বামীর মতো কলেজ পড়ুয়ারা। আর নন্দিতা দত্ত, শিখা চৌধুরীর মতো বধূরাও সেখানে শামিল।

আগে এই নাট্য সংস্থা নিজেদের সংগঠনের নামে একটি বার্ষিক নাট্যোৎসব করত। কিন্তু ক'বছর ধরে সেটির নাম পালটে করা হয়েছে পলাশবাড়ি নাট্যোৎসব। এই নাটকের উৎসবের সঙ্গে স্থানীয়দের ভাবাবেগ জড়িয়ে রয়েছে। যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় প্রতিবছর নাটকের প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় থেকে। তাই এই সিদ্ধান্ত বলে আয়োজক সংস্থা জানিয়েছে। তবে এবারের নাট্যোৎসবে চমক হিসেবে থাকছে কলকাতার নাট্য সংস্থা ও অভিনেতারা। প্রথম দু'দিন তিনটি করে নাটক পরিবেশিত হবে। যার মধ্যে প্রথম দিন থাকছে আলিপুরদুয়ার নবাঙ্কুর নাট্যজনের 'দংশক', আয়োজক সংস্থার 'অনিন্দিতা' ও আলিপুরদুয়ার সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থার 'সুরমা'। দ্বিতীয় দিন ভাবনা নাট্যমের 'চরিত্রবান চোর', আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠীর 'পিশাচ কাল' ও মালদার অপাংক্তেয় নাট্য সংস্থার 'ল্যাবরেটরি' অভিনীত হবে। ২৩ ডিসেম্বর আয়োজক সংস্থার 'আহা রে মরণ' ও কলকাতার হযবরল নাট্যগোষ্ঠী 'প্যাঁচে পঞ্চবাণ' পরিবেশন করবে। ওই নাটকে অভিনয়ে থাকবেন চলচ্চিত্র অভিনেতা কলকাতার সঞ্জীব সরকার। আর শেষদিন মুর্শিদাবাদ রঘুনাথগঞ্জ থিয়েটার গ্রুপের নিবেদন 'কন্ট্রাস্ট' ও কলকাতার স্বপ্ন সূচনা পরিবেশন করবে 'হৃৎপিণ্ড'। কলকাতার নাটকটির নির্দেশনা এবং অভিনয়ে থাকবেন রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা বিজয় মুখোপাধ্যায়।

আয়োজক সংস্থার কর্ণধার রতনকুমার চৌধুরীর কথায়, 'পলাশবাড়িতে এবার নাটক দিয়েই বড়দিনের উৎসব শুরু হচ্ছে। কলকাতা সহ নানা প্রান্তের নাট্যদল ও অভিনেতারা আসছেন। তাই এবারও নাটক দেখতে প্রচুর দর্শক ভিড় করবেন বলেই আমরা আশাবাদী।' এদিকে, স্থানীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও নাটকের মহড়ায় ব্যস্ত। শেষদিনের নাটকের মহড়ায় স্কুল পড়ুয়া পাওলি দত্ত, বধূ পায়েল দত্ত, দীপিকা দত্ত, রূপালি দত্তের পাশাপাশি ব্যবসায়ী দিবাকর দত্ত, প্রণবকুমার সেন, বিপ্লব দাসদের মতো অনেককেই দেখা গেল। মহড়ার ফাঁকে প্রণব বলেন, 'কলকাতার দল আসছে। আমাদেরও বেশ কিছু নাটক পরিবেশিত হবে। তাই শেষ মুহূর্তে এখন জোরদার মহড়া চলছে। কারণ, পলাশবাড়ির অনেকেই এই নাটক দেখার জন্য রীতিমতো অপেক্ষা করে থাকেন।'

চলছে নাটকের মহড়া। শুক্রবার পলাশবাড়িতে।

চারদিনের সূচি

- **২১ ডিসেম্বর**- 'দংশক' (নবাঙ্কুর নাট্যজন, আলিপুরদুয়ার), 'অনিন্দিতা' (আয়োজক সংস্থা ভাবনা নাট্যম), 'সুরমা' (সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থা, আলিপুরদুয়ার)
- **২২ ডিসেম্বর**- 'চরিত্রবান চোর' (আয়োজক সংস্থা), 'পিশাচ কাল' (সমকণ্ঠ নাট্য গোষ্ঠী, আলিপুরদুয়ার), 'ল্যাবরেটরি' (অপাংক্তেয় নাট্য সংস্থা, মালদা)
- **২৩ ডিসেম্বর**- 'আহা রে মরণ' (আয়োজক সংস্থা), 'প্যাঁচে পঞ্চবাণ' (হযবরল নাট্য গোষ্ঠী, কলকাতা)
- **২৪ ডিসেম্বর**- 'কন্ট্রাস্ট' (রঘুনাথগঞ্জ থিয়েটার গ্রুপ, মুর্শিদাবাদ), 'হৃৎপিণ্ড' (স্বপ্ন সূচনা, কলকাতা)

নিম্নমানের কাজ প্রতিবাদে অবরোধ

পিচের প্রলেপ সরে জরাজীর্ণ রাস্তা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : নিম্নমানের কাজের অভিযোগ এর আগেও উঠেছিল। কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। সেভাবেই কাজ হয়েছে। বর্তমানে সেই রাস্তায় পিচের প্রলেপ উঠে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। সেই অভিযোগে শুক্রবার কামাখ্যাগুড়ির চরকতলায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এলাকাবাসী বিকাশ সরকার বলেন, 'প্রশাসনের চরম উদাসীনতার জন্যই এমন নিম্নমানের রাস্তা তৈরি হয়েছে। এই রাস্তা বানানোর জন্য টাকা খরচ করা মানে সরকারি টাকা তছরুপ করা। অবিলম্বে এই রাস্তা সংস্কার করতে হবে। নাহলে আমরা ফের পথে নামব।'

কুমারগ্রাম ব্লকের উত্তর কামাখ্যাগুড়িতে কামাখ্যাগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে চরকতলা হয়ে রায়ডাক সেতু পর্যন্ত একটি রাস্তা গিয়েছে। গতবছর পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে সেই রাস্তা পাকা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেবছর সেপ্টেম্বরে ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৫৯ টাকা ব্যয়ে রাস্তাটি পাকা করার কাজ শেষ হয়। নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার সময়ই এলাকাবাসী নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ জানান। কাজও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিযোগ, তারপরও বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে কাজ চালিয়ে যায়। পাকা করার কয়েকদিনের মধ্যেই রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। পিচের প্রলেপ তুলে নুড়িপাথর বেরিয়ে পড়েছে। এরই প্রতিবাদে এদিনের পথ অবরোধ। স্থানীয়রা বলেন, নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে রাস্তার পিচের আস্তরণ উঠে যেতে শুরু করে। এলাকাবাসী জানান, বর্তমানে রাস্তার প্রায় ৭০ শতাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

এদিন চড়কতলায় ২০-২৫ জন বাসিন্দা জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। দুপুর তিনটে নাগাদ এই অবরোধ শুরু হয়। নিজেদের দাবি জানিয়ে প্ল্যাকার্ড লিখে রাস্তা আটকে দাঁড়ান সকলে। আধ ঘণ্টা পর নিজেরাই অবরোধ তুলে নেন। বিক্ষোভকারীরা জানান, এই রাস্তার দিয়ে আশপাশের এলাকার প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। এলাকাবাসী থেকে এলাকার পড়ুয়াদেরও স্কুলে যাওয়ার ভরসা এই রাস্তা। কিন্তু রাস্তার শোচনীয় অবস্থা দেখে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সকলে। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবেশ বর্মন বলেন, 'এই রাস্তার কাজ নিয়ে শুরু থেকে সাধারণ মানুষের অভিযোগ ছিল। কিন্তু প্রশাসন এ বিষয়ে নির্বিকার। কোনওরকম প্রশাসনিক নজরদারি ছাড়া এই ধরনের নিম্নমানের রাস্তা তৈরি হয়েছে। আমরা চাই, অবিলম্বে রাস্তার সংস্কার হোক।' স্থানীয় বাবন বিশ্বাসও একই কথা বলেন।

কুমারগ্রামের বিডিও গৌতম বর্মন অবশ্য অবিলম্বে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। অতিরিক্ত জেলা শাসক সুবর্ণ রায়কে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি। জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈবর সঙ্গেও একইভাবে যোগাযোগ করা যায়নি। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের নির্বাহী বাস্তুকার সুদর্শন সাহা বলেন, 'বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থাকে বলে অবিলম্বে রাস্তা সারাইয়ের ব্যবস্থা করা হবে।'

কামাখ্যাগুড়ির চড়কতলায় পথ অবরোধ। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

> প্রশাসনের চরম উদাসীনতার জন্যই এমন নিম্নমানের রাস্তা তৈরি হয়েছে। এই রাস্তা বানানোর জন্য টাকা খরচ করা মানে সরকারি টাকা তছরুপ করা। অবিলম্বে এই রাস্তা সংস্কার করতে হবে। নাহলে আমরা ফের পথে নামব।
>
> **বিকাশ সরকার,** এলাকাবাসী

শেষ মুহূর্তে বড়দিন উপলক্ষ্যে শামুকতলা হাটে কেনাকাটা। শুক্রবার।

তিন গির্জায় তিন ভাষায় পালন প্রাক বড়দিন

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২০ ডিসেম্বর : ফালাকাটা রেমন্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ক্যাম্পাস যেন তিন ভাষার মিলনক্ষেত্রে। এই মিলন সম্ভব হয়েছে বড়দিনকে কেন্দ্র করে। ফালাকাটার এই স্কুলেই আছে তিন ভাষার তিনটি গির্জা। এই তিনটি আলাদা আলাদা গির্জায় বড়দিনের জন্য প্রার্থনা করল ফালাকাটা রেমন্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুলের পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা। গির্জার প্রার্থনায় শামিল হয়েছেন এলাকার খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষও। তিনদিন ধরে চলা বড়দিনের অনুষ্ঠান শুক্রবার শেষ হয়েছে। পাশাপাশি, এই সময়েই পালন করা হল স্কুলের প্লাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠানও। সবমিলিয়ে বড়দিনকে সামনে রেখে ৩টি আলাদা গির্জা হয়ে উঠেছিল মহামিলন ক্ষেত্র।

সেভেন্থ ডে অ্যাডভান্টিস্ট চার্চে প্রার্থনা করে বাংলা ভাষাভাষীরা। এখানে প্রায় ২০০ জন পড়ুয়া প্রার্থনা করে। স্কুলের ঠিক পেছনেই রেলগেট পার করেই আছে হিন্দি ভাষাভাষীদের গির্জা। এই গির্জার উপাসক মার্কুস টুপনু বলেন, 'এখানে প্রায় ২০০টি পরিবার উপাসনায় অংশ নিয়েছে।' স্কুল ক্যাম্পাসের ভেতরে ইংরেজি ভাষাভাষীদের জন্য আছে সবচেয়ে বড় গির্জা। এখানেই দক্ষিণ আমেরিকা সহ কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের ইংরেজি ভাষাভাষী পড়ুয়ারা প্রার্থনায় অংশ নিয়েছে।'

রেমন্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুলে বড়দিনের অনুষ্ঠান। - সংবাদচিত্র

রেমন্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল রমেশ ফ্যান্ডেল বলেন, 'আমাদের স্কুলের ক্যাম্পাসেই তিনটি ভাষাভাষী পড়ুয়াদের জন্য আলাদা গির্জা রয়েছে। আমাদের স্কুলের এবার প্লাটিনাম জুবিলি। এর জন্য বড়দিন ও প্লাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠান বড় আকারে করা হল। যেহেতু স্কুলের বেশিরভাগ পড়ুয়াই বাইরের তাই আগাম বড়দিন পালন করা হল।'

স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি এবং বড়দিন উপলক্ষ্যে তিনদিন ধরে চলল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্কুলের কয়েকশো ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। নাচ, গান, কবিতা, নাটক সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। অনুষ্ঠানে কেউ সান্তার বেশে তো কেউ যিশুর বেশে নানা চরিত্রে অভিনয় করে।

স্কুলের ছাত্রী সায়ন্তনী মণ্ডলের কথায়, 'আমি এই স্কুলে পড়ছি ৫ বছর। এবারই এত বড় করে বড়দিন করা হল। অনুষ্ঠানে আমিও অংশ নিয়েছিলাম।' স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র সাম্পান ছেত্রীর কথায়, 'বড়দিনে স্কুল ছুটি থাকে। তাই আমরা আগাম অনুষ্ঠানে অংশ নিই। এবারও তাই হয়েছে।'

ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে বাইবেল বিলি

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : হাতে আর মাত্র চারদিন। তারপরই বড়দিন। সময় নেই বললেই চলে, সে কারণে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে সব চার্চেই। আলিপুরদুয়ার শহরের চার্চগুলিতে তোড়জোড়ের ছবি ধরা পড়ল। যেমন, আলিপুরদুয়ার জংশন আরপিএফ কলোনি সংলগ্ন ক্যালভারি চার্চ কিংবা শহরের ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ব্যাপ্টিস্ট চার্চ। অন্যদিকে, শহরতলির মাঝেরডাবরি চা বাগান এলাকার চার্চটিতেও একই পরিস্থিতি। প্রায় ৭০ বছরের পুরোনো সেন্ট পেট্রাস ক্যাথলিক চার্চ সেজে উঠেছে বড়দিনের আগে।

বড়দিন উপলক্ষ্যে চার্চটিকে টুনি লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে। সাজানো হচ্ছে ফুল, ক্রিসমাস ট্রি দিয়েও। পাশাপাশি চার্চের পাশে গোয়ালও তৈরি করা শুরু হয়েছে। চার্চের যাজক জোসেফ এক্কা জানান, যিশুখ্রিস্ট গোয়ালে জন্ম নিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। সেই বিষয়টিকে মেনে গোয়ালটি তৈরি করা হচ্ছিল। বাঁশ-খড় দিয়ে তৈরি গোয়ালে মাটির শিশু যিশুখ্রিস্টকে রাখা হবে। এছাড়া মাটি দিয়ে তৈরি গোরু, ভেড়া, উট ইত্যাদির পুতুল দিয়ে গোয়ালটিকে সাজানো হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় অবস্থিত ক্যালভারি চার্চেও প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রায় ৮০ বছরের পুরোনো চার্চে বড়দিন উপলক্ষ্যে চলছে রঙের কাজ। চার্চের পাশে থাকা ঝাউগাছ, ঘরের চাল, আশপাশের দেওয়াল, সবেতেই রঙের নতুন প্রলেপ পড়ছে। এছাড়া বড়দিন উপলক্ষ্যে নাচগানের মহড়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। চার্চের যাজক চেরা রাজু জানান, বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রার্থনা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে, এই মুহূর্তে যিশুখ্রিস্টের বাণী প্রচারের জন্য তাঁরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় বাইবেলের বই সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করছেন। এই চার্চে বড়দিনের একটা অন্যরকম রীতি প্রচলিত রয়েছে। প্রত্যেক বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা এসে বড়দিনের দিন স্থানীয়দের সঙ্গে চার্চে প্রার্থনা করেন।

শহরের ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ব্যাপ্টিস্ট চার্চেও ছবিটা বদলায়নি। আলো দিয়ে গোটা চার্চটিকে মুড়ে ফেলা হয়েছে। জানা গেল, এই চার্চের বয়স ষাট পার করেছে। চার্চের তরফে তৃপ্তি বিশ্বাস জানান, তাঁদের ক্যারোল শেষ হয়ে গিয়েছে। শনিবার ২১ ডিসেম্বর চার্চে প্রি-ক্রিসমাসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তৃপ্তি বললেন, 'প্রি-ক্রিসমাসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অনেক মানুষের সমাগম ঘটবে। সেই অনুষ্ঠানের জন্য গান, নাচের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এলাকার ছেলেমেয়েরা। একদিকে, চার্চ সাজানোর কাজ চলছে, অন্যদিকে বড়দিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও মহড়া চলছে। সবাই এখন দিন গুনছেন বড়দিনের অপেক্ষায়।

২৫-এর আগে শেষ হাট জমজমাট

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২০ ডিসেম্বর : বড়দিনের আগে শুক্রবারের শেষ হাটের জমজমাটি ছবি ধরা পড়ল শামুকতলা হাটে। বড়দিনের জামাকাপড়, জুতো কিনতে ভিড় উপচে পড়ল এলাকার খ্রিস্ট ধর্মপ্রাণ হাজার হাজারের পাশাপাশি অন্যদেরও। ভিড় হল আনাজ, মাছ, মাংস সহ অন্যান্য দোকানেও। শামুকতলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক দে জানান, এদিন ব্যবসাও জমজমাট উঠে। হাটের দোকান ছাড়াও স্থায়ী দোকানগুলোতে বেশ ভিড় চোখে পড়েছে।

এরপর প্রত্যেকের ঘরবাড়ি সেজে উঠবে রংবেরঙের কাগজ, আলো ও ক্রিসমাস ট্রিতে। আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম বড় হাট শামুকতলা। এই হাটের উপর নির্ভর কপ্রে থাকে আটটি চা বাগান, নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বেশ কয়েকটি বনবস্তি সহ গোটা এলাকার অন্তত আড়াই লক্ষের বেশি মানুষ।

রায়ডার চা বাগান থেকে এদিন কেনাকাটা করতে আসেন ক্রিস্টিনা ওরাওঁ। বললেন, 'আমরা প্রতিবছরই শুক্রবারের শামুকতলা হাট থেকেই বড়দিনের জামা-জুতো থেকে শুরু করে অন্যান্য জিনিস কিনি। এবছর বড়দিনের ৫ দিন আগেই শেষ হাটবার। তাই এদিনই সবকিছু নিয়ে এলাম। তার সুরেই সুর মেলালেন মহাকালগুলির জবা বসুমতা। আলিপুরদুয়ার, কামাখ্যাগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন হাটে। হাট ব্যবসায়ী দিলীপ দেবনাথের কথায়, 'এখন অনলাইনে কেনাকাটা অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় হাটের দোকানগুলোতে বিক্রিবাটা অনেকটাই কমে গিয়েছে। তবে সামনেই বড়দিন। তাই এদিন বাজারে ক্রেতারা ভালোই ভিড় জমিয়েছেন।' উৎসবের আগে লাভের মুখ দেখে খুশি ব্যবসায়ীরাও। শুধু বড়দিন নয়, দুর্গাপুজো, ইদ সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই হাট থেকেই কেনা নতুন জামা পরেন স্থানীয় বাসিন্দারা, জানালেন শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আজেন মিঞ্জ।

কাজ হারানোর ভয়ে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : ২৩ ডিসেম্বর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে চালু হচ্ছে অনলাইনে কর আদায়।

ফলে আলিপুরদুয়ার জেলার ৫টি ব্লকে কাজ হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন ৮০ জন কর আদায়কারী। শুক্রবার তাঁরা আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা করেন। আপাতত কর আদায়কারীদের নিজস্ব আইডি থেকেই কর নেওয়া হবে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে সেই অনলাইন কর আদায় সর্বসাধারণের জন্য চালু করা হলে সেই সমস্ত কর আদায়কারীদের আর কাজ থাকবে না। নিজেদের জীবিকা রক্ষা করতে প্রক্রিয়াটি যাতে সম্পূর্ণ অনলাইনে না হয়ে যায়, সেব্যাপারে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

সুবর্ণ জয়ন্তী

জটেশ্বর, ২০ ডিসেম্বর : ফালাকাটা উত্তর মণ্ডলের আলিনগর বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালিত হল সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই স্কুলের ৫০ বছর উদযাপন করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। বেলা ১টা নাগাদ প্রাথমিকের পড়ুয়া, তাদের অভিভাবক এবং স্কুল কমিটির কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তায় একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। রাস্তা পরিক্রমা শেষে দুপুর ২টো নাগাদ প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) পিউ দে। স্কুলের অনুষ্ঠান কমিটির সভাপতি তথা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জ্যোতিষচন্দ্র রায় বলেন, 'প্রথম থেকে এই স্কুলের সঙ্গেই জড়িত ছিলাম। আরও এগিয়ে চলুক এবং এলাকার শিশুদের পঠনপাঠনের চাহিদা পূরণ করুক এই স্কুলটি।'

বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : সংসদে আম্বেদকর বিতর্কের ঘটনার আঁচ এবার আলিপুরদুয়ার শহরে। শুক্রবার জেলা কংগ্রেসের তরফে আম্বেদকর ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কুশপুতুল দাহ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু দেবনাথ, জেলা যুব কংগ্রেস সভানেত্রী সানিয়া বর্ধন প্রমুখ। এদিন শহরের কলেজ হল্ট এলাকায় এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। কংগ্রেস কর্মীরা প্ল্যাকার্ড হাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানান। শান্তনু বলেন, 'দেশের সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে অপমানজনক মন্তব্য করেছেন তার ধিক্কার জানাই। উনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার যোগ্য নয়।'

স্মারকলিপি

শামুকতলা, ২০ ডিসেম্বর : সারা ভারত কৃষকসভার তরফে শুক্রবার পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে সিপিএম স্মারকলিপি দিল। উপস্থিত ছিলেন পারোকাটা অঞ্চল কমিটির সম্পাদক গুণধর দাস, স্থানীয় সিপিএম নেতা বলাই সরকার প্রমুখ। সমস্ত গরিব মানুষকে আবাস যোজনার তালিকাভুক্ত করা, ১০০ দিনের কাজ চালু ও বকেয়া মজুরি দেওয়া, ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকা ভাতা সহ শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা করার দাবি জানানো হয়।

কমিটি গঠন

ফালাকাটা, ২০ ডিসেম্বর : তৃণমূল কিষান ও খেতমজদুর কংগ্রেসের বুথ কমিটি গঠিত হচ্ছে। শুক্রবার ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩/১৩০ নম্বর বুথ কমিটি গঠিত হয়। নয়া কমিটির সভাপতি হন গৌর ঘোষ।

বাজেয়াপ্ত করা মদের বোতল, ধৃত ব্যক্তি সহ আবগারি দপ্তর।

গাড়ির বনেটে ৭৭ লিটার ভুটানি মদ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ ডিসেম্বর : রাতে নয়, দিনের আলোতেই বুক ফুলিয়ে ভুটান থেকে মদ পাচার শুরু হয়েছে এদেশে। শুক্রবার বীরপাড়া থানা সংলগ্ন গোমটু ভুটানে গিয়ে প্রচুর বেআইনিভাবে মদ কিনে দেশে ঢুকেছিল এক ব্যক্তি। মদের বোতলগুলি লুকিয়ে রেখেছিল গাড়ির বনেটে। তবে আগেভাগেই খবর পেয়ে গোমটু ভুটানগেটে ওঁত পেতে বসে ছিলেন বীরপাড়ার ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি, বীরপাড়া সার্কেলের ওসি দীপককুমার সাহা, সাব-ইনস্পেকটর সুকবীর সুব্বা, পিনাকীরঞ্জন রায় (আরপিইউ) প্রমুখ। দেশে ঢুকতেই হাতেনাতে ধরলেন দুষ্কৃতীকে।

সাহেবের বক্তব্য, 'অভিযানে এসএসবি মাকরাপাড়ার ১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরাও ছিলেন। তল্লাশি চালিয়ে বনেট থেকে প্রায় ৪৭ লিটার ভুটানি মদ ও ৩১ লিটার ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত হয়। পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটি সহ বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রীর মোট মূল্য ৯ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৫০ টাকা।' তিনি আরও জানালেন, ধৃত ভারতীয় নাগরিক। তবে তদন্তের স্বার্থে তিনি ধৃতের নাম প্রকাশ করতে চাননি।

এবছরেরই ৫ নভেম্বর বীরপাড়া চৌপথিতে জয়গাঁ থেকে আসা একটি ছোট গাড়ির বনেট এবং বডি থেকে ৯৭ লিটারেরও বেশি মদ ও বিয়ার বাজেয়াপ্ত করে আবগারি দপ্তর। ৮ জুলাই ভুটান সীমান্তেরই মাকরাপাড়ায় এভাবে গাড়িতে লুকানো ছিল ৮৪ বোতল বেআইনি মদ। ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে রাঙ্গালিবাজনায় একটি মালবাহী গাড়ি থেকে ৪৬৮ লিটার ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিদেশি মদের এই কারবার বাড়তে থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এলাকার সচেতন নাগরিক মহল।

ট্রেলারে আগুন, বরাতজোরে রক্ষা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২০ ডিসেম্বর : শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ একটি বালিবোঝাই ট্রেলারের লক ভেঙে উলটে যায়। আর ইঞ্জিন থেকে আলগা হয়ে ট্রাকের সামনের অংশটি চলে যায় অনেকটা দূরে। প্রায় ৮০ মিটার ঘষটে ঘষটে যায় বডি। ফেটে যায় ডিজেল ট্যাংক। ঘর্ষণে লেগে যায় আগুন। তবে বরাতজোরে বেঁচে যায় আশপাশে থাকা প্রচুর ধাবা ও লজ। ঘটনাটি হয়েছে মাদারিহাট সুভাষনগর লাইন হোটেল সংলগ্ন ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের ওপর। রাজস্থান নম্বরের ট্রাকটি ভুটান থেকে বালিবোঝাই করে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় স্থানীয়রা আগুন আয়ত্তে আনেন। এদিন যেখানে ঘটনাটি ঘটে গত ১৪ অক্টোবর সেখানেই একটি ধাবার পেছনে তেলের ট্যাংকারে আগুন লেগেছিল।

ডাম্পার উলটে রাস্তায় আগুন।

এদিনের ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী মদন দাস জানালেন, ঘটনাস্থল থেকে কয়েক হাত দূরেই ছিল তাঁর ধাবা। অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে প্রচুর বালি ও ছোট পাথর সড়কের ওপর পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। মাদারিহাট থানার ওসি মিংমা শেরপা বলেন, 'কোনও প্রাণহানির ঘটনা হয়নি। আমরা ঘটনার তদন্ত করছি।' ট্রাফিক ওসি অনিল রায় জানালেন, যানজট নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ের ওপর পড়ে থাকা বালি ও ছোট পাথর পরিষ্কার করা হবে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নিসর্গ।। গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির পূর্ণাভ রাহা।

৩০ বছর পর দলসিংপাড়ায় গোর্খা এক্সপো

জয়গাঁ, ২০ ডিসেম্বর : প্রায় ৩০ বছর মেলা বন্ধ ছিল। তারপর এবছর থেকে ফের মেলা শুরু হল দলসিংপাড়ায়। এলাকার নেপালি দুর্গামণ্ডপের মাঠে গোর্খা এক্সপো মেলা বসেছে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া মেলাটি বড়দিনের আগে মুখে হাসি ফুটিয়েছে দলসিংপাড়াবাসীর। যদিও দলসিংপাড়া চা বাগান বন্ধ থাকায় সেরকম কেনাকাটা করতে পারছেন না বাগানের বাসিন্দারা।

দলসিংপাড়ায় বেশিরভাগটা জুড়েই রয়েছে গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। দলসিংপাড়া এলাকার বেশিরভাগ মানুষই বাগানের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন একসময়। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে বাগান বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে গোটা শ্রমিক মহল্লায় অভাবের ছবি স্পষ্ট। বাগান বন্ধ, কাজ নেই। তাই শ্রমিক মহল্লার ৬০ শতাংশ পুরুষই নেই বাড়িতে। কাজের খোঁজে বাইরের রাজ্যে চলে গিয়েছেন তাঁরা। যাঁরা আছেন, তাঁদের কোনওরকমে দিন কাটছে। বছরখানেক ধরে তাই বাগানের কারও বাড়িতে আনন্দ উৎসব করতে দেখা যায়নি।

এবার এত বড়মেলা দেখে সকলের মুখে হাসি ফুটেছে ঠিকই। কিন্তু মেলায় শুধু ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কিছুই কেনাকাটা করতে দেখা যাচ্ছে না এলাকাবাসীকে। স্থানীয় রিনা লিম্বু বলেন, 'ঘরের বাচ্চাগুলোর জন্যই মেলায় আসা। এরকম বড়মেলা আমরা এই এলাকায় আগে তো দেখিনি। বাচ্চাদের রাইডগুলোতে চড়াতে পারছি। কিন্তু ওরা কিছু চাইলে কিনে দিতে পারি না। কষ্টে বুক ফেটে যায় তখন।' একই অবস্থা বাকিদেরও।

দুর্গামণ্ডপের মাঠে মেলার প্রস্তুতি। শুক্রবার।

> ঘরের বাচ্চাগুলোর জন্যই মেলায় আসা। এরকম বড় মেলা আমরা এই এলাকায় আগে তো দেখিনি। বাচ্চাদের রাইডগুলোতে চড়াতে পারছি। কিন্তু ওরা কিছু চাইলে কিনে দিতে পারি না। কষ্টে বুক ফেটে যায় তখন।
>
> **রিনা লিম্বু,** এলাকাবাসী

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সন্ধ্যা হলে দলসিংপাড়াবাসী তাই বেড়াতে যাচ্ছেন এই মেলায়। মেলায় দোকান দিয়েছেন কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ীরা। রয়েছে প্রচুর জয় রাইড। কিন্তু গত ৩০ বছর ধরে মেলা বসেনি কেন? জানা গেল, সেবছর বাইরে থেকে আসা কয়েকজন তরুণের সঙ্গে মেলায় দোকানদারদের কথা কাটাকাটি হয়। পরে সেটা গড়ায় হাতাহাতিতে। পুলিশও এসেছিল। তারপর থেকে মেলা বন্ধ হয়ে যায়। মেলা উদ্যোক্তা ভানু নেপালি বলেন, 'এলাকার আর্থিক পরিস্থিতি আমরা জানি। বাগান বন্ধের দুঃখ সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। দুঃখের মধ্যেও খুশি তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এই মেলা তার একটি প্রয়াস।' জানালেন, স্থানীয়রা যাতে মেলায় ঘুরতে পারেন, সে কারণে প্রবেশ অবাধ করা হয়েছে। মেলা সবার জন্য। রাইডগুলিও খুব কম দাম নেওয়া হচ্ছে। তাঁর সংযোজন, 'এবছর মেলা লোকসানের মুখ দেখতে পারে। তবে আমরা আশা করছি, আগামী বছর বাগান খুলবে। মেলাও জমে উঠবে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা মাবিয়া বিবি - কে 22.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92B 38582 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জিতিয়ে আমার আর্থিক শক্তি অনেকগুন বৃদ্ধি করেছে। আমি এত বিশাল পরিমাণ অর্থ জিতবো তা কোনোদিন কল্পনা করিনি। এই সুসংবাদটি শোনার পর আমি সুন্দর একটি মুহূর্ত উপভোগ করছিলাম। এটি বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শনিবার, ৫ পৌষ ১৪৩১, ২১ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১২ সংখ্যা

আম্বেদকর অস্ত্র

বাবাসাহেব আম্বেদকরকে অপমান করার অভিযোগ, পালটা অভিযোগ ঘিরে গণতন্ত্রের মন্দিরের মকরদ্বারে বিজেপি এবং কংগ্রেসের যে সম্মুখসমর দেখা গেল, তা কখনও কাম্য নয়। এমন পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সেদিকে নজর রাখা উচিত সরকারি পক্ষ এবং প্রধান বিরোধী দলের। যা ঘটেছে, তার দায় বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়ের। বিজেপি যেহেতু ক্ষমতায়, সেহেতু সংসদের অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা, তাদের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কার্যক্ষেত্রে যা দেখা যায়নি।

বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে বিজেপির দুই সাংসদকে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে প্রধান শাসকদল। গেরুয়া শিবিরের এক মহিলা সাংসদের অভিযোগ, দু'পক্ষের গণ্ডগোলের সময় রাহুল তাঁর গায়ের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে স্লোগান দেওয়ায় তাঁর ভীষণ অস্বস্তি হয়। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ঠেলে দেওয়ায় তাঁর হাঁটুতে চোট লেগেছে পালটা অভিযোগ জানিয়েছে হাত শিবির। বিজেপির বিরুদ্ধে থানায় নালিশও ঠুকেছে কংগ্রেস।

এই ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তিতে স্পষ্ট, বিজেপির মূল নিশানায় ছিলেন রাহুল। এর আগে আদানি ঘুষ কাণ্ডে তিনি সরব হওয়ায় জর্জ সোরোসের সঙ্গে গান্ধি পরিবারের নাম জড়িয়েছিল শাসকদল। গত সাড়ে দশ বছরের মোদি জমানায় রাহুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ কম ওঠেনি। তাঁকে ৫৫ ঘণ্টা ইডি দপ্তরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। দেশদ্রোহী তকমা দেওয়া হয়েছে। সাংসদ পদ বাতিল করা হয়েছিল। সরকারি বাংলো থেকে তাঁকে উচ্ছেদও করা হয়েছিল।

যদিও শেষপর্যন্ত লোকসভার বিরোধী দলনেতার মতো সাংবিধানিক পদে মেনে নিতে হয়েছে রায়বেরিলির সাংসদকে। এখন রাহুলের সঙ্গে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও চলে এসেছেন লোকসভায়। ফলে লোকসভায় নেহরু-গান্ধি পরিবারের ডাবল ইঞ্জিনকে সামলাতে হচ্ছে বিজেপিকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বিরুদ্ধে আম্বেদকরকে অপমান করার অভিযোগে কংগ্রেসের সোচ্চার হওয়ার পালটা রাহুলের বিরুদ্ধে ধাক্কাধাক্কির অভিযোগে থানায় এফআইআর, এমনকি বিরোধী দলনেতার পদে থাকার অযোগ্য বলে আক্রমণ শানিয়েছে পদ্ম ব্রিগেড।

মোদি সরকার প্রথম থেকেই নেহরু-গান্ধি পরিবারের কড়া সমালোচনা করে চলেছে। সংসদে এখন সোনিয়া সহ ওই পরিবারের তিনজন। আক্রমণের ধার এখনও আরও তীব্র করেছে বিজেপি। আম্বেদকরের সঙ্গে জওহরলাল নেহরুর মতবিরোধ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রচুর শব্দ খরচ করেছেন। যদিও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি সম্পর্কে আম্বেদকরের চিন্তাধারা নিয়ে একটি বাক্য তাঁরা বলেননি। আম্বেদকর সারাজীবন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর গ্রহণ করা ২২টি অঙ্গীকার কিছুতেই হিন্দুত্ববাদীদের খুশি করতে পারে না।

কিন্তু জাতিভিত্তিক জনগণনা এবং ভারতের সংবিধানকে তাঁর অ্যাজেন্ডায় পরিণত করে ফেলায় রাহুলের বিরোধিতা করতে গিয়ে আম্বেদকরকে অস্ত্র বানিয়েছে বিজেপি। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, ৪০০ আসন পেলে ভারতের সংবিধান বদলে ফেলা সম্ভব। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে হিন্দুত্ববাদীদের অ্যাজেন্ডায় হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য বরাবরই ছিল।

আম্বেদকর এবং সংবিধানের প্রতি আস্থাশীল হলে কিন্তু এমন কথা কেউ বলতে পারেন না। যাঁরা কথাগুলি বলেন, তাঁদের মোদি-শা'রা কখনও প্রকাশ্যে তিরস্কার করেছেন বলে শোনা যায়নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বিজেপির কেউ কখনও যুক্তও ছিলেন না। বিনায়ক দামোদর সাভারকার এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই বিজেপি ও সংঘ পরিবারের সর্বভারতীয় আইকন। গান্ধিজির চশমাকে ব্যবহার করে স্বচ্ছ ভারত মিশনের ডাক দিয়ে সেই অভাব পূরণের উদ্দেশ্য ছিল বিজেপির।

বল্লভভাই প্যাটেলকে আঁকড়ে জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ওড়ানোর চেষ্টা করেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে হইচই একই উদ্দেশ্যে। এখন আম্বেদকরের শরণ নিয়ে সংবিধান নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করতে মরিয়া বিজেপি।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

মাস্কম্যানিয়ায় আসল প্রেসিডেন্টের খোঁজ

রাজনীতির মহিমায় সফল নেতার পিছনে অদৃশ্য ছায়া থাকে। কোনও শিল্পপতির। ট্রাম্প-মাস্ক অঙ্ক অন্য মাত্রা দিচ্ছে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আমেরিকায় অনেকে হঠাৎ এলন মাস্ককে 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট' বলতে শুরু করেছেন। ডেমোক্র্যাটরা তো বটেই, অনেক রিপাবলিকান পর্যন্ত মাস্ককে ডাকছেন 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট'! ডোনাল্ড ট্রাম্প তা হলে কী? কী আবার, মিস্টার ভাইস প্রেসিডেন্ট!

ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজ আবার একটা নতুন শব্দবন্ধ তৈরি করেছে মাস্কের জন্য-- 'কো-প্রেসিডেন্ট'।

ট্রাম্প কি আসলে মাস্ককে গ্রাস করলেন, না মাস্ক গ্রাস করলেন ট্রাম্পকে? এই প্রশ্নটা বহুদিন ধরে ঘোরাঘুরি করছে বিশ্বে। স্বাভাবিক। এভাবে কোনও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে খোলাখুলি সমর্থন করেছেন কোনও শিল্পপতি? আমেরিকায় যা করে দেখালেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মানুষ মাস্ক।

রাজনীতির এমনই মহিমা, প্রত্যেক সফল নেতার পিছনে এক অদৃশ্য ছায়া থাকে। সেই ছায়া আসলে এক শিল্পপতির। আগে এই শিল্পপতিরা অনেক আড়ালে থেকে সাহায্য করতেন। এখন একেবারে খোলাখুলি। আগে এসব নেতাদের, শিল্পপতিদের একটু ঢাক ঢাক গুড়গুড় থাকত। এখন নেই।

নদীর যেমন ঝর্ণা আছে, ঝর্ণারও নদী আছে-- বাংলা সিনেমার বিখ্যাত গানের লাইনের মতো। নেতার যেমন শিল্পপতি থাকে, শিল্পপতিদেরও তেমন নেতা আছে। ট্রাম্পের যেমন মাস্ক আছে, মোদির তেমন আদানি-আম্বানি আছে। পুতিনের তেমন সের্গে রলদুগিন আছে, শি জিনের আছে রহস্যময় শিল্পপতি।

এঁরা এক একজন রত্ন। একই অঙ্গে কত রূপ। পুতিনের বন্ধু রলদুগিন ছোট থেকেই বন্ধু। সেন্ট পিটার্সবার্গ তখনও লেনিনগ্রাদ। সেখানে নেভা নদীতে নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন দুই বন্ধু। গান গাইতেন সজোরে। রলদুগিন চেলো বাজাতেন। তাঁর একটা দল ছিল। রাশিয়ায় অন্য দেশের প্রধানরা এলে তাঁদের সম্মানে যখন অনুষ্ঠান হত, সেখানে রলদুগিনের উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। তিনি সেখানে বিদেশি সাংবাদিকদের ইন্টারভিউ দিতেন, চেষ্টা করতেন পুতিনের ভাবমূর্তির অন্য রূপ দিতে। পরে জার্মান মিডিয়ার গোপন অনুসন্ধানে জানা গেল, পুতিনের এই শিল্পী বন্ধু বিশাল সম্পত্তির মালিক। শিল্পপতি। কয়েক বিলিয়ন ডলারের অজস্র কোম্পানি রয়েছে দেশে, বিদেশে।

চিনের ব্যাপারটা অন্যরকম। সে দেশে রাজত্ব চালাচ্ছেন মাও জে দংয়ের পরে সবচেয়ে ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালী নেতা শি জিনপিং। মাও একবার বলেছিলেন, 'চিনের শিল্প বিপ্লবে হাইমেনের শিল্পপতি ঝ্যাং জিয়ানের অবদান কোনওদিন ভুলব না।' ঠিক একইভাবে শি ক'দিন আগে প্রয়াত ঝাং জিয়ানের নাম করে বলেছেন, উনিই আমাদের রোল মডেল। একই সঙ্গে দেশের উন্নয়নের কথা ভেবেছেন, কমিউনিস্ট পার্টিকে সাহায্য করার কথা ভেবেছেন। চিনে আম্বানি-আদানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো বেশ কিছু শিল্পপতি রয়েছেন। ঝং শানশান, ঝ্যা ইমিং, মা হুয়াতেং। এঁদের কোম্পানির সঙ্গে পার্টি কর্মীদের প্রায় ঝামেলা লাগে সরকারকে সাহায্য না করলে। তবু পার্টির সঙ্গে শিল্পপতিদের যোগাযোগ রাখতে হবেই।

শিল্পপতিরা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন দেশের সরকার চালানোর ক্ষেত্রে, এই নামগুলো তার উদাহরণ। এলন মাস্ক আমেরিকার পর ব্রিটেনের রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন দেখলাম। রিফর্ম ইউকে পার্টির নেতা নাইদেল ফারাজকে তিনি রাজনৈতিক ডোনেশন দিচ্ছেন, এমন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে। এত অঙ্কের অর্থ বিলেতের রাজনীতিতে কেউ ডোনেশন দেননি আগে। এখন মুক্ত পৃথিবীতে বিদেশি শিল্পপতির দানও দিব্যি চলে যাচ্ছে অন্য দেশে। হয়তো একদিন আমাদের দেশেও দেখব, কোনও বিদেশি ডোনেশন দিচ্ছেন নির্বাচনের মুখে।

পলিটিক্যাল ডোনেশন নামে এই ব্যাপারটা জলভাত হয়ে গিয়েছে এখন। লোকসভা নির্বাচনের সময় আপনারা জেনে গিয়েছেন, বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেস কত টাকা সরকারি ভাবেই নিয়েছে শিল্পপতিদের কাছ থেকে। সিপিএম আবার নেয়নি। নেয়নি তাদের গর্ব যথেষ্ট এবং তা স্বাভাবিক। মনে আছে, নয়াদিল্লি থেকে অন্তত দু'বার এজেন্সি এবং ওয়েবসাইট থেকে খবরের অনুবাদ উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছাপা হয়েছিল। সব পার্টি টাকা নিচ্ছে, বলার পাশে রিপোর্টে একলাইন লেখা হয়েছিল, সিপিএমও এভাবে রাজনৈতিক ডোনেশন তুলেছে। ভারতে ভদ্র ভাষায় ইলেকটোরাল বন্ড। দু'দিনই মহম্মদ সেলিমের ফোন। অত্যন্ত ভদ্রভাবে, হেসেই বলেছিলেন, এমন ভুল খবরে আমাদের কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। যদি একটা ভ্রম সংশোধন দেওয়া যায়!

ভ্রম সংশোধন বেরিয়েছিল। তবে লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার, আগেকার দিন হলে যেমন বড় ব্যবসায়ীদের কাছে ভোটের মুখে টাকা নেওয়ার খবরে ছিছিক্কার পড়ে যেত, এখন আর পড়ে না। খুব স্বাভাবিক। আমজনতার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন তোলে না, বিজেপি এত বেশি টাকা পেল কী করে? তৃণমূল কংগ্রেস কী করে কংগ্রেসের থেকেও বেশি টাকা পেল? তালিকায় কোন কোম্পানি কোন দলকে কত দিল, সেটারও হিসেব মেলে। তালিকায় চোখ রাখলে দেখবেন, অনেক অনামী সংস্থা পার্টিগুলোকে টাকা দিয়েছে। এদের নামই হয়তো জীবনে শোনেননি। কিন্তু আসলে এদের অভাবনীয় অকল্পনীয় সম্পত্তি। স্বাভাবিকভাবে কৌতূহল জাগবে, এরা নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ উপকার পায় বলেই সংশ্লিষ্ট পার্টিকে টাকা দেয়। সেই 'বিশেষ উপকার' আসলে কী?

মানুষ এই সব প্রশ্নও আর তোলে না। তার একটা প্রধান কারণ, মানুষ নিজেই দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। শিক্ষকদের নিয়ে দুর্নীতির মতো যে যে কলঙ্ক নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আলোচনা চলে, তা হতই না জনতা যদি ঘুষ না দিত। জনতা টাকা দিয়ে চাকরির চেষ্টা না করলে, এত দুর্নীতি দেখতাম কি আমরা?

নয়াদিল্লিতে আমরা দেখছি, রাহুল কথায় কথায় আদানি নিয়ে সরব। খুব সন্দেহ আছে, আমজনতাকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে আদানির দুর্নীতি। তৃণমূল এবং ইন্ডিয়া জোটের কিছু দলের হাবভাবে বোঝাই যাচ্ছে, তারা আদানি ইস্যু নিয়ে অত মাথা ঘামাতে চায় না। অন্য ইস্যুতেই তাদের নজর।

যে প্রসঙ্গ দিয়ে লেখাটা শুরু হয়েছিল, সেখানে মানে ট্রাম্প ও মাস্কের গল্পে ফিরে গেলে একটা জিনিস দেখব। মাস্কের ট্রাম্পের হয়ে ডলার ঢালার ব্যাপারে একটা অন্য দিক রয়েছে। ঘটনার প্রভাব পড়বেই অনেক দেশে। মাস্কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক। সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোতে পারেন। রাজনীতির মধ্যে নাক গলাতে কোনও দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। এমন শিল্পপতি অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে নেই।

মাস্ককে ইতিমধ্যেই ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি (ডিওজিই) নামে নতুন একটা বিভাগ বানিয়ে তার প্রধান করে দিয়েছেন ভাবী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বেশি দেরি করেননি। ফেসবুক, অ্যাপল, মাইক্রোসফটের মতো বহুপরিচিত সংস্থার মালিকরা রাজনীতি নিয়ে বেশি কথা বলেন না। মাস্ক সেখানে একেবারে ট্রাম্প সুলভ। প্রতিদিনই কার্যত উলটোপালটা বলে দেন। সারাক্ষণ সংবাদমাধ্যমের চর্চায় থাকতে ভালোবাসেন। রিপাবলিকান পার্টি ও ট্রাম্পের প্রশাসনে মাস্কের প্রভাব বাড়ছে দিন-দিন। এবং ক্রিসমাসের আগে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি তাঁর মালিকানার পুরোনো টুইটার, এখন এক্স হ্যান্ডেলকে ব্যবহার করে স্পেন্ডিং বিলের বিরুদ্ধে সরব।

ট্রাম্প বা তাঁর ভাবী ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্সও এই বিলের বিরুদ্ধে বলেছেন। তবে মাস্কের মতো সোচ্চার নয়। মাস্ক প্রতিদিনই কিছু না কিছু বলছেন। বোঝা যাচ্ছে, ট্রাম্পের পার্টি বা প্রশাসনের ওপর তাঁর প্রবল প্রভাব থাকবেই। ইউরোপ, আমেরিকার অনেক কাগজেই এমন ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে গিয়েছে। 'মাস্কম্যানিয়া' নামে একটা শব্দই তৈরি হয়ে গিয়েছে আমেরিকায়। তিনি কংগ্রেসের ওপরও ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন এমনভাবে, যেখানে বিভ্রান্ত রিপাবলিকান পার্টির মাথারাও। ট্রাম্প-মাস্ক যুগলবন্দির নতুন সিদ্ধান্তে আমেরিকায় শিশুদের ক্যানসার রিসার্চ ফান্ডের বরাদ্দ কমে গিয়েছে। সেটাও রিপাবলিকান পার্টির অনেক নেতা জানতেন না।

গান্ধি-নেহরু থেকে জ্যোতি-বুদ্ধদেব, জয়প্রকাশ-ইন্দিরা থেকে অটল-প্রণব-- সব পরিচিত ভারতীয় নেতারই ঘনিষ্ঠ কিছু শিল্পপতি ছিলেন। তাঁদের পার্টিকে সাহায্য করতেন বিপদে। কেনেডি-কাস্ত্রো-ম্যান্ডেলা-লেনিন-ক্রুশ্চেফ-মাও-থ্যাচারের জীবনেও এমন কারও অদৃশ্য ছায়া ছিল। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনাতেও ছিল, জাপান-অস্ট্রেলিয়াতেও ছিল। মাস্ক-ট্রাম্প যুগলবন্দি ওই ছায়া থেকে অনেকটা আলাদা। অনেক বেশি উচ্চকিত। অনেক বেশি দৃশ্যমান। অনেক বেশি প্রচারসর্বস্ব। অনেক বেশি প্রভাব ফেলার মতো।

আমরা আশা করতে পারি, মাস্কম্যানিয়া ও ট্রাম্পম্যানিয়া মিলেমিশে নতুন বছরে আরও আমোদের উপকরণ দেবে আমাদের।

গান্ধি-নেহরু থেকে জ্যোতি-বুদ্ধদেব, জয়প্রকাশ-ইন্দিরা থেকে অটল-প্রণব-- সব পরিচিত ভারতীয় নেতারই ঘনিষ্ঠ কিছু শিল্পপতি ছিলেন। তাঁদের পার্টিকে সাহায্য করতেন বিপদে। কেনেডি-কাস্ত্রো-ম্যান্ডেলা-লেনিন-ক্রুশ্চেফ-মাও-থ্যাচারের জীবনেও এমন কারও অদৃশ্য ছায়া ছিল। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনাতেও ছিল, জাপান-অস্ট্রেলিয়াতেও ছিল। মাস্ক-ট্রাম্প যুগলবন্দি ওই ছায়া থেকে অনেকটা আলাদা।

আজ

১৯৩৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৭

গায়ক জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

কংগ্রেস শুধু প্রিয়াংকা গান্ধিকে প্রোজেক্ট করছে। আর আম্বেদকর ইস্যুতে নিজেরা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। চাপিয়ে দিচ্ছে অন্য জোট শরিকদের ওপর। এই অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালনে কংগ্রেস ব্যর্থ।

- সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

চলন্ত বাসে এক ব্যক্তিকে মহিলার চড় মারার ভিডিও ভাইরাল। মহিলার পাশে বসেছিলেন তিনি। মহিলাকে স্পর্শ করার চেষ্টা ছিল বলে অভিযোগ। লোকটিকে কলার ধরে অনবরত চড় মারেন মহিলা। শেষে অভিযুক্ত যাত্রীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ভাইরাল/২

বিহারের বৈশালীতে এক সরকারি স্কুলে মিড-ডে মিল এসেছিল গাড়ি করে। স্কুলের অধ্যক্ষ সুরেশ সাহানি ছাত্রদের খাবার বিলির আগে কয়েকটি ডিম ব্যাগে ভরে নেন। ডিম 'চুরি'র ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর শিক্ষা দপ্তর তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছে।

উত্তরের পাঁচালি

যেন কারাগার

নজরে।। মনোহলি পোস্ট অফিস।

প্রথম দর্শনে মনে হবে যেন এক কারাগার। রংচটা জমিদারি স্থাপত্যের একপাশে একটি বহু পুরোনো ঘর। সেই ঘরের জানলার লোহার শলাকা ভেদ করে ভেতরটা দেখা যায়। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে লেটারবক্স। এটি একটি ডাকঘর। মনোহলি পোস্ট অফিস। তপন থানার আজমতপুরের এই ডাকঘরের বয়স প্রায় ১৫০ বছর। অবিভক্ত দিনাজপুরের প্রথম ডাকঘর হিলি পোস্ট অফিস স্থাপিত হয় ১৮৮০ সালে। সেসময় দার্জিলিং মেল এনজেপি থেকে বর্তমানে বাংলাদেশের দিনাজপুরের মধ্য দিয়ে শিয়ালদা যেত। স্টপ ছিল হিলি। দেশভাগের পরে ট্রেনটির গতিপথ বদলে যায়। হিলির পরে প্রধান ডাকঘর হয় বালুরঘাট পোস্ট অফিস। সে সময় দিনাজপুরের আদর্শ গ্রামের তালিকায় ছিল মনোহলি। ছিল জমিদারি রাজত্ব। সেজন্য বোয়ালদহ, পতিরাম, সাহেব কাচারি, সয়রাপুরের মতো মনোহলিতে সাব-পোস্ট অফিস ১৮৮২ সালে স্থাপিত হয়। বিগত দশকেও পোস্ট অফিসের সমস্ত সুবিধে মিলত এখানে। বর্তমানে শুধুমাত্র চিঠির আদানপ্রদানই চলে। মোবাইল ফোনের জমানায় সে-ও প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। অন্য সমস্ত পরিষেবা প্রায় বন্ধের মুখে। গ্রামীণ পোস্ট অফিসের তকমায় চুক্তিভিত্তিক পোস্ট মাস্টার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ডাকঘরটির আধুনিকীকরণের দাবি উঠেছে।

-অজিত ঘোষ

আজও দারুণ

উজ্জ্বল।। বাণী চক্রবর্তী

৭৩ বছর। এই বয়সে অনেকেরই নানা সমস্যা হয়। কিন্তু এই বয়সে দিনাজপুরের অন্যতম নৃত্যশিল্পী বাণী চক্রবর্তী কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে আজও নৃত্যশিক্ষা ও চর্চায় নিরলস। পুণ্ড্রবর্ধন এলাকার নৃত্যচর্চার ইতিহাসে তিনি অনন্য। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জের বেশিরভাগ নৃত্যশিল্পী তাঁর কাছ থেকে নাচ শিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই নাচের সঙ্গে সখ্য। এই জনপদে ধ্রুপদি নৃত্যশিল্পকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রথম কৃতিত্ব যদি কাউকে দিতে হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে বাণীর নাম আসে সবার আগে। এখনও মঞ্চে যখন নৃত্য পরিবেশন করেন তখন তাঁর গোটা শরীরজুড়েই ছন্দ কথা বলে। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সঠিক নৃত্য শেখাবার জন্য ৫০ বছর আগে গড়েছেন একটি নাচের স্কুল। সম্প্রতি তাঁর সেই সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপিত হয়ে গেল মহাসমারোহে। কালিয়াগঞ্জের নজমু নাট্য নিকেতনে সেদিন মঞ্চ কাঁপিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শককের তাক লাগালেন সবার বাণী।

-সুকুমার বাড়ই

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

অপরাধ না জেনেই শাস্তির সামনে প্রজন্ম

চারপাশে সঘন আঁধার। চাকরির মরুভূমিতে কাঞ্চনমূল্যে অভীষ্টপূরণের নিশ্চয়তায় কারও ট্যাঁকের জোর, কারও ভিটেমাটি বন্ধক।

পরাগ মিত্র

চরম মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি বাংলা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পরিষ্কার ঠিক-ভুল নির্বিশেষে ২৬০০০-এর সামনে কপাট বন্ধের আশঙ্কা। সুদ সহ মাইনে ফেরতের শর্ত বজায় থাকলে ঘটিবাটি তো ছাড়, কিডনি বেচেও কেউ কেউ না, অনেকেই সেই অর্থ জোগাড় করতে পারবে না। বিপর্যয়ের এই অনিবার্য অভিঘাত কমাতে পারে এসএসসি। ঠিকঠাক বাছাই করলে সর্বনাশের সংখ্যা কমবে মাত্র।

পরীক্ষায় ফেল করে, পরীক্ষা না দিয়েও চাকরি পেয়েছে অনেকে। পুলিশের লাঠি, উন্নাসিকের ঘৃণা, উপেক্ষা সয়ে রোদে-জলে যাঁরা কোর্টে ও রাজপথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের যন্ত্রণা অসহনীয়। জানল না ওঁদের অপরাধ কী। অথচ ওঁদের ঠেলে দেওয়া হল সাইডলাইনের বাইরে।

অনুত্তীর্ণরা কি বাজারে ধর্মের ষাঁড়ের মতো সবজি লুটের মতো চাকরি গিলেছে? ডিগ্রি আছে কাজ নেই। বয়স বাড়ছে। লালিত স্বপ্নের চৌচির দশা। চারপাশে সঘন আঁধার। চাকরির মরুভূমিতে কাঞ্চনমূল্যে অভীষ্টপূরণের নিশ্চয়তায় কারও ট্যাঁকের জোর, কারও ভিটেমাটি বন্ধক। একবারও ভাবব না ওই পরিস্থিতিতে আমি কি বীতস্পৃহ থাকতাম? দু'বার ঠকা ছেলেমেয়েদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ নয়, সহানুভূতি নিয়ে পাশে থাকুক সমাজ। হতাশায় চরম নেতিবাচক পদক্ষেপের সর্বনাশ যেন ওরা না ডাকে। তা নিশ্চিত করাও আমাদের দায়িত্ব।

এসএমএসে রেজাল্ট। প্যানেল প্রথমে অপ্রকাশিত। লে ছক্কার ঢঙে কেউ নো হোয়্যার থেকে প্যানেলের মগডালে বসেও কোর্টের ধাক্কায় কাকদ্বীপের আনিসুর কীভাবে জানবে কোচবিহারের অনিন্দিতা তার চেয়ে ১ নম্বর অন্যায়ভাবে বেশি পেয়েছে? ভূত কি সর্বেতেই? তার অসন্তোষ না হুইসল ব্লোয়িং -প্যান্ডোরার বাক্স খুলল কীভাবে?

এই যোগ্য অযোগ্য প্রার্থী বাছাই নিয়ে প্রশ্ন সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে উঠেছে। সেদিন করা হলে আজ তো ওই ছেলেমেয়েদের অনেকেই বয়স খুইয়ে তেজ হারাত না।

দায় কার? প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে শাসন বিভাগ দায় এড়াতে পারে না। মত, অমত, রং, পতাকার তর্কে মেতে ভুলে যাই সবকিছু আইনসংগত রূপায়ণের ক্ষমতা কিন্তু হোয়াইট কলারওয়ালা পার্মানেন্ট এগজিকিউটিভের। কী পরামর্শ, পদ্ধতি সরকারকে দিয়েছিল? জবাবদিহির দায় তাঁরা কোনওভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেন না। শুনি লিখিত অভিযোগের অভাবে কর্তার ব্যবস্থা নিতে অপারগতার কথা শুনি। এরপর বিদেশি আক্রমণের মুখে সেনাও কি বলবে তাঁদের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। চাপের মুখে বেআইনি কাজের তত্ত্ব? প্রাইজ পোস্টিং না থাকতে পারে, চাকরি থেকে ছাঁটাই তো তাঁদের সম্ভব নয়?

স্বচ্ছতার প্রশ্নে দলাদলির 'তুই বিড়াল না মুই বিড়াল' শকুনি নজরের তর্জাটাই অশ্লীল লাগে। নিঃসন্দেহে স্বচ্ছতার প্রশ্নে এসএসসি'র স্বাভিমানী গৌরব মানে এই নয় যে অন্য ক্ষেত্রে ভদ্রোচিত ভাষায় 'স্বজনপোষণ' বা অভাজনের ভাষায় 'দুনম্বরি' হয়নি। আবার বর্তমানের অন্যায়কে জাস্টিফায়েড করতে অতীতের উদাহরণের ডাল ধরাও দুর্নীতির ধারাবাহিকতার পক্ষেই সওয়াল। 'তুয়াডা কুত্তা টমি সাডা কুত্তা কুত্তা'র যুক্তি যে প্রকৃত অর্থেই কুযুক্তি সেটা রাজনীতি কবে বুঝবে?

মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক হতে গেলে ন্যূনতম যে যোগ্যতা লাগে আইএএস-এ তা লাগে না। অযোগ্য না অনুত্তীর্ণ? একটু ভেবে বলা আশা করা কি অন্যায়?

চুলোয় যাক দলমত। একজন মান ও হুশ সম্মত নাগরিক হিসেবে সমবেত সোচ্চারে যে এসএসসি এতদিন ঠিকঠাক প্যানেল দেয়নি, তা দিতে বাধ্য করানো উচিত। চুনোপুঁটি নয়, সরাসরি রাঘববোয়াল আমলা, কর্তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ক্ষতিপূরণ করা হোক।

আপাতত বিপর্যয়ের সংখ্যাটা কমুক।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৯

পাশাপাশি : ১। জলাশয়ের ধারে থাকে বক জাতীয় পাখি ৩। স্ত্রী সংসর্গ বর্জিত পুরুষ ৫। গাছ, কাণ্ড থেকে পানীয় জল মেলে ৭। উত্তর-পূর্ব দিক ৯। বিদেশ থেকে আসা এই শব্দের অর্থ বিবরণ বা বর্ণনা ১১। বন থেকে পাওয়া সম্পদ ১৪। ধানের গোলা ১৫। যেখানে অপরাধীকে আটকে রাখা হয়।

উপর-নীচ : ১। একটি টক ফল ২। পতঙ্গের ছোটবেলা ৩। নদীতে হঠাৎ আসা জলোচ্ছ্বাস ৪। শোক থেকে মানসিক যন্ত্রণা ৬। যে নদীতে জলপ্রবাহ আছে ৮। শিষ্টাচার সম্মত ব্যবহার ১০। মহাকাশযানের যাত্রী ১১। আচার রাখার মুখ ঢাকা কাচের পাত্র ১২। চলার পথে অশ্বারোহীর রাতের বিশ্রামের জায়গা ১৩। হঠাৎ হাওয়ার বেগ।

সমাধান ■ ৪০১৮

পাশাপাশি : ১। গালিচা ৩। জ্বালা ৫। টুলি ৬। কবল ৮। তিতির ১০। অর্ণব ১২। নিশিত ১৪। নীবি ১৫। কাণ্ড ১৬। দস্তুর।

উপর-নীচ : ১। গাফিলতি ২। চাটুকার ৪। লাঘব ৭। লগ্নি ৯। শনি ১০। অক্ষবিদ ১১। বহিষ্কার ১৩। শিবিকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

এসইউসি'র মিছিল

আরজি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবি, কেন্দ্র ও রাজ্যের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে শনিবার কলকাতায় মিছিলের ডাক দিয়েছে এসইউসি। হেদুয়া পার্ক থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ওই মিছিল হবে।

গেস্টহাউসে ধৃত

এজেসি বোস রোডের একটি গেস্টহাউসে হানা দিয়ে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি বিহারে। তাদের কাছ থেকে দুটি নাইন এমএম পিস্তল ও ১৮ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে।

সারপ্রাইজ ভিজিট

ধান কেনার ক্ষেত্রে দালালচক্র রুখতে ক্রয়কেন্দ্রগুলিতে সারপ্রাইজ ভিজিট করার জন্য জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকদের নির্দেশ দিল নবান্ন। একইসঙ্গে র‍্যাশন দোকানেও হানা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাড়গোড় উদ্ধার

বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল চত্বর থেকে মানুষের খুলি ও হাড়গোড় উদ্ধার নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় শুক্রবার। হবু চিকিৎসকরা গবেষণার কাজে ওইসব ব্যবহার করেছিলেন বলে অনুমান।

একটি প্রতিষ্ঠানের তরফে আয়োজিত বোট শো। শুক্রবার হুগলি নদীতে। -পিটিআই

শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় চার্জশিটে দাবি ইডি'র

মানিকের গোপন বিভাগ

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দপ্তরে গোপন বিভাগ খুলেছিলেন পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। ওই বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি। এমনকি এই বিভাগেই চাকরিপ্রার্থীদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাঠাতেন মানিক। তাঁদের সম্পর্কে খোঁজখবরও নিতেন। ইডির অতিরিক্ত চার্জশিটে মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ আনা হয়েছে। চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, ওই বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছিল 'টেট কনফিডেন্সিয়াল'।

এই বিভাগের নামেই ব্ল্যাঙ্ক চেক বরাদ্দ করা হত। সেই চেক অন্যত্র পাঠিয়ে দিতেন মানিক। শুধু মানিক নন, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও বিস্তর অভিযোগ করা হয়েছে। স্ত্রীর নামে তৈরি ট্রাস্টের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করতেন পার্থ। এই চার্জশিটে পার্থর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যের বয়ানও তুলে ধরা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই পার্থর নানা দুর্নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

মানিক ভট্টাচার্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি থাকাকালীন এই বিভাগ তৈরি করেছিলেন। যার ফলে পর্ষদে মানিকের একচ্ছত্র আধিপত্য স্পষ্ট হয়েছে বলে দাবি ইডির।

তদন্তকারী আধিকারিকদের চার্জশিটে আরও দাবি করা হয়েছে, ২০১২ সালের পর থেকে এই ধরনের ব্ল্যাঙ্ক চেক তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সম্প্রতি পর্ষদের দুই কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডি আধিকারিকরা। তাঁদের থেকেই এই গোপন বিভাগের কথা জানতে পেরেছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। এর মধ্যে একজন ছিলেন পর্ষদের চুক্তিভিত্তিক কর্মী। তাঁকে মৌখিকভাবে বিভিন্ন কাজকর্মের নির্দেশ দিতেন মানিক। এছাড়া পর্ষদের হিসেবরক্ষককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

ইডি জানতে পেরেছে, এই হিসেবরক্ষক মানিকের ওই গোপন বিভাগের জন্য বিল বা রসিদ তৈরি করতেন। তবে কার উদ্দেশে ওই রসিদ ইস্যু করা হচ্ছে তা উল্লেখ করা হত না। মানিকের আমল থেকে এভাবে মৌখিক নির্দেশে কাজকর্ম চলত। যা পর্ষদে আগে কখনও হয়নি। ওই বিল বা রসিদগুলির কাজ দেখতেন মানিক। তাঁর নির্দেশেই এই বিল তৈরি হত। ওই হিসেবরক্ষকের মাধ্যমে অন্য এক ব্যক্তির হাতে ব্ল্যাঙ্ক চেক যেত। সেই ব্যক্তির থেকে ব্ল্যাঙ্ক চেক আসত মানিকের হাতে। ওই ব্ল্যাঙ্ক চেকের মাধ্যমে অজানা অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতেন মানিক। এই টাকা কাকে দেওয়া হয়েছে বা কাদের দেওয়া হয়েছে, তা জানা যায়নি। এভাবেই দুর্নীতি চালাতেন মানিক।

দুর্নীতি

- বিভাগটির নাম 'টেট কনফিডেন্সিয়াল'
- মানিক প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি থাকাকালীন ওই বিভাগ তৈরি করেছিলেন
- ওই বিভাগের নামেই ব্ল্যাঙ্ক চেক বরাদ্দ করা হত
- সেই চেক অন্যত্র পাঠিয়ে দিতেন মানিক

তবে ইডির চার্জশিটে পার্থর অপকর্ম নিয়েও নানা অভিযোগ রয়েছে। বেআইনি টাকা কোন কোন কৌশলে সাদা করা হত তা জানিয়েছে ইডি।

পার্থর জামাই কল্যাণময়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি জানতে পেরেছে, বহু লোকজনকে নগদে টাকা দিতেন পার্থ। সেই টাকাই ঘুরপথে পার্থর স্ত্রীর ট্রাস্টে আসত। মূলত এই ট্রাস্ট একটি পশু চিকিৎসালয় তৈরির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। অনুদান বাবদ এক কোটিরও বেশি টাকা এই ট্রাস্টে জমা পড়ে। আসলে পার্থ যাদের নগদে টাকা দিতেন, তারাই আবার এই ট্রাস্টে ডোনেশন দিত। পার্থর কথাতেই ২০১৭ সালে কল্যাণময় একটি সংস্থা খুলেছিলেন। এর মাধ্যমে মাছ ও ধানের ব্যবসা করা হত। এই সংস্থার নামে পার্থর টাকাতেই একাধিক সম্পত্তি কেনা হয়েছিল। কল্যাণময় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর টাকাতেই স্কুল তৈরি করেছিলেন। বেআইনি টাকা আড়াল করতে একাধিক ভুয়ো সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল এবং মালিক হিসেবে অন্য কাউকে দেখানো হয়েছিল।

রবি চাষে ১৫ লক্ষ একরে জল দেবে রাজ্য

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : রবি চাষের জন্য সেচের জল দেওয়া নিয়ে প্রতিবারই ডিভিসির সঙ্গে সেচ দপ্তরের বিরোধ বাধে। এবার দুর্গাপুজোর আগে অতিরিক্ত জল ছাড়ায় ডিভিসির সঙ্গে তীব্র সংঘাতে জড়ায় রাজ্য সরকার। ডিভিসির কমিটি থেকে রাজ্য সরকার তাদের প্রতিনিধিও প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু রবি মরশুমে সেচের জল দেওয়া নিয়ে কয়েকদিন আগেই সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। এরপর সেচ ও কৃষি দপ্তর বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রবি মরশুমে রাজ্যের চারটি জলাধার থেকে মোট ১৪ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে সেচের জল দেওয়া হবে। তার মধ্যে ডিভিসি দেবে প্রায় ২ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে। ফলে গত বছরের তুলনায় এই বছর রবি মরশুমে সেচসেবিত এলাকা কিছুটা হলেও বাড়ছে। ৫ জানুয়ারি ডিভিসি বিভিন্ন খাল থেকে জল ছাড়বে।

তিস্তা, ডিভিসি, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী জলাধার থেকে এই জল দেওয়া হবে। এর ফলে ১৫ লক্ষ একর জমিতে সুফল পাওয়া যাবে বলেই মনে করছেন কৃষি দপ্তরের কর্তারা। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রবি চাষের জন্য আরও জমিতে সেচের জলের জোগান দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সেচ ও জলসম্পদ দপ্তর আমাদের জানিয়েছে, ১৪ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে জল দেওয়া হবে। ফলে গত বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।' রবি মরশুমে বোরো চাষ ছাড়াও উত্তরবঙ্গে ভুট্টা, রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় আলু, সর্ষে, তিল চাষ হয়। তবে এই ফসলগুলির জন্য সেচের জল কম লাগে। একবার বা দু-বার সেচ দিলেই হয়ে যায়। কিন্তু ধান চাষে সেচের জলের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি লাগে।

> রবি চাষের জন্য আরও জমিতে সেচের জলের জোগান দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সেচ ও জলসম্পদ দপ্তর আমাদের জানিয়েছে, ১৪ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে জল দেওয়া হবে। ফলে গত বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
>
> **-শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**
> *কৃষিমন্ত্রী*

প্রতিবছর রবি ও বোরো মরশুমে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়া জেলায় ডিভিসির সেচের জল ছাড়ার বিষয়ে ডিভিশনাল কমিশনার বৈঠক করেন। ডিভিসি এবার রাজ্যকে জানিয়েছিল, ২ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে সেচের জল দিতে পারবে।

কিন্তু রাজ্যের অভিযোগ, ২০২১ সালের পর থেকে ডিভিসি রবি চাষের জন্য সেচের জলের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দিচ্ছে। ২০২১ সালে তারা এই মরশুমের ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে জল দিয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই তা কমছে। তবে তিস্তা, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী জলাধারে যে পরিমাণ জল মজুত রয়েছে, তাতে রাজ্যের প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমি সেচসেবিত করা যাবে বলেই মনে করছেন সেচ দপ্তরের কর্তারা। কয়েকদিন আগেই জেলাগুলি থেকে রিপোর্ট নিয়েছিল সেচ দপ্তর। বৃহস্পতিবারই নবান্নে সেচ, কৃষি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তারা জল ছাড়া নিয়ে বৈঠকে বসেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও। বৈঠকে জল ছাড়া নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শা'র মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে তৃণমূল

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেদকর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মন্তব্যের প্রতিবাদে ২৩ ডিসেম্বর রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন, ওইদিন দুপুর ২টো থেকে ৩টে পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ব্লক, পুরসভা ও কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিবাদ মিছিল হবে। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমাদের সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরের অপমান মানছি না, মানব না। সংবিধান-বিরোধী বিজেপি বারবার এই মহান দেশের গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হেনেই চলেছে। যত দিন যাচ্ছে, তত তাদের দলিত-বিরোধী মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংসদের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন এবং আমাদের সংবিধানের জনক বিআর আম্বেদকর ও সংবিধানের খসড়া কমিটির স্মরণীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। এটি শুধুমাত্র বাবাসাহেবের অপমান নয়, এটি আমাদের সংবিধানের মেরুদণ্ডের ওপর একটি আঘাত এবং আমাদের দলিত ও আদিবাসী ভাইবোনদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।' মুখ্যমন্ত্রী এই কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেছেন, 'আমরা সকলে মিলে গণতন্ত্র রক্ষার্থে এই মিছিলে শামিল হই। এই ঘৃণ্য, স্বৈরাচারী বিজেপির সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াই। আমরা বাবাসাহেবের উত্তরাধিকার এবং আমাদের সংবিধানের মূল্যবোধ রক্ষা করার জন্য একত্রিত হই।'

সাসপেন্ড যুব সম্পাদক

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : রাজ্যে যুব তৃণমূলের সম্পাদক পদ থেকে সাসপেন্ড করা হল তরুণ তিওয়ারিকে। দলবিরোধী কাজের জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে রাজ্য যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ জানিয়েছেন। এবার থেকে দলের কোনও বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না এবং কোথাও দলের পদাধিকারী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। সম্প্রতি দলের বিরুদ্ধে তিনি বেফাঁস মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। তারপরই তাঁর বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

চর্চায় দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে অভিষেকের ভূমিকা

বক্সির মধ্যস্থতায় জট খোলার পথে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে তৃণমূলের চূড়ান্ত রণকৌশলের নীতি স্পষ্ট করবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত দলের ঐক্যবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছবি জনমানসে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর ওপর ভরসা করেই দল নিয়ে একের পর এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ চালিয়ে যাবেন নেত্রী। এক্ষেত্রে আপাত নীরব দলের সেনাপতি অভিষেকের সঙ্গে শলাপরামর্শ গোপনই রাখা হচ্ছে বলে শুক্রবার তৃণমূল সূত্রের খবর। তাঁদের মধ্যে ফোনালাপ নিয়মিতই চলছে বলে এদিন দাবি করলেন দলের এক প্রবীণ নেতা তথা বিধায়ক।

তাঁর দাবি, 'যা ভাবছেন ভাবুন আপনারা। আসল ছবি দেখতে পাবেন ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে।' তাঁর মতে, অভিষেককে বাদ দিয়ে নেত্রী পথ চলবেন, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। যুক্তিও নেই। এখন তৃণমূলে একে অন্যের পরিপূরক। দলের স্বার্থেই অভিষেকের গুরুত্ব কমিয়ে দলে কোনও বিভাজন নেত্রী চাইবেন না। সামনে বিধানসভা ভোট। তার আগে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিচক্ষণ নেত্রী পাঁচবার ভাববেন।

তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, এদিনই দলের শিক্ষা সেলের দুই পদাধিকারী নেতাকে তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নেত্রীর নির্দেশে সুব্রত বক্সীই এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। বহিষ্কৃত দুই নেতা অভিষেকপন্থী বলে পরিচিত হলেও দলের অনুশাসন বজায় রাখতেই এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেত্রীর। অভিষেকের সঙ্গে পরামর্শ করেই নেত্রীর সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন সুব্রত বক্সী। উত্তর কলকাতায় দলের এক যুব নেতাকেও এদিন তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে। এইসব কঠিন সিদ্ধান্তে অভিষেক সহমত হওয়ার পরই দলের পক্ষে তা কার্যকর করা হয়। দলের মধ্যে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র একমাত্র দলনেত্রীকে ঘিরেই, সবাই মানেন সেটা। এমনকি অভিষেকও।

তৃণমূল ও অভিষেক মহলের খবর, আপাতত দলের সেনাপতিকে দলের সার্বিক কাজে নিষ্ক্রিয় মনে হলেও সম্ভবত তৃণমূলের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আবার স্বমহিমায় অভিষেক নেত্রীর পাশে দাঁড়াবেন। নেত্রীই যে দলের শেষ কথা, একথা অভিষেক মানেন বলেই প্রকাশ্যে তা বারবার বলেছেন এবং এখনও বলে যাচ্ছেন। পথে নেমে কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনে অভিষেকের ওপর অনেকটাই ভরসা করেন দলনেত্রী।

ইতিমধ্যেই অভিষেকের গত নবজোয়ার কর্মসূচিতে তা পরীক্ষিতও। আবার অভিষেককে এই কাজে শামিল করে সক্রিয় করে তুলতে নেত্রী সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন। দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তা আরও স্পষ্ট হবে। দলের সাংগঠনিক স্তরে অভিষেকের রদবদল সুপারিশ নিয়ে মান-অভিমান পর্বও নিশ্চিত মিটে যাবে বলেই আশা দলের শীর্ষ নেতাদের।

পুরসভা ও পঞ্চায়েতের আয় বাড়াতে কমিটি তৈরি

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে রাজস্ব আদায়ের হার অত্যন্ত খারাপ। একইসঙ্গে ৬৭টি পুরসভায় রাজস্ব আদায়ও তলানিতে ঠেকেছে। তার ফলে শহরাঞ্চলে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে পুরসভাগুলি। চুঁচুড়া পুরসভায় দু-মাসের বেতন না পেয়ে কাজ বন্ধ রেখেছিলেন অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা। পুরসভাগুলিকে রাজস্ব আদায় বাড়াতে বারবার নির্দেশ দেওয়া হলেও তা তারা পারেনি। এই অবস্থায় পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিজস্ব আয় বাড়াতে একটি কমিটি তৈরি করল রাজ্য সরকার। পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে স্বাবলম্বী হতে কী কী পদক্ষেপ করা দরকার, তা নিয়ে ওই কমিটি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে। ষষ্ঠ অর্থ কমিশন গঠন করে পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির খোলনলচে বদলে দিতে চায় রাজ্য সরকার। রাজ্যের অর্থ উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে ওই কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঘটনাচক্রে হরিকৃষ্ণ দীর্ঘদিন রাজ্যের অর্থসচিবের দায়িত্বও পালন করেছেন। আগামী বছর এপ্রিল মাস থেকেই ওই নতুন কমিটি কাজ শুরু করবে। তার আগে রাজ্যের পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে চাইছেন কমিটির সদস্যরা।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, উন্নয়নমূলক সমস্ত কাজের জন্যই পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলি রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এমনকি সাফাই, নিকাশিনালা সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচও অনেক ক্ষেত্রে পুরসভাগুলি নিজস্ব আয়ে করতে পারে না। উন্নয়নমূলক কাজও আটকে যায়। এই অবস্থায় পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে স্বাবলম্বী করতে রাজ্য সরকার নতুন গাইডলাইন তৈরি করবে। ওই গাইডলাইন তৈরি করতে ষষ্ঠ অর্থ কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এপ্রিলে ষষ্ঠ অর্থ কমিশন কাজ শুরু করার পর থেকেই রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি পুরোপুরি মূল্যায়ন করবে ওই কমিটি। যেসব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করে এবং পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে সাহায্য করে, সেইসব টাকা যথাযথ খরচ হচ্ছে কি না, তাও ওই কমিটি মূল্যায়ন করবে। প্রশাসনিক ব্যয়সংকোচ করে রাজ্যের ঘাড় থেকে ঋণের বোঝা কমানোর ক্ষেত্রে যা উপযোগী হবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার।

নতুন কমিটির চেয়ারম্যান পদে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী রয়েছেন। এছাড়াও রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত চার আইএএস ও ডব্লিউবিসিএস অফিসার। ১ এপ্রিল ষষ্ঠ অর্থ কমিশন কাজ শুরু করার পর ৬ মাসের মধ্যে তাদের মূল্যায়ন রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেবে। পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলি কী কী ভাবে আয় বাড়াতে পারে, সেই সুপারিশও ওই রিপোর্টে থাকবে। রাজস্ব আদায় থেকে তা বণ্টন এবং উন্নয়নমূলক কাজে দফায় দফায় পর্যালোচনাও করবে কমিটি। কোন পুরসভা ও পঞ্চায়েত কত টাকা আদায় করতে পারবে, সেই নিয়েও নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করবে কমিটি।

আগামী মাসে সুন্দরবনে কুমির গণনা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : এবার সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে কুমির গণনার কাজ। আগামী জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে কুমির গণনা হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ গণনার কাজ চলছে। উল্লেখ্য, সর্বশেষ গণনায় সুন্দরবনে ২০৪ থেকে ২৩৪টি কুমির থাকতে পারে বলে জানা গিয়েছিল। দু'বছর আগে ওই গণনা হয়। বর্তমানে সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আগামী বছর ৮ ও ৯ জানুয়ারি এবং ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন দপ্তরের অধীনে কুমির গণনার কাজ হবে। শীতকালে মিঠে রোদ পোহাতে কুমিরদের সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীর চরে দেখা যায়। এজন্য শীতকালেই কুমির গণনার কাজ হয়ে থাকে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ থেকে ২২ ডিগ্রি তাপমাত্রা কুমিরদের খুব পছন্দ। ১৪ থেকে ২৬ পিপিটি (পার্টস পার থাউজেন্ডস) গ্রাম নুন আছে এমন জলই পছন্দ করে কুমির। সুন্দরবনের খাঁড়ি অঞ্চলে সেরকম লবণাক্ত জল থাকায় এই এলাকা কুমিরদের চারণভূমি হয়েছে।

সুন্দরবনে যেসব কুমির দেখা যায়, তা সাধারণত ১৩ থেকে ১৪ ফুট হয়ে থাকে। ২০২২ সালে সর্বশেষ কুমির গণনা হয়েছিল সুন্দরবনে। এর আগে গণনা হয়েছিল ২০১২ সালে। সেইসময় ১৪১টি কুমিরের সন্ধান মিলেছিল। এরপর ১২ বছরে কুমিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪টির মতো হয়েছে। সর্বোচ্চ ২৩৪টি হতে পারে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এবছর সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগ এলাকা মিলিয়ে খোঁজ চালাবেন শতাধিক বনকর্মী ও কুমির বিশেষজ্ঞ। সুন্দরবনের প্রায় ৪২০০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই গণনা হবে।

মঞ্চ তৈরি করে ধর্নার প্রস্তুতি ডাক্তারদের। শুক্রবার কলকাতায়।

ডাক্তারদের ধর্নায় শর্ত হাইকোর্টের

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস সংগঠনের ধর্না কর্মসূচিতে শর্ত বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ডোরিনা ক্রসিং থেকে ৫০ ফুট ছেড়ে শুক্রবার থেকেই ধর্নায় বসতে পারবেন চিকিৎসকরা। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, ২০০ থেকে ২৫০ জনের বেশি জমায়েত করা যাবে না। এদিন থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত দিবারাত্রি কর্মসূচি করা যাবে। পরিবেশ দূষণ এবং আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি নজরে রাখতে হবে। যানজট যাতে না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এদিন ডিএ আন্দোলনকারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চকেও বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে শর্তসাপেক্ষে ধর্নার অনুমতি দেওয়া হয়।

এদিন ডাক্তারদের ওই স্থানে এই কর্মসূচি নিয়ে রাজ্যের তরফে আপত্তি জানানো হয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এর আগে প্রশাসন দুটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে অনুমতি দিয়েছে। এভাবে কারও ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া এবং কারও ক্ষেত্রে আপত্তির বিষয়টি ঠিক নয়। পুলিশ ও প্রশাসনের এই পদক্ষেপ সমর্থনযোগ্য নয়। পুলিশকে নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে।

বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে ৩০০ থেকে ৫০০ জনের উপস্থিতিতে নবান্ন বাস টার্মিনাস চত্বরে ধর্না অবস্থান করতে চেয়েছিল সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। সেই আবেদন আগেই খারিজ করে দিয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এদিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে ওই সংগঠনের তরফে আইনজীবী বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, সোমবারের আগে বিষয়টির শুনানি সম্ভব নয়। তাই একক বেঞ্চে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো যেতে পারে। তারপরই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের কাছে আবার মামলাটি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিচারপতি ওই সংগঠনকে মন্দিরতলা বাস স্ট্যান্ডের সামনে রবিবার দুপুর ৩টে থেকে মঙ্গলবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত ধর্নায় বসার অনুমতি দিলেন। তবে ৪৫০ জনের বেশি থাকতে পারবেন না। ১০ জনের প্রতিনিধিদল নবান্নে মুখ্যসচিব বা অন্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে পারবেন।

আর্থিক প্রতারণার খোঁজে ইডি'র হানা

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : আর্থিক প্রতারণা মামলায় শুক্রবার একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালাল ইডি। সাদার্ন অ্যাভিনিউ ও বালিগঞ্জের দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে সকালেই পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, ব্যাংক দুর্নীতি মামলায় এই তল্লাশি চলছে। ২০২২ সালে এসবিআইয়ের তরফে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই অভিযান শুরু করেন ইডি আধিকারিকরা। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায় কোথায় কাদের মাধ্যমে পৌঁছেছে, এই দুর্নীতির সঙ্গে কারা জড়িত তা জানতে চাইছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। সেই সূত্রেই তল্লাশি চালানো হয়। সম্প্রতি এই মামলাতেই একটি নামী ইস্পাত সংস্থার কর্ণধারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিবিআইয়ের আবেদন খারিজ

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিট বা বিশেষ তদন্তকারী দলের পুনর্গঠন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল সিবিআই। সিটের প্রধান ছিলেন এসপি কল্যাণ ভট্টাচার্য। তাঁকে সরিয়ে সিটের অন্যতম সদস্য অংশুমান সাহাকে প্রধান করার আবেদন জানায় সিবিআই। কিন্তু সিবিআইয়ের এই আবেদন গ্রাহ্য হল না কলকাতা হাইকোর্টে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা সিবিআইকে জানিয়ে দেন, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে হাইকোর্টে চলা মামলায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তাই সিবিআইকে এই বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে হবে। হাইকোর্টে এই আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

স্বামী খুন

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : মাদক মামলায় জেলবন্দি ছিলেন স্বামী। ইতিমধ্যে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যান স্ত্রী। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে এসে সেকথা জানতে পারেন স্বামী। এই নিয়ে প্রতিবাদ করায় মাঝেমধ্যেই স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হত। তার জেরেই শুক্রবার খুন হতে হল স্বামীকে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত দক্ষিণ নলডাঙার সৃজন পল্লিতে। নিহত ব্যক্তির নাম রমেশ মুদালিয়া। তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল বলে পুলিশের অনুমান।

অগ্নিকাণ্ড।। *শুক্রবার দুপুর নাগাদ আগুন লাগে তপসিয়ায় বাইপাসের পাশে ঝুপড়িতে। মুহূর্তে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকটি পাকা বাড়িতেও আগুন ধরে যায়। ১০০টিরও বেশি ঝুপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, নেভাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় দমকল কর্মীদের। হতাহতের খবর নেই। ছবি : আবির চৌধুরী*

বিবাহিত পুরুষের বয়স বাড়ে ধীরে ধীরে?

গবেষণায় ২০ বছর ধরে ৪৫ থেকে ৮৫ বছর বয়সি ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য এবং ভালো থাকাকে অনুসরণ করা হয়েছে। যাতে বৈবাহিক অবস্থা তাঁদের স্বাস্থ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বোঝা যায়।

বয়স ধরে রাখতে আমাদের কত-না চেষ্টা! সাম্প্রতিক গবেষণা কিন্তু বিবাহিতদের পক্ষে রায় দিয়েছে। সঙ্গীকে বলুন, বিয়েটা দ্রুত সেরে ফেলতে।

শিরোনাম পড়েই ভুরু কোঁচকালেন যে বড়! অবশ্য, এটাই স্বাভাবিক। এ আসলে সমীক্ষার ফল। ওই যে কথায় বলে না, 'মানো, ইয়া না মানো, সচ্চাই কো জানো'। বয়স নিয়ে কমবেশি আমরা প্রায় সবাই উদ্বিগ্ন। বয়স ধরে রাখতে আমাদের কত-না চেষ্টা! সে না হয় হল, কিন্তু জানেন কি? অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিত পুরুষদের বয়স ধীরে বাড়ে। এক্ষেত্রে অবশ্য সেই প্রভাব নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। সম্প্রতি ইনটারন্যাশনাল সোশ্যাল ওয়ার্ক জার্নালের এক গবেষণা থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গবেষণায় পাওয়া ফলাফল থেকে জানা গেছে, বিবাহিত পুরুষদের বয়স অবশ্যই ধীরে বাড়ে। তবে এটি শুধুমাত্র প্রযোজ্য যদি তাদের সম্পর্কের স্ট্যাটাস বিবাহিতই থাকে। বিচ্ছেদ, বিবাহবিচ্ছেদ বা স্ত্রীকে হারানো বার্ধক্যকে কমাতে পারে না।

নারীদের ওপর চালানো গবেষণা থেকে জানা যায়, বিবাহিত নারীদের বয়স বাড়া বা না বাড়ার বিষয়টি অবিবাহিত নারীদের থেকে খুব বেশি আলাদা নয়।

যেসব নারী বিয়ে করেছেন এবং তারপর বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন বা বিধবা হয়েছেন, যারা বিবাহিত বা অবিবাহিত ছিলেন তাদের তুলনায় বয়স বেশি বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে বা জীবনসঙ্গীকে হারিয়েছেন, তাদের তুলনায় অবিবাহিত নারীদের বয়স নির্দিষ্টভাবেই বেড়েছে। উল্লেখ্য, আগের গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, বিয়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে।

গবেষণার ক্ষেত্রে ২০ বছর ধরে ৪৫ থেকে ৮৫ বছর বয়সী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য এবং ভালো থাকাকে অনুসরণ করা হয়েছে। যাতে বৈবাহিক অবস্থা তাদের স্বাস্থ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বোঝা যায়। প্রতিটি ব্যক্তির বয়স ভালোভাবে অর্থাৎ কোনও রকম বার্ধক্য, অসুস্থতা ছাড়াই বয়স বেড়েছে কিনা তা জানার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গবেষকরা আসলে প্রাপ্তবয়স্কদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশদে জানতে চেয়েছিলেন।

এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো ইনস্টিটিউট অফ লাইফ কোর্স অ্যান্ড এজিং-এর গবেষক বলেছেন, 'আমি একজন সমাজকর্মী। গত ২০ বছরের বেশি প্রাপ্তবয়স্কদের সাহায্য করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার আবেগ সবসময় তাদের সুস্থ এবং সুখী জীবনযাপনে সমর্থন করে এসেছে। আমাদের গবেষণায় ৭ হাজারের বেশি মধ্যবয়সী এবং বয়স্ক ব্যক্তিকে অনুসরণ করা হয়েছে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে কিছু লোকের বয়স নির্দিষ্ট নিয়মে বেড়েছে, আবার অন্যদের ক্ষেত্রে তা হয়নি।'

এই গবেষণার ফলাফল জানার পরেও কি আপনার সঙ্গীকে বিয়ে করার দিকে উৎসাহিত করবেন না!

মশা কি লোক বুঝে কামড়ায়

শিরোনাম পড়ে মশা নিয়ে মশকরা করার ইচ্ছে আপনার জাগতেই পারে।

অবশ্য এটা ঠিক যে, সুযোগ পেলেই মশা রক্ত শুষে নিতে চায়। সকালে ও সন্ধ্যার সময় বেশি পরিমাণে মশা ঘরে প্রবেশ করে। সাধারণত, মশা সব মানুষকেই কামড়ায়। তবে কিছু কিছু লোককে মশা তুলনামূলক বেশি কামড়ায়। দেখা যায়, আড্ডায় একদল লোকের মধ্যে বসে থাকলেও ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বেছে বেছে মশারা ছেঁকে ধরে! কেন এমনটা হয়?

মশা কি তাহলে লোক বুঝে কামড়ায়?

কার্বন ডাই-অক্সাইড

কোন জায়গা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশি বের হচ্ছে তা মশারা সহজেই বুঝতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন প্রজাতির মশারা কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রতি পৃথক ভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। ফলে কোনো ব্যক্তির দেহ থেকে বেশি মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হলে মশারা দূর থেকেই তা বুঝে যায়। শিকার কাছাকাছিই আছে বুঝে সুযোগ পেলেই কামড়াতে থাকে।

শরীরের গন্ধ

প্রত্যেক মানুষের ত্বকে ও ঘামে ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়ার মতো বিশেষ কিছু যৌগ থাকে।

এই যৌগগুলো আমাদের শরীরে নির্দিষ্ট ধরনের গন্ধ তৈরি করে। সেই গন্ধের প্রতি মশারা আকৃষ্ট হয়। কিছু গবেষকের মতে, এমন আলাদা গন্ধ তৈরি হওয়ার পেছনে দায়ী থাকতে পারে জিন ও ব্যাকটেরিয়া।

জলীয়বাষ্প ও তাপমাত্রা

আমাদের শরীর থেকে জলীয় বাষ্প ও তাপ বের হয়। অবশ্য কতটা মাত্রায় জলীয় বাষ্প বের হয়, তা নির্ভর করে পরিবেশের তাপমাত্রার উপর। মশা উড়তে উড়তে যত মানুষের শরীরের কাছাকাছি আসে ততই তারা শরীর থেকে কেমন মাত্রায় তাপ ও জলীয় বাষ্প বেরোচ্ছে তা নির্ণয় করতে পারে। তাপ ও জলীয় বাষ্প মশাকে কামড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

মশাদের প্রিয় রং

মশাদের কালো রঙের প্রতি বেশি আকর্ষিত হতে দেখা গিয়েছে। এই কারণেই কালো জামাকাপড় পরলে মশারা ঝাঁক বেঁধে আক্রমণ করে। কিন্তু মশারা কালো রঙের প্রতি কেন এমন আক্রোশ দেখায় সেটা স্পষ্টভাবে এখনো জানা যায়নি।

বেশি কামড়ায় গর্ভবতীদের

সন্তানসম্ভবা নন এমন মহিলার তুলনায় গর্ভবতী মহিলাদের বেশি মশা কামড়ায়। আর ভিন্ন একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দুটি বিশেষ প্রজাতির মশা কপালে আর পায়ে কামড় দিতে বেশি পছন্দ করে। সম্ভবত ঘর্মগ্রন্থি, ত্বকের গন্ধ ও তাপমাত্রাই এমন বিশেষ পছন্দের কারণ।

লক্ষ্যে মদ্যপায়ী

যারা নিয়মিত মদ পান করেন মশা তাদের বেশি কামড়ায়। কিছুদিন আগে করা এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মদ্যপায়ীদের প্রতি মশারা বেশি আকৃষ্ট হয়। তাই মশার কামড় থেকে বাঁচতে মদ পান করা থেকে বিরত থাকুন। এতে স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

আদরে থাক লেপ, কম্বল, কাঁথা, জ্যাকেট, সোয়েটার

লেপ-কম্বল ছাড়াই এখনও শীতে ব্যাটিং করে চলেছেন! তাহলে এবার সময় এলো লেপ-কম্বল বের করার। তবে সেগুলো ব্যবহারের আগে পরিষ্কার করাটা ভীষণ জরুরি।

শীতের সময় কীভাবে লেপ, কম্বল, কাঁথা, জ্যাকেট প্রভৃতির যত্ন নেবেন, সে বিষয়ে রইল কিছু সহজ টিপস--

লেপের যত্ন: লেপ যদি শিমুল তুলোর হয়ে থাকে, তাহলে ধোয়া তো দূরের কথা, ড্রাই ওয়াশও করা যায় না। এক্ষেত্রে লেপ রোদে দিন। এতে লেপের ওপর থাকা ধুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। লেপের যদি কভার থাকে, তাহলে সেটি ধুয়ে নিন। লেপ পরিষ্কার না থাকলে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

কম্বলের যত্ন: একই কথা কম্বলের

ক্ষেত্রেও খাটে। এটিও পরিষ্কার রাখা জরুরি। তবে কম্বল কিন্তু ধোয়া যেতে পারে। শ্যাম্পুতে মিনিট দশেক ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিন। ঝামেলা এড়াতে লন্ড্রিতে দিতে পারেন। সেখান থেকেই ঝকঝকে করে পাঠাবে আপনার সাধের কম্বল।

কাঁথার যত্ন: কাঁথা পরিষ্কার করা কষ্টকর কাজ নয়। বাড়িতে অনায়াসেই কাঁথা ধুয়ে নেওয়া যায়। তারপর রোদে শুকিয়ে তা ব্যবহার করুন।

লেদার জ্যাকেটের যত্ন: বাড়িতে এই ধরনের জ্যাকেট পরিষ্কার করা বেশ কঠিন। তাই এগুলো অবশ্যই লন্ড্রিতে দিয়ে দিন। এগুলো কখনই রোদে দেওয়া উচিত নয়। জ্যাকেট কয়েক বছর পুরোনো হয়ে গেলে ভিতরের লাইনিং পালটে নিন।

সোয়েটারের যত্ন: পশমের জামা বা উলের সোয়েটার উষ্ণ জলে না ধুয়ে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন। তবে ধোয়ার সময় জলে একটু পাতিলেবুর রস ও ভিনিগার দিয়ে দিতে পারেন।

এতে রং ঠিক থাকবে। পশমের জামা ইস্ত্রি করার সময় অবশ্যই তার ওপর সুতির চাদর বিছিয়ে নিন। সরাসরি পশমের সঙ্গে ইস্ত্রির স্পর্শ যেন না হয়। তাহলেই কিন্তু পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে।

বেসন যখন ত্বকের ভূষণ

ত্বক সতেজ করতে চান? করতে চান লাবণ্যময়? প্রাণবন্ত? বয়সের ছাপ কমাতে, ত্বক পরিষ্কার করতে, শুষ্কতা দূর করতে বেসনের জুড়ি নেই।

ঘরোয়া উপায়ে মেকআপ তুলুন

নানা কাজের ফেসপ্যাক

* ১ টেবিল চামচ বেসনের সঙ্গে ৪ টেবিল চামচ কাঁচা দুধ এবং পরিমাণমতো বাদাম তেল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ভালো করে মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর উষ্ণ গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে এক দিন করে এই প্যাক ব্যবহার করুন। ত্বক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

* ১ চা-চামচ বেসনের সঙ্গে সমপরিমাণ দই মিশিয়ে নিন। সামান্য হলুদও দিতে পারেন এতে। মুখে লাগানোর ২০ মিনিট পর ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

* ১ চা-চামচ বেসন পেস্টের সঙ্গে সমপরিমাণ মধু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ১৫ মিনিট মিশ্রণটি মুখে ঘষার পর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন করে

ব্যবহারে ধীরে ধীরে বলিরেখা কমে আসবে। শুষ্কতাও কমে যাবে।

* পরিমাণমতো বেসনের সঙ্গে অল্প দুধ মিশিয়ে নিন। ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবার এই প্যাক ব্যবহার করুন। প্যাকটি ত্বকের মৃত কোশের স্তর সরিয়ে ত্বককে করে তোলে প্রাণবন্ত ও সজীব। বয়সের ছাপ কম পড়ে।

বেসনের সঙ্গে সমপরিমাণ গাঁদা ফুল মিশিয়ে ভালো করে বেটে নিন। মুখে ২০ মিনিট রাখুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের শুষ্কতা কমাতে ও নরম করতে এই মাস্ক কাজে লাগবে। ব্রণের প্রকোপও কমবে। সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

দাগ, ফাটা ত্বকে

সমপরিমাণ বেসন, হলুদ ও পরিমাণমতো জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। শুধু ব্রণের জায়গায় ব্যবহার করুন প্রতিদিন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে ব্রণ কমে আসে। ভালো হয়ে গেলে আর ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

বেসন, গোলাপজল ও লেবুর রস মিশিয়ে নিয়ে রোদে পোড়া ত্বকে লাগিয়ে নিন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। একদিন পর ব্যবহারে পোড়া দাগ কমে আসবে।

বেসন পেস্টের সঙ্গে অ্যালোভেরার রস মিশিয়ে মেচেতার ওপর লাগান। ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। এক দিন অন্তর এই প্যাক ব্যবহার করুন। দাগ কমে এলে ধীরে ধীরে প্যাক ব্যবহারও কমিয়ে আনুন। যেমন সপ্তাহে একবার, তারপর ১৫ দিনে একবার, তারপর মাসে একবার।

যে কোনও ক্ষতের দাগ (যেমন ব্রণ, বসন্ত) দূর করতে বেসন ও কচি ডাবের জল একসঙ্গে মিশিয়ে দাগের ওপর লাগিয়ে রাখুন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ধীরে ধীরে দাগ কমে এলে প্যাক ব্যবহার কমিয়ে আনুন মেচেতার প্যাকের মতো নিয়মে।

বেসন পেস্ট ত্বকের ফেটে যাওয়া অংশে লাগিয়ে রাখুন। ২০ মিনিট পর জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একদিন।

মসুর ডালে ২ কাপ মসুর ডাল এবং ২ টেবিল চামচ চাল (ভাতের চাল) ধুয়ে জল ঝরিয়ে ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিন। ফুড প্রসেসর বা গ্রাইন্ডারে ভালোভাবে গুঁড়ো করে নিন। তারপর ভালো করে চালনিতে চেলে নিন। এই বেসন অনেক দিন পর্যন্ত (প্রায় ৬ মাস) বাতাস প্রবেশ করবে না এমন পাত্রে মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করা যায়। ফ্রিজে রাখলে ভালো। ছত্রাকের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে মাঝেমধ্যে রোদে দিন। বয়াম থেকে বেসন নেওয়ার সময় ভেজা চামচ ব্যবহার করবেন না।

ঘরোয়া উপায়ে শীতে ত্বকের যত্ন

শীতের হাওয়ায় নাচন শুরু হতে না হতেই শরীরজুড়ে অস্বস্তি। ত্বক শুকিয়ে ফুটিফাটা। ত্বক হয়ে পড়ে নিস্তেজ ও মলিন। তবে একটু সচেতনতা ও যত্নের মাধ্যমে খুব সহজেই শীতকালে ত্বক সতেজ রাখা যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক শীতে ত্বকের যত্ন বিষয়ে--

ময়েশ্চারাইজার

শীতে শুষ্কতার হাত থেকে ত্বক বাঁচাতে ময়েশ্চারাইজারের তুলনা নেই। ত্বক সতেজ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। বাজারে নামি-দামি ময়েশ্চারাইজার ছাড়াও খাঁটি নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল ব্যবহারেও অনেক ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

স্ক্রাব অথবা এক্সফোলিয়েটিং

ত্বকের মৃত কোশ বা মরা চামড়ার আস্তরণ দূর করতে সপ্তাহে এক থেকে দু-বার জেন্টাল স্ক্রাব ব্যবহার করতে হবে। চালের গুঁড়ো আর মধু মিশিয়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে স্ক্রাব তৈরি করা সম্ভব।

এক চামচ চালের গুঁড়ো ও এক চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে, ভেজা ত্বকে আলতো হাতে ৩ থেকে ৫ মিনিট ঘষে হালকা গরম জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। অবশ্যই স্ক্রাবিং-এর পর ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

ফেসপ্যাক

সপ্তাহে দু-তিনবার দুধের সর, মধু ও বেসনের মিশ্রণ ব্যবহারে ত্বকের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি এটি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতেও সাহায্য করবে। তাছাড়া টক দই, বেসন ও হলুদের মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে ।

কুসুম গরম জলে স্নান

অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম জলের ব্যবহার শীতে ত্বককে আরও রুক্ষ করে দিতে পারে। তাই হালকা গরম জলে স্নান করতে হবে।

এছাড়া অতিরিক্ত খারযুক্ত সাবান ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে গ্লিসারিন যুক্ত সাবান ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক সতেজ থাকবে।

ছুটির দিনের স্পেশাল রেসিপি

ছুটির দিন মানেই ভরপুর খাওয়াদাওয়া। স্বাস্থ্য সচেতনতার এই যুগে পোলাও-মাংস তো রোজ রোজ খাওয়া সম্ভব নয়। তাই রইল ১টি স্বাস্থ্যকর রেসিপি।

ব্রকলি-রুই মাছের ঝোল রান্না

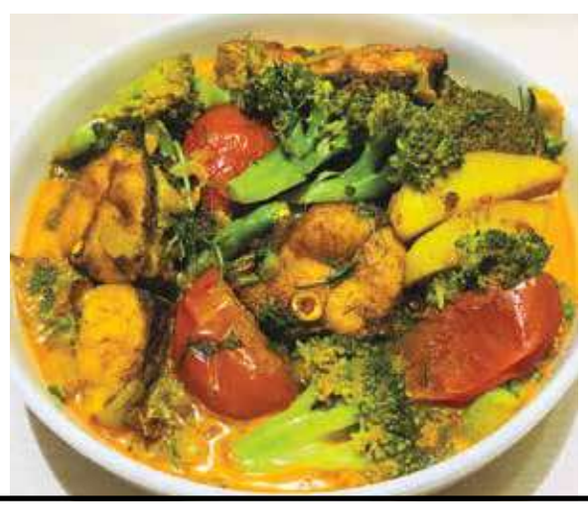

যা যা লাগবে

রুই মাছের টুকরো ৫-৬টি, টমেটো ১টি (টুকরো করা) কাঁচালংকা ৩-৪টি, ব্রকলি ২ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১টি, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ করে, লংকাগুঁড়ো ১ চা চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, জল ২ কাপ মতো, ধনেপাতা কুচি, পরিমাণমতো তেল।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে রুইমাছের টুকরোগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এবার, মাছে অল্প হলুদ- লংকাগুঁড়ো, লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। ব্রকলির ফুলের অংশটুকু কেটে নিয়ে, ধুয়ে নিয়ে গরম জলে দিয়ে ২-৩ মিনিট ভাপিয়ে নিন। জল থেকে তুলে নিন ব্রকলির ফুলগুলো। এবার সসপ্যানে ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে, মাছগুলো দিয়ে দু-পিঠ হালকা লাল করে ভেজে তুলে নিন। একই প্যানে আরো ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে নিন হালকা রং আসা পর্যন্ত। এবার আদা-রসুন বাটা দিয়ে একটু ভেজে নিন। তারপর একে একে গুঁড়ো মশলা, অল্প লবণ, অল্প জল দিয়ে কষিয়ে নিন।

টমেটো কুচি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন তেল উপরে উঠে আসা পর্যন্ত। এবার মাছগুলো দিয়ে দু-পিঠে মশলা লাগিয়ে নিন উলটে-পালটে। এবার, গরম জল দিন দেড়কাপ মতো। ঢেকে রান্না করুন পাঁচ-ছয় মিনিট।

এবার ব্রকলিগুলো মাছের ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিন। লবণের স্বাদ পরখ করে নিন। কাঁচালংকা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ঢেকে পাঁচমিনিট রান্না করে নিন। পাঁচমিনিট পর নামিয়ে গরম-গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

জয়পুরে বিস্ফোরণে মৃত ১১

জয়পুর, ২০ ডিসেম্বর : রাজস্থানের জয়পুরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অগ্নিকাণ্ড আর বিস্ফোরণের জেরে ঝলসে মৃত্যু হল অন্তত ১১ জনের। আহতের সংখ্যাও ৫০-এর কম নয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন।

শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে জয়পুরের এক

ট্যাংকারে ধাক্কা ট্রাকের

পেট্রোল পাম্পের কাছে। পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড় করানো ছিল একটি সিএনজি ট্যাংকার। রাসায়নিক বোঝাই একটি ট্রাক এসে সেই তেলের ট্যাংকারে ধাক্কা মারতেই আগুন ধরে যায়। পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি দাঁড় করানো বেশ কয়েকটি রাসায়নিক এবং তেলের ট্যাংকারে আগুন ধরে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। একের পর এক ট্যাংকারে বিস্ফোরণ হয়। সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারপরই জোরালো বিস্ফোরণ। প্রায় ৩০০ মিটার জুড়ে সেই বিস্ফোরণের প্রভাব পড়ে। পরপর প্রায় ৪০টি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। গাড়ির ভিতরেই ঝলসে অনেকের মৃত্যু হয়। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে অনেককে। দুর্ঘটনার একাধিক অস্বস্তিকর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যার থেকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে অসুবিধা হয় না।

দুর্ঘটনার পর বিস্ফোরণের ভয়াবহতা এতটাই বেশি ছিল যে,

দুর্ঘটনার পর আগুন নেভাতে তৎপরতা দমকলবাহিনীর। শুক্রবার জয়পুর-আজমের সড়কের ওপর।

১০ কিলোমিটার দূর থেকে তা শোনা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'পরনের পোশাক খুলে ফেলে প্রাণ বাঁচাতে দেখা যায় বেশ কয়েকজন অগ্নিদগ্ধ মানুষজনকে।' পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি দাঁড় করানো বেশ কয়েকটি রাসায়নিক এবং তেলের ট্যাংকারে আগুন ধরে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। একের পর এক ট্যাংকারে বিস্ফোরণ হয়। ভাকরোতার পুলিশ আধিকারিক মণীশ গুপ্ত জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডের জেরে বেশ কয়েকটি ট্রাক পুড়ে গিয়েছে। আহতের সংখ্যাও অনেক। জয়পুর পুলিশ কমিশনার বিজু জর্জ জোসেফ জানিয়েছেন, 'সংঘর্ষের সময় ট্যাংকারের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গ্যাস লিক হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাছাকাছি থাকা যানবাহনের মানুষজন কোনওভাবেই বেরিয়ে আসার সুযোগ পাননি।' তবে ট্রাকের ধাক্কা কী কারণে, সেটা স্পষ্ট নয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের মাথাপিছু ৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেন। তিনি গভীর শোকপ্রকাশ করে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শোকবার্তা পাঠিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের উদ্দেশে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে ঘটনার খোঁজখবর নেন।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'জয়পুর-আজমের জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।' আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং তাঁদের চিকিৎসায় যাতে কোনওরকম গাফিলতি না হয়, তার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

একনজরে

- রাসায়নিক বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে তেলের ট্যাংকারের ধাক্কা থেকে দুর্ঘটনা
- একাধিক ট্যাংকারে বিস্ফোরণে ৩০০ মিটার আগুন ছড়িয়ে যায়
- পরপর অন্তত ৪০টি গাড়িতে আগুন লাগে
- বিস্ফোরণের আওয়াজ ১০ কিলোমিটার দূর থেকে শোনা গিয়েছে

বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বার্তা

খোরপোশের নামে তোলাবাজি নয়

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন রয়েছে। গার্হস্থ্য হিংসা রোধেও আছে একাধিক কঠোর আইন। বিবাহিত মহিলাদের জন্য রয়েছে আইনি সুরক্ষার ব্যবস্থা। সেইসব আইনকে কাজে লাগিয়েই স্বামীদের চাপে রাখার চেষ্টা করছে স্ত্রীদের একাংশ। বড় অঙ্কের খোরপোশ পেতে অনেক সময় মহিলারা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, নির্যাতনের ভুয়ো অভিযোগ আনছেন। বৃহস্পতিবার এক মামলার শুনানিতে খোরপোশকে কার্যত তোলাবাজিতে পরিণত করার এই প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি বিভি নাগারত্না এবং বিচারপতি পঙ্কজ মেহতার বেঞ্চ জানিয়েছে, হিন্দু ধর্মে বিয়েকে একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিয়ে কোনও ব্যবসা বা লেনদেনের মাধ্যম হতে পারে না। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, মহিলাদের এই বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার যে আইনের কঠোর ধারাগুলি তাঁদের কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়। এগুলিকে স্বামীদের হুমকি বা টাকা আদায়ের অস্ত্রে পরিণত করতে পারেন না মহিলারা। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ফৌজদারি আইনের ধারাগুলি নারী সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কিছু মহিলা এগুলি অনুচিতভাবে ব্যবহার করছেন। যেটা কাম্য নয়।

আদালত আরও জানিয়েছে, বিচ্ছেদের পর প্রাক্তন স্ত্রী তাঁর প্রাক্তন স্বামীর কাছে খোরপোশ পান। সেই অর্থ বিবাহিত অবস্থার জীবনযাপন বজায় রাখার জন্য দেওয়া হয় না। খোরপোশ দেওয়া হয় বিবাহবিচ্ছিন্ন মহিলা যাতে সম্মানজনকভাবে জীবন কাটাতে পারেন তা নিশ্চিত করতে। বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে মামলাকারী স্ত্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর সম্পত্তির অর্ধেক দাবি করছেন। তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, যদি বিবাহবিচ্ছেদের পর প্রাক্তন স্বামী আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখনও কি প্রাক্তন স্ত্রী তাঁর দারিদ্র্যের সমান অংশীদার হবেন?

সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর তথ্যপ্রযুক্তিকর্মী অতুল সুভাষের আত্মহত্যা গোটা দেশে আলোড়ন ফেলেছে। অলোক মিত্তল নামে একজন সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে দাবি করেছেন, বিয়ের ৬ মাস পর থেকে তাঁর স্ত্রী আলাদা থাকেন। এখন স্ত্রী তাঁর কাছে খোরপোশ বাবদ মাসে দেড় লক্ষ টাকা ও এককালীন এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। যদিও তাঁর স্ত্রী নিজেও মাসিক ৮০ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করেন। এই ধরনের ঘটনা পরপর প্রকাশ্যে আসার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে আইনজীবী মহল।

আদালত-পর্যবেক্ষণ

- হিন্দু ধর্মে বিয়েকে পবিত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিয়ে কোনও ব্যবসা বা লেনদেনের মাধ্যম নয়
- খোরপোশ বিবাহিত অবস্থার জীবনযাপনের মান বজায় রাখার জন্য দেওয়া হয় না। খোরপোশ দেওয়া হয় বিবাহবিচ্ছিন্ন মহিলা যাতে সম্মানজনকভাবে জীবন কাটাতে পারেন তা নিশ্চিত করতে
- বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে মামলাকারী স্ত্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর সম্পত্তির অর্ধেক দাবি করছেন। যদি বিবাহবিচ্ছেদের পর প্রাক্তন স্বামী আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখনও কি প্রাক্তন স্ত্রী তাঁর দারিদ্র্যের সমান অংশীদার হবেন?

হাথরসের পর মিরাট

লখনউ, ২০ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের হাথরসের পর এবার মিরাট। প্রদীপ মিশ্র নামে মিরাটের এক কথাবাচকের অনুষ্ঠানে কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী হাজির হয়েছিলেন। শুক্রবার সেই অনুষ্ঠানে আচমকাই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তার জেরে বেশ কয়েকজন পদপিষ্ট হন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন নিরাপত্তাকর্মীরা। আর তার জেরেই ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। মিশ্রের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল কেদারেশ্বর সেবা সমিতি। এই ঘটনাই স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে গত জুলাইয়ে হাথরসের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্টের ঘটনার।

টাকা হাতাতে বিয়ের পিঁড়িতে

মোরাদাবাদ, ২০ ডিসেম্বর : কেউ সম্পর্কে ভাই-বোন, কেউ মামা-ভাগ্নি! অভিযোগ, সেই সম্পর্ক লুকিয়ে বিয়ের জন্য আবেদন করেছেন তাঁরা। উদ্দেশ্য, বিয়ের নামে সরকারি প্রকল্পের টাকা এবং উপহার হাতিয়ে নেওয়া। শেষ পর্যন্ত ধরাও পড়ে গিয়েছেন অভিযুক্তেরা। উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের ঘটনা। দুঃস্থ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বিয়ের জন্য সে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী গণবিবাহ প্রকল্প রয়েছে। সেই প্রকল্পের আওতায় নবদম্পতিকে ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। সঙ্গে কিছু উপহারও পান নবদম্পতি। অভিযোগ, সেই সব হাতাতেই পরিচয় গোপন করে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছিলেন বেশ কয়েকজন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের আবেদন খারিজ করেছে সরকার।

ভাষার দ্বন্দ্বে ভাইরাল পোস্ট

বেঙ্গালুরু, ২০ ডিসেম্বর : 'বেঙ্গালুরুতে থেকে এখনও কন্নড় বলতে পারেন না? চলে আসুন দিল্লিতে। দিল্লি আমার প্রাণ।' সামাজিক মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ নিয়ে গ্রাফিক্সে উল্লেখিত কথাগুলি শেয়ার করেছিলেন কারস২৪-এর সিইও বিক্রম চোপড়া। তাঁর পোস্ট শেয়ার হতে না হতেই ভাইরাল। পোস্টটি দেখেছেন ৪ লক্ষ নেটিজেন। পোস্টটি কেন্দ্র করে এখন নেটিজেন মহল তুলকালাম। বিক্রমের পোস্ট ফের চাগিয়ে তুলেছে হিন্দি-দক্ষিণী আকচাআকচি। একজন লিখেছেন, 'দিল্লি এনসিআর-এর অবশ্যই আকর্ষণ আছে। কিন্তু দিল্লির অপরাধের দিকটাও ভাবতে হবে।' অন্যজনের কথা, 'ভাষা নিয়ে বর্ণবৈষম্যকে তোল্লাই দেবেন না। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' এক ব্যক্তির মন্তব্য, 'আমি মনে করি না, ভারতের মেট্রো শহরগুলি সম্পর্কে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলার কিছু আছে। শহরের মানুষ ও সংস্কৃতির প্রচার করুন।' একটি লেখায় আছে, 'বিক্রম, কেউ বেঙ্গালুরু ছাড়তে চায় না। এখানে কন্নড় শিখতে কেউ বাধ্য করছে না।' নেটিজেনদের বার্তা বুঝিয়ে দিচ্ছে, বিক্রম চোপড়ার পোস্ট মানুষের দৃষ্টি কেড়েছে।

এক দেশ, এক ভোটের বিরোধিতায় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : 'এক দেশ এক ভোট' ব্যবস্থার সর্বাত্মক বিরোধিতার ডাক দিল কংগ্রেস। তাদের সাফ কথা, এই ব্যবস্থা সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী। শুক্রবার কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'এক দেশ এক ভোট সংক্রান্ত বিল যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিলগুলি সম্পর্কে আমাদের মত স্পষ্ট। এই বিলগুলি অগণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী।'

বৃহস্পতিবার আম্বেদকর বিতর্ক এবং সাংসদদের সম্মুখসমর চলাকালীন 'এক দেশ এক ভোট' সংক্রান্ত দুটি বিল নিয়ে আলোচনার জন্য জেপিসি গঠন করা হয়। শুক্রবার সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হওয়ার আগে রাজ্যসভা এবং লোকসভায় বিল দুটি জেপিসিতে পাঠানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জেপিসিতে লোকসভার ২৭ জন এবং রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদ রয়েছেন। শুক্রবার রাজ্যসভায় জেপিসির সদস্যদের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটের মাধ্যমে গৃহীত হয়।

বিজেপি সাংসদ পিপি চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ৩৯ জন সদস্যের কমিটিতে কংগ্রেসের প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপির অনুরাগ ঠাকুরের মতো সাংসদরা রয়েছেন। তবে জেপিসিতে আলোচনার জন্য পাঠানো হলেও কীভাবে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ছাড়া বিলগুলি সংসদে পাশ করানো হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রমেশ। তিনি বলেন, 'বিলগুলি পেশ করার সময় ২৭২ জন সাংসদকে জুটিয়ে উঠতে হিমসিম খেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তাহলে সংবিধান সংশোধনের জন্য তারা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে কোথা থেকে?'

খেলা নিয়ে গোলমাল, মার বিজেপি নেত্রীকে

গাজিয়াবাদ, ২০ ডিসেম্বর : খেলা নিয়ে গোলমালের জেরে এক বিজেপি নেত্রী এবং তাঁর পরিবারের লোকজনকে মারধরের অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে। শুক্রবার সকালে এই ঘটনা ঘটে।

গাজিয়াবাদের লক্ষ্মী কলোনিতে থাকেন বিজেপি নেত্রী ভাবনা বিস্ত। নেত্রীর দাবি, বৃহস্পতিবার সকালে পাড়ারই কয়েকটি ছেলের সঙ্গে তাঁর সন্তান খেলছিল। সেই খেলার মাঝেই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তাঁর সন্তানের ঝামেলা হয়। কিন্তু বিষয়টি পরক্ষণে মিটমাটও হয়ে যায়। দু'পক্ষই পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কিন্তু শুক্রবার সকালে পাড়ারই কয়েকজন বিষয়টি নিয়ে একটি বৈঠক ডাকেন। তারপরই একদল লোক বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে চড়াও হন।

নেত্রীর দাবি, ১০-১২ জন তাঁর বাড়িতে হামলা চালান। তারপর তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের লাঠি এবং রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। এই ঘটনায় বিজেপি নেত্রী আহত হন। তাঁর অভিযোগ, পড়শিদের কয়েকজন তাঁকে চড়ও মেরেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

মৃত বেড়ে ১৪

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর : মুম্বইয়ে এলিফ্যান্টা গুহা দেখতে যাওয়ার পথে সমুদ্রে লঞ্চ ডুবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪। এখনও ৭ বছরের একটি শিশুর খোঁজ মেলেনি। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার দুর্ঘটনার পরেই তল্লাশিতে নেমেছে নৌসেনা, উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং পুলিশ। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১৩টি দেহ উদ্ধার হয়েছিল। শুক্রবার ডুবে যাওয়া লঞ্চের আরও এক যাত্রীর দেহ জলে ভাসতে দেখা যায়।

প্রিয়াংকাকে ১৯৮৪ ব্যাগ

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : প্যালেস্তাইন এবং বাংলাদেশ নিয়ে ঝোলা ব্যাগ কাঁধে 'ছবি তোলা' প্রতিবাদী মুখ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকে এবার নতুন ব্যাগ উপহার দিল বিজেপি। দলীয় সাংসদ অপরাজিতা সারঙ্গী সংসদের শীত অধিবেশনের শেষদিন, শুক্রবার, '১৯৮৪' লেখা রক্তিম ব্যাগ উপহার দেন। প্রিয়াংকার ঠাকুমা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি হত্যাকাণ্ডের দিন ও তার পরবর্তী শিখ গণহত্যার বছরকে কটাক্ষ করে তাঁকে নতুন ব্যাগ দিলেন বিজেপির লোকসভা সদস্য।

আরও পিছোল সুনীতার ফেরা

ওয়াশিংটন, ২০ ডিসেম্বর : মহাকাশে গিয়ে ফেঁসে গিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস। এতদিন জানা ছিল, তাঁরা মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরতে পারেন নতুন বছরের ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) থেকে সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোরের ফিরতে আরও দেরি হবে। ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে মার্চের শেষের দিকে স্পেসএক্স ক্রু-১০ মিশনের মাধ্যমে পৃথিবীতে ফিরবেন তাঁরা।

এ জীবন কেমন জীবন... রোহিঙ্গার দল শ্রীলঙ্কার ত্রিঙ্কোমালি বন্দরে। পালিয়ে এসেছেন আশ্রয় নিতে। শুক্রবার।

জটিলতা বাড়াচ্ছে মায়ানমারের গৃহযুদ্ধ

ইম্ফল, ২০ ডিসেম্বর : নিরাপত্তার কড়াকড়ি, আধাসেনা-পুলিশের নজরদারির সমান্তরালে হিংসা অব্যাহত মণিপুরে। পরিস্থিতি জটিল করেছে মায়ানমারের গৃহযুদ্ধ। কয়েকসপ্তাহ ধরে মণিপুর সংলগ্ন মায়ানমার সীমান্ত সেদেশের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির দখলে রয়েছে। ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতে সক্রিয় বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ঘাঁটি রয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, বিদ্রোহীদের চাপে মায়ানমার সেনা পিছু হটায় সেদেশের সীমান্ত অঞ্চল ভারতীয় জঙ্গিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সুযোগ বুঝে তারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ছে। মণিপুরের হিংসায় মায়ানমার থেকে আসা জঙ্গিদের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে সূত্রটির দাবি।

মণিপুর

মণিপুরে শান্তি ফেরাতে ৬৭ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তাদের সাহায্য করছেন রাজ্য পুলিশের ৩০ হাজার কর্মী। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্যের বাহিনীকে সমস্যায় ফেলেছে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির সক্রিয়তা। জঙ্গিরা মণিপুরে নাশকতা চালিয়ে আবার মায়ানমারে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে রকেট লঞ্চার, মেশিনগান, স্নাইপার এবং অ্যাসল্ট রাইফেল সহ বিদেশে তৈরি এম১৬এস, এম৪এ১এস এবং একে-৪৭-এর মতো অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।

২০১৭-'২০ পর্যন্ত মণিপুরের উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ইউমনাম জয়কুমার সিং। তিনি বলেন, 'আমরা গত ১০ বছর ধরে যে জঙ্গিদের কোণঠাসা করে রেখেছিলাম, তারা আবার প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পেয়েছে। জঙ্গিদের কেউ কেউ মায়ানমার থেকে ফিরে আসছে, অনেকে ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে।'

গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, মায়ানমারের গৃহযুদ্ধে জুন্টা সরকারের হয়ে লড়াই করছে মণিপুরের মেইতেই জঙ্গি সংগঠনগুলির একাংশ। তারা উত্তর মায়ানমারের সাগাইং, কাচিন এবং চিন অঞ্চলে পিপলস ডিফেন্স ফোর্স-কালে (পিডিএফ-কে) এবং কুকি ন্যাশনাল আর্মি-বার্মা (কেএনএ-বি)-র মতো জুন্টাবিরোধী বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই করছে। মণিপুরে মেইতেইদের সঙ্গে কুকি-জো জনগোষ্ঠীর সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর সেই মেইতেই জঙ্গিদের বড় অংশ রাজ্যে ফিরে এসেছে। অন্যদিকে, কুকি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরাও মায়ানমার থেকে মণিপুরে ঢুকে পড়েছে। তাদের সাহায্য করছে মায়ানমারের কাচিন বিদ্রোহীরা।

বাক্স খুলতেই দেহ, সঙ্গে হুমকি চিঠি

অমরাবতী, ২০ ডিসেম্বর : বাড়িতে এসেছিল বড় একটি বাক্স। মহিলা সেই বাক্স খুলতেই দেখেন, তার ভিতরে রয়েছে মৃতদেহ। পুলিশের দাবি, চার থেকে পাঁচদিন আগে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী জেলার ঘটনা। নাগ তুলসী নামে ওই মহিলা ইয়েন্দাগান্দি গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি যে ব্যক্তি তুলসির বাড়িতে ওই বাক্স রেখে গিয়েছেন, খোঁজ চলছে তাঁরও।

তুলসী জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য 'ক্ষত্রিয় সেবা সমিতি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি। প্রথম ধাপে ওই সংগঠনের তরফে তাঁর বাড়িতে কিছু টালি পাঠানো হয়েছিল। এরপরে তিনি আরও কিছু সাহায্যের আর্জি জানান ওই সংগঠনকে। সংগঠনের তরফে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়। পরে তুলসীকে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানানো হয়, তাঁকে ফ্যান, লাইট, সুইচ দিয়ে সাহায্য করা হবে।

বৃহস্পতিবার রাতে তুলসীর বাড়িতে পাঠানো হয় বাক্স। এক ব্যক্তি বাক্স রেখে জানান, তার ভিতরে বৈদ্যুতিক যন্ত্র রয়েছে। এরপরে বাক্স খুলতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তুলসী। বাক্সের ভিতর রয়েছে একটি দেহ, সঙ্গে রয়েছে একটি চিঠি। সেই চিঠিতে হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখা হয়েছে, '১.৩০ কোটি টাকা না দিলে ফল ভুগতে হবে।' তড়িঘড়ি তুলসী খবর দেন থানায়। পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির বয়স ৪৫ বছরের আশপাশে। চার-পাঁচ দিন আগে খুন করা হয়েছে তাঁকে। ওই সংগঠনের প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে।

নাতিকে কাছে পেতে আদালতে অতুলের মা

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : ছেলে নেই, তাই নাতিই এখন তাঁর চোখের মণি। বেঙ্গালুরুর আত্মঘাতী তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী অতুল সুভাষের মা অঞ্জু মোদি তাঁর চার বছরের নাতিকে নিজের কাছে রাখতে চেয়ে এবার দ্বারস্থ হয়েছেন শীর্ষ আদালতের। যদিও শিশুটি এখনও নিখোঁজ। এই পরিস্থিতিতে অতুলের মা একটি 'হেবিয়াস কর্পাস' আবেদন করেছেন আদালতে। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট শিশুটি সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়ে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং কর্ণাটক সরকারকে নোটিশ দিয়েছে।

গত ৯ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরুর ফ্ল্যাটে আত্মঘাতী হন অতুল। মৃত্যুর আগে তিনি ২৪ পাতার একটি সুইসাইড নোট লিখেছিলেন। সেই সঙ্গে রেকর্ড করেছিলেন দেড় ঘণ্টার ভিডিও বার্তা। স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়া এবং তাঁর পরিবারের লোকজনের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ করেন অতুল। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছিল। নিকিতা সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরু পুলিশ আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা রুজু করে। নিকিতা, তাঁর মা নিশা এবং ভাই অনুরাগকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

অতুলের শিশুসন্তানকে নিজের কাছে রাখতে চেয়ে তাঁর মা সুপ্রিম

খোঁজই নেই শিশুর!

কোর্টে দাখিল করা আবেদনে জানিয়েছেন, নাতি কোথায়, তা তিনি জানেন না। তাঁর অভিযোগ, নাতিকে কোথায় রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনও তথ্য তাঁকে বা তাঁর পরিবারের কাউকে জানানো হয়নি। অতুলের ভাই বিকাশ কুমার বলেন, 'আমরা এখনও নাতির কোনও সাম্প্রতিক ছবি দেখতে পাইনি। তার নিরাপত্তা আমাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দ্রুত তার হেপাজত চাই।'

পুলিশকে নিকিতা জানিয়েছেন, ফরিদাবাদের একটি বোর্ডিং স্কুলে রয়েছে তাঁদের সন্তান। সে বর্তমানে নিকিতার কাকা সুশীল সিংহানিয়ার হেপাজতে রয়েছে। কিন্তু সুশীল পুলিশকে পালটা জানিয়েছেন, শিশুটি তাঁর কাছে নেই। কোথায় সে আছে তাও তাঁর জানা নেই। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। আদালত তিন রাজ্যের সরকারকে নোটিশ দিয়ে শিশুটির বর্তমান অবস্থান জানতে চেয়েছে।

অতুলের অভিযোগ ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন নিকিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যেরা। নানা ভাবে তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে। চাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিকিতাদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে অতুলের পরিবার। মামলার পরবর্তী শুনানি ৭ জানুয়ারি নির্ধারিত হয়েছে।

ওমপ্রকাশ চৌতালা প্রয়াত

গুরুগ্রাম, ২০ ডিসেম্বর : হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদলের প্রধান ওমপ্রকাশ চৌতালা প্রয়াত হলেন। শুক্রবার গুরুগ্রামে নিজের বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মেদান্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

ওমপ্রকাশের দুই পুত্র ও তিন কন্যা বর্তমান। স্ত্রী বেঁচে নেই। ২০১৯-এ তিনি মারা গিয়েছেন।

ওমপ্রকাশ চৌতালার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'চৌতালা রাজ্য-রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। দেবীলালের কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।' শোকপ্রকাশ করেছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা ভুপেন্দ্র সিং হুডা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

ওমপ্রকাশ চৌতালা রাজনৈতিক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। প্রয়াত প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী চৌধুরী দেবীলালের পুত্রের জন্ম হরিয়ানার সিরসা জেলার এক ছোট গ্রামে। পাঁচবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী হন। প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে। তখন তিনি জনতা দলে ছিলেন। পরে আইএনডিএল-এ যোগ দেন। প্রথম বিধায়ক হন ১৯৭০ সালে।

সৌদিতে গরমে মৃত ১৩০০ হাজি

রিয়াধ, ২০ ডিসেম্বর : চলতি বছরে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ ও ব্যাপক আর্দ্রতার জেরে হজে গিয়ে ১৩০০-রও বেশি তীর্থযাত্রী মারা গিয়েছেন। ওই সময় তাপমাত্রা ৫১ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছিল। জলবায়ুর পরিবর্তনে পৃথিবী ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। শুষ্ক জলবায়ুর দেশ সৌদি আরব সহ বহু জায়গায় উষ্ণতার সঙ্গে আর্দ্রতার পরিমাণও ভয়ংকর ভাবে বাড়ছে। এবছর হজ চলাকালীন ছ'দিনের মধ্যে ৪৩ ঘণ্টার তাপমাত্রা সহনশীলতার ঊর্ধ্বসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সৌদি সরকার বহু জায়গায় বাতানুকূল আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্যবস্থা সরকারি অনুমতি নিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন শুধু তাঁদের জন্য ছিল। তাপপ্রবাহের কবলে পড়ে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের বেশিরভাগেরই সরকারি অনুমতি ছিল না। ফলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার সুবিধা তাঁরা পাননি।

গণধর্ষণে বিশ বছর জেল

প্যারিস, ২০ ডিসেম্বর : প্রায় তিন মাস ধরে গণধর্ষণের মামলার শুনানি চলার পর রায় বেরোল। বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের অ্যাভিগন আদালত ৭২ বছরের ডমিনিক পেলিকোটকে এই অপরাধে সর্বোচ্চ সাজা, ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। অভিযোগ, প্রোভেন্সের বাসিন্দা ডমিনিক পেলিকোট মাদক খাইয়ে স্ত্রীকে অচেতন করে প্রায় ১০ বছর নিজে ধর্ষণ করার পাশাপাশি ৫০ জনকে দিয়ে ধর্ষণ করিয়েছেন। রায় বেরোনোর পর উচ্ছ্বসিত সাধারণ মহিলারা। তাঁরা নির্যাতিতা স্ত্রী জিসেল পেলিকোটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে জিসেলের। মামলার রায় শোনার পর জিসেল বলেন, 'ধর্ষণের শিকার নারীদের জানাতে চাই, এটা আমাদের নয়, ওদের লজ্জা।' জিসেল এখন ফ্রান্স সহ গোটা বিশ্বে নারীবাদী আইকন। আদালত সূত্রে খবর, জিসেলকে ২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষণের ২০ হাজার ছবি ও ভিডিও তুলেছিল ডমিনিক পেলিকোট। আইনজীবীরা সেই সমস্ত ছবি ও ভিডিও থেকে আরও ৩০ জন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

বনকর্তাকে চড় হাজতে নেতা

জয়পুর, ২০ ডিসেম্বর : বন দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ কর্তাকে সপাটে থাপ্পড় মারার অভিযোগে রাজস্থানের এক বিজেপি নেতাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। সঙ্গে তাঁর এক ঘনিষ্ঠকেও একই সাজা দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের ওই ঘটনায় দু'জনকেই ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত। রাজস্থানের বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক ভবানী সিং রাজাওয়াতের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বন দপ্তরের কর্তা রবিকুমার মীনা। রাজস্থানের বন দপ্তরের ডেপুটি কনজারভেটর ছিলেন তিনি।

গাজায় ইজরায়েলি হানায় নিহত ৭৭

গাজা, ২০ ডিসেম্বর : গাজা অভিযানে রাশ টেনে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে লেবানন ও সিরিয়ায় জোরদার হামলা চালাচ্ছিল ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। তাদের হামলায় অনেকটাই কোণঠাসা লেবাননের হিজবুল্লা গোষ্ঠী। এদিকে প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদ সরকারের পতনের সুযোগে সিরিয়া সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির দখল নিয়েছে ইজরায়েলি ফৌজ। সেই কাজ শেষ করে শুক্রবার থেকে ফের গাজার দিকে নজর দিয়েছে তারা। এদিন গাজার বিভিন্ন এলাকায় দিনভর বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। হামলায় কমপক্ষে ৭৭ জন প্যালেস্তিনীয়ের মৃত্যু হয়েছে। আহত কমপক্ষে ১৭৪ জন। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর। চিকিৎসা পরিষেবা ভেঙে পড়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি।

সাম্প্রতিককালে গাজায় এটাই সবচেয়ে জোরালো ইজরায়েলি অভিযান। বিমান হামলার পাশাপাশি গাজায় নতুন করে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনাও। প্যালেস্তিনীয়দের অপর জনবসতি ওয়েস্টব্যাংকেও ঢুকে পড়েছে তারা। বাহিনীর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গাজায় ফের সক্রিয়তা বাড়ানোর চেষ্টা করছে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাস। জঙ্গিদের কোণঠাসা করতেই সেখানে অভিযান শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে ওয়েস্টব্যাংকেও ঢুকে পড়েছে বেঞ্জামিন

ওয়েস্টব্যাংকে তল্লাশি অভিযানে নেতানিয়াহুর সেনা

নেতানিয়াহুর বাহিনী। মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, এদিন ওয়েস্টব্যাংকের জাবা এবং দেয়ার গাজালা গ্রামে তল্লাশি চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনারা। দুই গ্রামের ৪ বাসিন্দাকে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। যদিও এদিন পর্যন্ত ওয়েস্টব্যাংকে সেনা অভিযান নিয়ে ইজরায়েলের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার সুযোগে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার চেষ্টা করছে ইজরায়েল। এজন্য দ্বিমুখী কৌশল নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। একদিকে তিনি গাজা ও সিরিয়া সীমান্ত সংলগ্ন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির দখল করতে সেনাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যদিকে, হামাস, হিজবুল্লা ও ইরানকে সামরিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করছে ইজরায়েল। যাতে ভবিষ্যতে তারা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে না পারে। আসাদের পতনের পর সিরিয়া সীমান্তেও ইজরায়েলি সেনা ভালো অবস্থায় রয়েছে। বিদ্রোহী জোট রাজধানী দামাস্কাসে নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। উত্তর ও পূর্ব সিরিয়ায় এখনও চলছে গৃহযুদ্ধ। ফলে সিরিয়া-ইজরায়েল সীমান্ত কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। সীমান্ত পেরিয়ে সিরিয়ার বাফার জোনের দখল নিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। গোটা ঘটনায় নীরব পশ্চিমী দেশগুলি।

যজ্ঞবেদিতেই চায়ের আয়োজন। কুম্ভমেলার শিবিরে নাগা সাধুরা। শুক্রবার প্রয়াগরাজে।

হিংসার শিকার ২০০০ হিন্দু

বাংলাদেশ ইস্যুতে দাবি বিদেশমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে পালাবদলের পর থেকে লাগাতার হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা সামনে এসেছে। হিন্দু সহ একাধিক ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জান-মালের ওপর কট্টরপন্থীদের আক্রমণের ঘটনায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ভারতও বিভিন্ন সময় এই ইস্যুতে সরব হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ২২০০টি হিংসার ঘটনা ঘটেছে। যার বেশিরভাগটাই ঘটেছে ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরে। উলটোদিকে ২০২৪ সালেই ভারতের আরও এক প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনা ঘটেছে মাত্র ১১২টি।

এদিন রাজ্যসভায় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং এমনটাই জানিয়েছেন। হিন্দুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য ঢাকা এবং ইসলামাবাদ দুই প্রতিবেশীর সরকারকেই নয়াদিল্লি বার্তা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী। তিনি দুই দেশে হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনার তথ্য তুলে ধরেন। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই ধরনের ঘটনাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বিদেশমন্ত্রক। বাংলাদেশের সরকারের কাছে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। ভারত আশা করে, বাংলাদেশ সরকার সেখানে বসবাসকারী হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সবরকমের পদক্ষেপ করবে।' হিন্দু নিপীড়নের ঘটনায় পাকিস্তানের সঙ্গেও বিদেশমন্ত্রক আলোচনা করছে বলে জানানো হয়েছে।

সাউথ ব্লকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হিংসার ৪৭টি ঘটনা ঘটেছিল। পরের বছর সেটা বেড়ে হয় ৩০২টি। আর এবছর ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেই সংখ্যাটা ২ হাজার ছাপিয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে নয়াদিল্লির। উল্টোদিকে ২০২২ সালে হিন্দুদের ওপর ২৪১টি হিংসার ঘটনা সামনে এসেছিল। পরের বছর সেটা কমে ১০৩ হয়। তবে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ছাড়া ভারতের আর কোনও প্রতিবেশী দেশে হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনা ঘটেনি বলে বিদেশমন্ত্রক দাবি করেছে।

এদিকে শুক্রবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এএফ হাসান আরিফ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন।

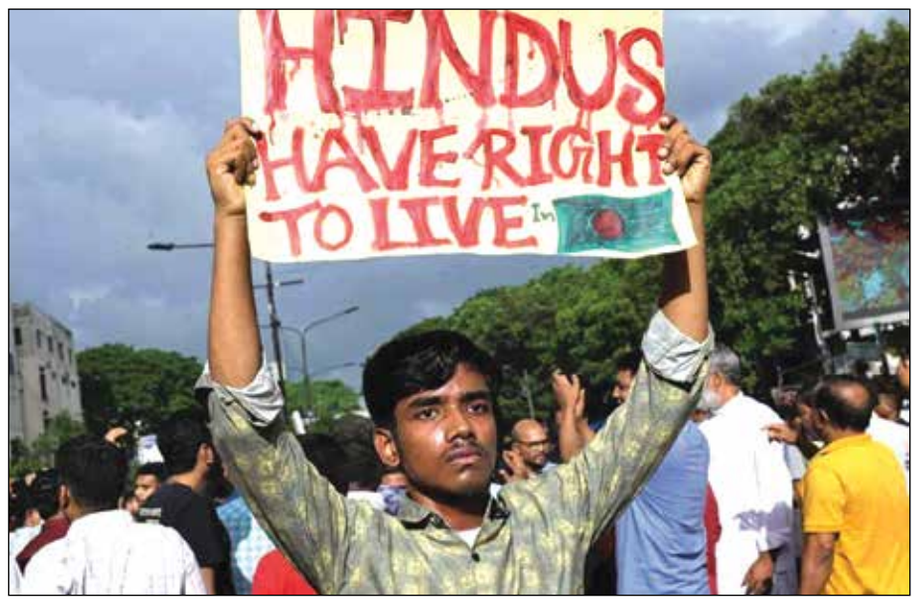

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ। এই ছবি এখন দেখা যাচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশে। - ফাইল চিত্র

রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা পাত্তা দিচ্ছে না কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : প্রথমে এফআইআর। তারপর স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে বিজেপির আক্রমণ আরও ধারালো হল শুক্রবার। যদিও কংগ্রেস ওই এফআইআর, নোটিশকে পাত্তা দিতে নারাজ। গুরুত্ব দিতে চায়নি আরজেডি, শিবসেনা (ইউবিটি) প্রভৃতি ইন্ডিয়া শরিকরাও। সকলেরই যুক্তি এক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা আম্বেদকরকে নিয়ে যা বলেছেন তার বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধি প্রতিবাদ করছিলেন বলে গোটা ঘটনা থেকে নজর ঘোরানোর জন্য ওই এফআইআরটি দায়ের করা হয়েছে।

শুক্রবার অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। কিন্তু অধিবেশনের শেষলগ্নও মকরদ্বারে শাসক-বিরোধীর 'সম্মুখসমর' এবং আম্বেদকরকে অপমান করার অভিযোগ নিয়ে উত্তপ্ত থাকে। বৃহস্পতিবার ধাক্কাধাক্কিতে দুই বিজেপি সাংসদের আহত হওয়ার ঘটনায় রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। অনুরাগ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদল থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন, বালাসোরের সাংসদ প্রতাপ সারেঙ্গি এবং উন্নাওয়ের সাংসদ মুকেশ রাজপুতকে ধাক্কা মেরেছেন রাহুল গান্ধি। তাতে ওই দুই সাংসদ জখম হয়েছেন। বিজেপির এই পদক্ষেপের জবাবে শুক্রবার ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'বিজেপির নেতারা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে কীভাবে মামলা করছে সেটা সারাদেশ দেখছে। ওঁরা নতুন এফআইআর দায়ের করেন আর মিথ্যা কথা বলেন। এতে ওঁদের হতাশার পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে।' কেসি বেণুগোপালের মন্তব্য, 'বাবাসাহেবের উত্তরাধিকারকে রক্ষা করতে গিয়ে মামলার মুখে পড়াকে রাহুল গান্ধি সম্মানজনক হিসেবে দেখছেন। এই এফআইআর নতুন কিছু নয়। বরং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধির কড়া প্রতিবাদের ওপর থেকে নজর ঘোরানোর একটি কৌশলমাত্র। বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আগেই ২৬টি এফআইআর দায়ের হয়েছে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে। নতুন এফআইআর দায়ের হলেও আরএসএস-বিজেপির জাতিবিদ্বেষী মানসিকতার বিরুদ্ধে রাহুল কিংবা কংগ্রেসের লড়াই থামবে না।' কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা যে পৃথক মামলা করেছেন তা নিয়ে দিল্লি পুলিশ কেন সক্রিয়তা দেখাচ্ছে না সেই ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলেছেন বেণুগোপাল। এদিকে শুক্রবার রাহুলের বিরুদ্ধে একটি স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশও আনা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বক্তব্যে কাঁচি চালিয়ে তা শেয়ার করার অভিযোগে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে ওই নোটিশটি আনেন। রাজ্যসভাতেও অনুরূপ একটি নোটিশ আনা হয়েছে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধেও।

যদিও নিজেদের অবস্থানে এখনও অনড় কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি। সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু এদিন বলেছেন, 'সংসদ পৌরুষ জাহিরের জায়গা নয়। পেশিশক্তি একজন ভালো সাংসদের প্রতীক নয়।' তাঁর কথায়, 'রাহুল গান্ধি টি-শার্ট পরে সংসদে এসে একজন বয়স্ক সাংসদকে যদি ধাক্কা মারেন তাহলে সেটা মোটেই পুরুষোচিত নয়।' শীতকালীন অধিবেশন কার্যত ভেস্তে যাওয়ায় সংসদের আগামী বাজেট অধিবেশন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার বার্তা দিয়েছেন রিজিজু। এই ব্যাপারে তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করবেন বলেও জানিয়েছেন। তবে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, 'বিজেপি রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে যে এফআইআর করেছে সেটা বেকার কথা। অমিত শা যেভাবে বাবাসাহেবকে অপমান করেছেন, তা থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।'

> রাহুল গান্ধি টি-শার্ট পরে সংসদে এসে একজন বয়স্ক সাংসদকে যদি ধাক্কা মারেন, তাহলে সেটা মোটেই পুরুষোচিত নয়।
>
> কিরেন রিজিজু

মন্দির-মসজিদ বিতর্ক কাম্য নয় ভাগবত

পুনে ও লখনউ, ২০ ডিসেম্বর : দেশের নানা জায়গায় মন্দির-মসজিদ বিতর্ক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। বৃহস্পতিবার পুনেতে সহজীবন ব্যাখ্যানমালা অনুষ্ঠানে 'ভারত – বিশ্বগুরু' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভাগবত বলেন, 'অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হওয়ার পর কিছু লোক মনে করছেন অন্যান্য জায়গায় এই ধরনের ইস্যুকে সামনে এনে হিন্দুদের নেতা হবেন। এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

রামমন্দির-বাবরি মসজিদ জমি বিতর্কে ইতি টেনেছে সুপ্রিম কোর্ট। অযোধ্যা শান্ত হলেও মন্দির-মসজিদ নিয়ে নতুন করে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে একাধিক জায়গায়। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের সম্ভালে একটি মসজিদে সমীক্ষা চালানোর সময় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। অশান্তির জন্য রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা। মথুরায় শাহি ইদগাহ মসজিদ ও বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংঘপ্রধানের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল।

এদিকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা নিয়ে ফের সরব হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মোগল শাসক ঔরঙ্গজেবের বংশধরদের বর্তমান দুরবস্থাকে 'ইতিহাসের ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার' হিসাবে বর্ণনা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঔরঙ্গজেবের বংশধররা এখন কলকাতায় থাকেন। রিকশা চালিয়ে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন। ঔরঙ্গজেব যদি মন্দির ও ধর্মীয় স্থানগুলি ধ্বংস না করতেন তাহলে তাঁর বংশধরদের এমন দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হত না।

ভারতের লগ্নিতে মার্কিন কর্মসংস্থান

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি টানতে লাল ফিতের ফাঁস আলগা করছে কেন্দ্র। সমান্তরালে বিদেশে লগ্নি বাড়াচ্ছে এদেশের সংস্থাগুলি। গত কয়েকবছরে ভারতীয় বিনিয়োগের বড় অংশ গিয়েছে আমেরিকায়। শুধু ২০২৩ সালেই সেখানে ভারতীয় লগ্নির পরিমাণ ৩.৪ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার ইউএস-ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল (ইউএসআইবিসি)-এ হওয়া এক আলোচনায় এই কথা জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেট্টি।

ভারতীয় সংস্থাগুলির বিনিয়োগ মার্কিনীদের কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলেও স্বীকার করেন তিনি। 'ভারত-মার্কিন সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি ও সমৃদ্ধি' শীর্ষক আলোচনায় রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমেরিকার বিনিয়োগ ভারতীয়দের জন্য চাকরি তৈরি করছে। এটি বর্তমান ভারতের সবচেয়ে ইতিবাচক দিকগুলির একটি। কিন্তু ভারতীয় বিনিয়োগ আমেরিকানদের জন্যও চাকরি তৈরি করছে।' তিনি আরও বলেন, 'এই বছর ভারতীয় প্রতিনিধিদের আমেরিকা সফর অন্যান্য দেশের থেকে বেশি ছিল। আমেরিকায় বাণিজ্য চুক্তি এবং বিনিয়োগের নিরিখেও প্রথমসারিতে ছিল ভারতীয় সংস্থাগুলি। গত বছর আমেরিকায় তারা ৩.৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছিল।'

শুধু সিলিকনভ্যালি নয়, টেক্সাসের লৌহশিল্প, ওহাইওর ইস্পাত কারখানা, উত্তর ক্যারোলিনার ইলেক্ট্রোলাইজার, মিনেসোটার খনিশিল্প, পরিষেবা, নিউ জার্সির বায়োটেক, ক্যালিফোর্নিয়ায় কৃষি ও খাদ্য পণ্য থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অত্যাধুনিক কোয়ান্টাম প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ভারতের বিপুল বিনিয়োগের কথা জানিয়েছেন গারসেট্টি।

মাদ্রাসায় জনগণমন তর্কে বিধায়করা

ভোপাল, ২০ ডিসেম্বর : মাদ্রাসাতেও জাতীয় সংগীত জনগণমন গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। সরকারি টাকায় চলা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরও গাইতে হবে জাতীয় সংগীত। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় বিজেপি বিধায়ক রামেশ্বর শর্মার এই সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শুরু হল বাগযুদ্ধ। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস বিধায়ক আরিফ মাসুদ বিজেপি নেতার কড়া সমালোচনা করে বলেন, এমন আলটপকা মন্তব্যের আগে রামেশ্বর শর্মার উচিত ছিল মাদ্রাসাগুলো ঘুরে দেখা।

আরিফ মাসুদ বলেছেন, বিজেপি বিধায়ক (রামেশ্বর শর্মা) মাদ্রাসা পরিদর্শন করলে অবশ্যই জানতেন, যে মাদ্রাসার শিশুরা ঝরঝর করে জাতীয় সংগীত আবৃত্তি করে। আরিফ দাবি করেছেন, রামেশ্বর কিন্তু তা পারেন না। একটি ভিডিওর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, রামেশ্বর জাতীয় সংগীতের কথাগুলো গড়গড় করে বলতে পারেন না।

আজব দুনিয়া

পুলিশ যখন সুপারহিরো

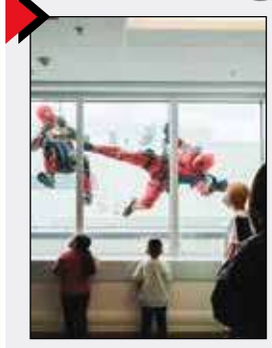

বিপদে-আপদে আমআদমির পরিত্রাতা হয়ে ওঠে পুলিশ। এবার সেই পুলিশকে দেখা গেল সুপারহিরোর পোশাকে। আমেরিকার মন্ট্রিয়ল পুলিশবাহিনীর সদস্যরা সম্প্রতি বিভিন্ন সুপারহিরোর পোশাকে একটি শিশু হাসপাতালে হাজির হয়েছিলেন। স্বপ্নের সুপারহিরোদের বাস্তবে দেখে অসুস্থ শিশুদের হাসি থামে না।

গেটস বড় চাষি

তথ্যপ্রযুক্তির পর এবার কৃষিকাজে মন দিয়েছেন বিল গেটস। আলুচাষের জন্য তিনি ওয়াশিংটনে কিনেছেন ২.৭৫ লক্ষ একর জমি। বর্তমানে তিনিই আমেরিকার সবচেয়ে বড় চাষের জমির মালিক। গেটসের জমির আলু কিনবে ম্যাকডোনাল্ডস।

শতাধিক গৃহহীনের আশ্রয় তামিল দম্পতি

চেন্নাই, ২০ ডিসেম্বর : কেউ নিয়ে খুশি হয়, কেউ দিয়ে। চেন্নাইয়ের তিরুনগরের বাসিন্দা দম্পতি আর জালজা (৬৫) এবং কে জনার্দনন (৭২) এই দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ। তাঁদের জীবনযাপনটা 'তুমি আর আমি আর আমাদের সংসার' ছকে চলুক, চাননি তাঁরা। চেয়েছিলেন একা-একা নয়, অনেককে নিয়ে বাঁচতে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও মনের মতো কিছু করা যাচ্ছিল না স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সরকারি চাকুরে হওয়ায়।

সুযোগটা এল '৯৪ সাল নাগাদ। কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগে টানা দু'দশক চাকরির পর স্বেচ্ছাবসর নিলেন জালজা। গড়ে তুললেন দরিদ্র গৃহহীনদের আশ্রয়। বিএসএনএল-এর উচ্চপদস্থ কর্মী জনার্দননেরও ইচ্ছা ছিল স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার। কিন্তু উপকার করতে গেলেও টাকার ব্যাপার! তাই তক্ষুনি আর চাকরিকে তাঁর আলবিদা জানানো হল না। ২০০০ সালে অবসর নেওয়ার পর তিনিও জালজার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরোদমে লেগে পড়লেন গৃহহীনদের জন্য স্বপ্নের বাড়ি বানাতে।

প্রথমে নিজেদের দোতলা বাড়ির একতলাটা ছেড়ে দিলেন

গৃহহীনদের জন্য। ছোট হলেও তাতে ছিল শোয়ার ঘর, বসার ঘর, রান্নাঘর এবং শৌচাগার। শুরুতে দু'জন দুঃস্থ মানুষকে থাকার পাশাপাশি খাওয়া-পরারও সুযোগ করে দিলেন দম্পতি। আশ্রিতদের রান্না করে খাওয়ানো থেকে শুরু করে তাঁদের পরিচর্যার কাজ করতেন জালজা। বাকি কাজ করার দায়িত্ব ছিল জনার্দননের। ধীরে ধীরে আশ্রিতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় নতুন বাসভবন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির দিকে ঝুঁকলেন দম্পতি। জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে জমি কিনে বাড়ি করলেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র হল তারই একটি তলায়। বর্তমানে দম্পতির আশ্রমে ঠাঁই হয়েছে শতাধিক পরিত্যক্ত বাস্তুহারার।

অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পেলেন? এই প্রশ্নের জবাবে জনার্দনন বললেন, 'আমরা যেখানে থাকতাম, সেই এলাকায় প্রচুর বেকার ও ভবঘুরের বাস। প্রতিদিনই অন্তত জনা দশ-পনেরো ভিখারি কড়া নাড়ত বাড়ির দরজায়। অনেকেই এটাকে 'উৎপাত' বলে মনে করলেও আমাদের মনে হত, আচ্ছা এঁদের জন্য কিছু কি করা যায় না? এই বাস্তব পরিস্থিতিই আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল বৃদ্ধাশ্রম শুরু করার।'

জনার্দনন বললেন, 'গোড়ায় দু'জনকে দিয়ে চালু হয় আশ্রমের। তারপর খবর ছড়িয়ে পড়তেই আরও আট-দশজন জুটে যায়। তবে হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষ কড়াকড়ি রয়েছে। প্রকৃত দুঃস্থকেই আমরা কেবল আশ্রয় দিই। আর নিজেদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে কখনও কিছু করি না। নতুন আবাসিককে জায়গা দেওয়ার আগে দেখে নিই তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় বিছানা, আলমারি, আসবাব অন্যান্য জিনিসপত্রের সংস্থান করতে পারব কি না।'

২০১৬ সালে তামিল দম্পতির তৈরি আশ্রমের যাবতীয় সম্পত্তি দান করা হয় 'ঐশ্বর্যম ট্রাস্ট'কে। জালজা-জনার্দননের সেবামূলক কাজে উৎসাহিত হয়ে শিক্ষক, চিকিৎসক থেকে শুরু করে অনেকেই এগিয়ে আসেন স্বেচ্ছাসেবা দিতে। এছাড়া আর্থিক অনুদান দিয়েও সাহায্য করেছেন অনেকে। তাঁদের দানের টাকায় ২০১৭ সালে 'নেত্রবতী পেইন, প্যালিয়েটিভ কেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই সেন্টারে ৫০টি বিছানা রয়েছে এবং বিনামূল্যে ক্যানসার, স্ট্রোক ও বৃদ্ধ রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

ডিসেম্বর মাসের বিষয় : এল যে শীতের বেলা

শীতের সকাল

প্রথম : শোভন রায়
(খাদিমপুর, বালুরঘাট) নিকন জেড৬

জীবিকার জন্য

দ্বিতীয় : ইন্দ্রজিৎ সরকার
(বোড়ডাঙ্গি, গঙ্গারামপুর) রিয়েলমি ৯

জীবন যেমন

তৃতীয় : গৌরব বিশ্বাস
(শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি) সোনি এ৬৩০০

রোজকার সঙ্গী

চতুর্থ : দীপক অধিকারী
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) নিকন জেড৩০

কুয়াশায় মোড়া

পঞ্চম : জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
(আমবাড়ি ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ৭৭ডি

সবুজ সুন্দর

ষষ্ঠ : আনসাদ চৌধুরী
(ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর) ওয়ানপ্লাস নর্ড সিই লাইট ৫জি

ভাপার টানে

সপ্তম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

চিত্র বিচিত্র

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

রোহিত দে, দীপাঞ্জয় ঘোষ, অরিন্দম বিশ্বাস, প্রতীক গড়াই, বর্ষা রায়, কৃষ্ণ দাস, জয়াশিস বণিক, সৌরভ দত্ত, শুচিস্মিতা দাস, শুভ্রজ্যোতি চক্রবর্তী, অমিতাভ সাহা, শুভম ঘোষ, প্রয়াগ ভৌমিক, অভীক রায়, অভিরূপ ভট্টাচার্য, সৌম্যজিৎ সরকার ও দেবজিৎ রায়।

৩৮৮টি জল চুরির হদিস

উত্তরবঙ্গে ৪৭ কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : 'জলস্বপ্ন' প্রকল্পে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু পাইপলাইন ফুটো করে জল চুরির ঘটনা যে ক্রমেই বাড়ছে, তা আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সেই রিপোর্টও মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে জমা পড়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের আট জেলায় ৩৮৮টি জলচুরির ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ৪৭ জন কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে ২৯ জন ইঞ্জিনিয়ারকে।

দপ্তরের কর্তারা জানতে পেরেছেন, পাইপলাইন ফুটো করে জল বাড়ির বদলে আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, গ্যারাজ, লন্ড্রি প্রভৃতি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জল পরিশোধন করে তা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সরকার এই প্রকল্প নিয়েছে। কিন্তু এইসব বাণিজ্যিক কাজে এই জল

২৯ ইঞ্জিনিয়ারকে শোকজ

ব্যবহার হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণে ওই কারখানাগুলির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা আমরা নিয়েছি, তা আশা করছি পূরণ হয়ে যাবে। যেখানে জলচুরির ঘটনা ঘটেছে, সেইসব জায়গায় কড়া পদক্ষেপ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো কোনওভাবেই এই অসামাজিক কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।'

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহ চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। সেই কারণে প্রতি সোমবার বিকালে নবান্নে দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকও করছেন। জল চুরি রুখতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জেলা স্তরের কিছু অফিসারের গাফিলতির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তা গত সোমবার নবান্নের বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কেন এলাকা পরিদর্শন না করে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অফিসাররা মনে করছেন, শুধুমাত্র দপ্তরের কর্মীরা নন, এই কাজে যুক্ত ঠিকাদারদের একাংশও এই অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সেই কারণেই এই সমস্ত বাণিজ্যিক সংস্থা পাইপলাইন ফুটো করে জল নিতে পেরেছে। সেইমতো অভিযুক্ত ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। কিন্তু দপ্তরের অফিসারদের একাংশের মতে, পাইপলাইন ফুটো করে কানেক্টার লাগিয়ে জল নেওয়া সাধারণ কারও পক্ষে অসম্ভব। এই কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মদত ছাড়া তা সম্ভব হয়নি। ফলে এই ঘটনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের একাংশ যে যুক্ত, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সমরেশ স্মারক বক্তৃতা

নবকুমারের মুখে বাবার জীবনবোধ

এনবিইউতে নবকুমার বসু।

আবদুল্লা রহমান

বাগডোগরা, ২০ ডিসেম্বর : বাস্তব জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং অন্তর ও বাইরের জগৎকে এক করে মানবজীবনের পূর্ণ স্বরূপকে খোঁজাই সমরেশ বসুর সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। এই ভাষায় বাবার সৃষ্টির বিশ্লেষণ করলেন সমরেশ-পুত্র নবকুমার বসু। যিনি সাহিত্যজগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর কথায়, মধ্যবিত্তের আশ্রয়হীনতা, প্রতিপত্তিবিহীন সাধারণ মানুষের লড়াই, বাঁচার অধিকার ইত্যাদি ছিল সমরেশের সাহিত্যের বিষয়।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ শুক্রবার সমরেশ বসু স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছিল। বিভাগীয় প্রধান ডঃ মঞ্জুলা বেরার বিশেষ আমন্ত্রণে সেই বক্তৃতায় আসেন সমরেশ-পুত্র নবকুমার বসু। যেখানে ভাষণে বাবার 'নিজেকে জানার জন্য' প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে নবকুমার মনে করিয়ে দেন, 'সাহিত্যের যা কিছু দায়, সে তো জীবনের কাছে। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়- এই সত্যের জন্য সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না।'

তাঁর কথায়, 'সাহিত্য মানুষের অপ্রকাশিত ও পুঞ্জীভূত ভাবনাকে বিকশিত করে। মানব জীবনের আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা ইত্যাদি সবই সাহিত্যের উপজীব্য। সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনের সূচনা এই জীবনবোধেরই দান। তাঁর কথাসাহিত্যে যে দিগন্ত বারে বারে উন্মোচিত, তা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার, চেতনার, উপলব্ধির স্বকীয় বার্তা বহন করে। তিনি লেখেন জীবনকে জানার জন্য।'

বাবার এই বোধ তাঁর ঠাকুমা শৈবালিনীর কথা থেকে সঞ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেন নবকুমার। যিনি ভাষণে জানান, সমরেশের মা শৈবালিনী গুছিয়ে ব্রতকথা ও গল্প শোনাতে পারতেন। ফের সমরেশের 'নিজেকে জানার জন্য' প্রবন্ধের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'শৈশবে মায়ের কাছে শোনা সেই সব গল্পই বাবার সৃষ্টির মূল প্রেরণা।'

সমরেশ-পুত্র উদাহরণ দিয়ে বোঝান, অনেক চড়াই উতরাই ভেঙে তাঁর বাবাকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সারিতে উত্তরিত করতে হয়েছিল। যাঁর লেখক হিসেবে দ্বিতীয় সত্তা কালকূট ছদ্মনামে। যে পর্বে তাঁর অনেক কালজয়ী রচনার সৃষ্টি। নানা বিরোধ-সংঘাত সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সেই সাম্যবাদী চেতনা ও অন্যদিকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা তাঁর জীবনবোধকে আলোড়িত করেছিল।

তাঁর সাহিত্য স্রোতে তাই মানুষের অভিযাত্রার ইতিহাস বলে উল্লেখ করেন নবকুমার। স্মারক বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক উর্বী মুখোপাধ্যায়, হাসনারা খাতুন, প্লাবন সিংহ, শর্মিষ্ঠা পাল, আশিস রায় প্রমুখ। সভামুখ্য ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়।

ভয়ে বুকিং বাতিলের হিড়িক বক্সায়

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : সামনেই ইংরেজি নতুন বছর ও বড়দিন। বছরের এই দুই মেগা ইভেন্টেই পর্যটক হারাচ্ছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ। উত্তরবঙ্গজুড়ে যেখানে পর্যটকের ভিড় সামাল দিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন ব্যবসায়ীরা সেখানে বক্সায় যেন শ্মশানের নীরবতা। এদিকে, গ্রিন ট্রাইবিউনালের রায় বহাল থাকায় বক্সায় পর্যটকদের রাত্রিযাপন বন্ধের খবরে পর্যটকদের বুকিং বাতিলের হিড়িক পড়েছে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের রিসর্ট, হোমস্টে বন্ধের উপর হাইকোর্টের স্টে অর্ডার উঠে যেতেই ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের আগের রায় কার্যকর হওয়ায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে গোটা বক্সা টাইগার রিজার্ভের পর্যটন ব্যবসায়ী মহল।

আপাতত আগামী ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমস্ত বুকিং বাতিল থাকলেও অনিশ্চয়তা কাটছে না পর্যটন ব্যবসায়ী মহলের। আপাতত ২৩ ডিসেম্বরে হাইকোর্টের শুনানির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের। এই টাইগার রিজার্ভে সব মিলিয়ে ১৫০টির মতো হোটেল, রিসর্ট এবং হোমস্টে রয়েছে। পর্যটন ব্যবসায় যুক্ত রয়েছেন ১০ হাজারের বেশি মানুষ।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি ডঃ হরিকৃষ্ণন পিজের কথায়, 'আমরা আদালতের নিয়ম মেনেই এগোচ্ছি। সেই মোতাবেক সমস্ত হোটেল, রিসর্ট, হোমস্টে মালিকদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই নোটিশ মানতে নারাজ বক্সার বিভিন্ন পর্যটন সংস্থা। ব্যবসায়ীদের একাংশ দাবি করছে, রাত্রিযাপন একেবারে বন্ধ রাখতে হবে। বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ গাজোয়ারি করে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে খেলা শুরু করেছে। তবে আমরা আপাতত ২৩ তারিখের দিকে তাকিয়ে আছি।'

শুক্রবার বক্সা, জয়ন্তীতে বেড়াতে এসে পর্যটকদের নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তার

বক্সার গহনে। - ফাইল চিত্র

তাঁদের যে নোটিশ ধরানো হয়েছে তা কোর্টের অবৈধ ঘোষণা।

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সীর অভিযোগ, 'হাইকোর্টে গ্রিন ট্রাইবিউনালের রায়ের শুনানি চলাকালীন হাইকোর্ট এমন কোনও লিখিত নির্দেশ দেয়নি যে, বক্সায় রিসর্ট বা হোমস্টেগুলিতে ওপরে রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ হওয়ার জেরে ২৩ ডিসেম্বরের পরেও নতুন করে বক্সার কোনও এলাকাতেই হোমস্টে বা রিসর্টে বুকিং করার সাহস পাচ্ছেন না পর্যটকরা। পরিবর্তে তাঁরা বেছে নিচ্ছেন লাটাগুড়ি, গরুমারা, ঝালং, বিন্দু, জলদাপাড়া, চিলাপাতার মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলো।

জেএনইউ-এ আলোচনাচক্রে ফালাকাটার অধ্যাপক

ফালাকাটা, ২০ ডিসেম্বর : রাজ্যের শ্রমিকদের একটা বড় অংশ যেমন ভিনরাজ্যে কাজ করেন তেমনই তাঁদের একাংশ আবার উপসাগরীয় দেশগুলি মূলত সৌদি আরব, কাতার, কুয়েতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। তাঁরা কীভাবে আরব দুনিয়ায় পৌঁছে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে অংশ নিলেন ফালাকাটা কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক শান্তনু রায়। আয়োজক ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ পপুলেশন (আইএএসপি)। কোচবিহার বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের অধ্যাপক ডঃ সেলিম রেজার সহযোগিতায় শান্তনু রায় আলোচনায় অংশ নেন। শুক্রবারই তিনি পলাশবাড়ির বাড়িতে ফেরেন।

ফালাকাটা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'এমন ক্ষেত্রে অধ্যাপকদের সব সময় উৎসাহিত করা হয়। এতে পড়ুয়ারা উপকৃত হয়, কলেজেরও সুনাম বাড়ে।' পলাশবাড়ির বাসিন্দা শান্তনু রায় রাজ্য সরকার পোষিত ফালাকাটা কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার বিষয় 'প্যাটার্নস অ্যান্ড পথওয়েস অফ লো স্কিলড লেবার মাইগ্রেশন ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল টু দ্য গল্ফ কান্ট্রিস : অ্যানালাইসিং রিক্রুটমেন্ট চ্যানেলস অ্যান্ড সোর্সেস অফ মাইগ্রেশন কস্টস।' গত ১২ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ওই আলোচনাচক্র হয়।

অভিনব উদ্যোগ

জটেশ্বর, ২০ ডিসেম্বর : সরকারি স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিল ফালাকাটা উত্তর মণ্ডলের হেমন্তময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার অভিভাবক ও পড়ুয়াদের নিয়ে চার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। পদযাত্রায় সরকারি স্কুলে ছাত্র ভর্তি নিয়ে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড হাতে দেখা যায় পড়ুয়াদের। স্কুলের শিক্ষিকা দীপালি সরকার ভৌমিক বলেন, 'সরকারি স্কুলে যাতে অভিভাবকরা ছোটদের ভর্তি করান সে কারণেই আমাদের এই উদ্যোগ।' উপস্থিত ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) পিউ দে, স্কুলের গ্রাম শিক্ষা কমিটির সভাপতি অমূল্য বর্মন প্রমুখ।

টাকা উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : শোভাগঞ্জ এলাকা থেকে ৭ ডিসেম্বর বিয়ের গয়না চুরির অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্তে নামে আলিপুরদুয়ার পুলিশ। ঘটনার দু'একদিনের মধ্যেই চোরের সন্ধান পায় পুলিশ। কিন্তু সেসময় তার কাছ থেকে কোনও নগদ টাকা কিংবা সোনার গয়না বাজেয়াপ্ত করা যায়নি। ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে টাকার সন্ধান পায় পুলিশ। শুক্রবার খোয়া যাওয়া টাকার কিছু অংশ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ছোট নাটক

বারবিশা, ২০ ডিসেম্বর : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগিতায় মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে পাঁচদিনব্যাপী বিনোদিনী নাট্যোৎসব শুরু হয়েছে। উৎসবের তৃতীয় দিন শুক্রবার সন্ধ্যায় দীনবন্ধু মঞ্চে 'আইডেন্টিটি' নাটক মঞ্চস্থ করে বারবিশা অন্তরীক্ষ নাট্য অ্যাকাডেমি। নাট্য পরিচালক বরুণ দেব বলেন, 'লিঙ্গভিত্তিক পেশা নির্বাচনে সামাজিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বাড়াতেই ছোট নাটক লিখেছি।'

আদিবাসীদের সমস্যা শুনতে ৪ মন্ত্রীর টিম

শুভজিৎ দত্ত ও সুশান্ত ঘোষ

নাগরাকাটা ও মালবাজার, ২০ ডিসেম্বর : আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে গিয়ে বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতিদের সমস্যা শোনার কাজ শুরু করল রাজ্যের চার আদিবাসী মন্ত্রীর টিম। শুক্রবার তারা কাজটি শুরু করে নাগরাকাটার ভগৎপুর চা বাগান থেকে।

এই টিমে রয়েছেন আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু ও খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। এদিন ভগৎপুর বাগানে তাঁরা রীতিমতো শিবির করে ওরাওঁ, মুন্ডা, নায়েক, সাঁওতাল, অসুর, বড়াইক, মাহালি, সবর, গঞ্জু, লোহরা সম্প্রদায়দের মতো আরও কিছু আদিবাসী সামাজিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের থেকে তাঁদের দাবিদাওয়া ও অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন। সেসব নোটও করে নিতে দেখা যায় মন্ত্রীদের। বিকেলে যান মালবাজারের মিনগ্লাস চা বাগানে।

উপনির্বাচনে আদিবাসীবহুল মাদারিহাটের আসনটি বিজেপির থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে চা বলয়ে শাসকদলের লক্ষ্য যে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোট এমনটাই মনে করেছে রাজনৈতিক মহল। মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসেছি। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং সহ দক্ষিণবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতেও ধাপে ধাপে যাব। যেসব দাবিদাওয়ার কথা উঠে আসছে তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট আকারে পেশ করা হবে।'

ভগৎপুর চা বাগানের জমায়েত থেকে এদিন উপস্থিত সবকটি আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিদেরই তাঁদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বাবলু মাঝি ডুয়ার্স-তরাইয়ের জন্য আলাদা আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ডের দাবির কথা জানান। মুন্ডা সমাজের প্রতিনিধি মনোজ মুন্ডার বক্তব্য, বর্তমানে গোটা রাজ্যের জন্য যে আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ড রয়েছে সেখানে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে উত্তরবঙ্গের কাউকে মনোনীত করা হোক।

আদিবাসী জনজাতিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মন্ত্রীরা। শুক্রবার ভগৎপুরে।

নায়েক সমাজকল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অজিত নায়েক জানান, আদিবাসীদের মধ্যে লোহারা, ঘাসি, মাহালি ও নায়েকরা একই জনগোষ্ঠীর। যদিও অন্য ৩টি গোষ্ঠী তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি পেলেও নায়েকরা আজও তপশিলি জাতি হয়েই থেকে গিয়েছে। এর ফলে যে ধরনের সংরক্ষণের আওতায় আসার কথা তা থেকে আমরা বঞ্চিতই থেকে গিয়েছি। এর ফলে নতুন প্রজন্মের ক্ষতি হচ্ছে। সাঁওতাল সমাজের পক্ষে রবি হাঁসদা ডুয়ার্সে বীর আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী সিধো-কানহোর মূর্তি স্থাপনের দাবি জানান।

আদিবাসী সবক'টি জনগোষ্ঠীই রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাংলা, ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দিতেও করার জোর সওয়াল করেন। এর সপক্ষে তাঁদের যুক্তি, চা বাগানের আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেয়েরা হিন্দিমাধ্যমে পড়াশোনা করে। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, পুলিশ, খাদ্য দপ্তর সহ অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজিতে প্রশ্নপত্র থাকায় কেউ বুঝতে না পেরে কার্যত সাদা খাতা জমা দিয়ে চলে আসে। জনগণনায় আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্ম সারনার আলাদা কোড চালুর জোরালো দাবির কথাও উঠে আসে এদিন। এ ব্যাপারে সারনা ধর্মাবলম্বীদের সংগঠনের পক্ষে ভগবানদাস মুন্ডা বলেন, 'এটা অত্যন্ত জরুরি। এক সময়ে কিন্তু সারনার আলাদা ধর্ম কোড ছিল।'

যদিও বুলু জানিয়েছেন, সারি ও সারনা দুই ধর্মেরই আলাদা কোড চালু নিয়ে বিধানসভায় বিল পাশ করে তা কেন্দ্রের কাছে এক বছর আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লি থেকে বিষয়টি নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য দেখা যাচ্ছে না।

অন্যদিকে, ডুয়ার্সে মানুষ-বন্যপ্রাণীর সংঘাত নিয়ে বনমন্ত্রী বলেন, 'বনকর্মীরা এই সংঘাত কমাতে ২৪ ঘণ্টা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদেরও বিষয়টি নিয়ে এলাকায় সচেতন করার আবেদন জানানো হচ্ছে। দেখা গিয়েছে এই সব এলাকায় বুনোদের হামলায় যতগুলি মৃত্যু হয়েছে তার ৮০ শতাংশই মদ্যপ থাকার কারণে। এই বিষয়টি নিয়েও সবার সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।'

এদিন নাগরাকাটার কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ চা শ্রমিক নেতা সঞ্জয় কুজুর। মীনগ্লাস চা বাগানে গিয়ে আদিবাসী উন্নয়নে রাজ্য সরকারের কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন মন্ত্রীরা। বিজেপিকে বিঁধে বক্তব্য রাখেন তাঁরা।

ফের বন্ধ লাচেন, ধসে ক্ষতি রাস্তার

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : বড়দিনের আগে বড় ধাক্কা সিকিম পর্যটনে। ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল উত্তর সিকিমের লাচেন। শুক্রবার সকালে চুংথাং-লাচেন রুটে রংমা রেঞ্জ এলাকায় ধস নামায় বন্ধ হয়ে যায় গাড়ি চলাচল। আটকে পড়েন বহু পর্যটক। তবে রাস্তাটি কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচলের উপযুক্ত করে এদিন সন্ধ্যায় তাঁদের গ্যাংটকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে দাবি সিকিম পর্যটন দপ্তরের। পুরোপুরি হাল ফেরাতে অন্তত তিন সপ্তাহ লাগবে, জানা গেল প্রশাসনিক সূত্রে। অর্থাৎ ততদিন পর্যটকদের আনাগোনা বন্ধ থাকবে। ঝুঁকি এড়াতে রাস্তাটি যান চলাচলের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পারমিট দেওয়া হবে না বলে এদিন রাতে জানিয়েছে মংগন জেলা প্রশাসন।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ১০ ডিসেম্বর পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল লাচেনের দরজা। তুষারপাত শুরু হতেই পর্যটকদের ঢল নামে উত্তর সিকিমে। দিন-দিন ভিড় এতটাই বাড়ছিল যে, লাচুং ও লাচেনে হোটেলে জায়গা দেওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় এক বছর পর হাসি ফেরে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মুখে। কিন্তু আবার ছন্দপতন। এদিন সকালে রংমা রেঞ্জ এলাকায় বিপত্তি ঘটে। ধস নেমে বন্ধ হয়ে যায় চুংথাং-লাচেনের মধ্যে যান চলাচল। যাঁদের এদিন গ্যাংটকে ফেরার কথা ছিল, ধসের আগে যাঁরা লাচেন গিয়েছিলেন ও পরে ফেরার পরিকল্পনা করেছিলেন, প্রত্যেকে আটকে পড়েন। রাস্তা বন্ধ হওয়ার খবর শুনতেই আতঙ্ক ছড়ায় পর্যটকদের মধ্যে। যদিও রাস্তাটির কোনওরকম মেরামতি সেরে সন্ধে নাগাদ তাঁদের ফেরানোর ব্যবস্থা করে প্রশাসন। দুশোর কাছাকাছি পর্যটককে বের করে আনা হয়েছে বলে পর্যটন দপ্তর সূত্রে খবর।

এই ঘটনার জেরে পর্যটকদের মতো হতাশার সুর পর্যটন ব্যবসায়ীদের গলায়। এর মূল কারণ, রাস্তা সারাইয়ের ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহ সময় লাগা এবং পারমিট দেওয়া বন্ধের সিদ্ধান্ত। যাঁদের ইতিমধ্যে পারমিট ইস্যু করা হয়েছে, তাঁরাও রাস্তা বন্ধ থাকার কারণে যেতে পারছেন না।

দুই জোড়া কুম্ভ স্পেশাল

কোচবিহার, ২০ ডিসেম্বর : কুম্ভের জন্য পুণ্যার্থীদের সুবিধায় কামাখ্যা ও নাহরলগুন স্টেশন থেকে টুন্ডলা স্টেশনের মধ্যে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, কুম্ভ যাত্রীদের সুবিধায় এই স্পেশাল ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৫৬১১ (কামাখ্যা-টুন্ডলা) ট্রেনটি ৯ ও ২৫ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৫টায় কামাখ্যা থেকে রওনা হয়ে পরের দিন সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে টুন্ডলা পৌঁছাবে।

তোপ তৃণমূলের

প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসকে এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করলেও অধ্যক্ষের চা চক্র অবশ্য ঐক্যবদ্ধভাবে বয়কট করে 'ইন্ডিয়া'র শরিকরা। যে চা চক্রে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিরোধীদের অভিযোগ, সংসদে তাদের মতপ্রকাশের সুযোগ না দেওয়া ও অধ্যক্ষের পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদে অধিবেশন শেষে চা চক্রের আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিল না বিরোধীরা। এতে অবশ্য কংগ্রেস এবং তৃণমূলের একই অবস্থান ছিল।

তবে অধিবেশন ভেস্তে যাওয়া প্রসঙ্গে সুদীপ বলেন, 'এক দেশ, এক নির্বাচন বিলটি লোকসভায় উপস্থাপন করা ছাড়া বিজেপি যেমন কিছু করেনি, কংগ্রেস তেমনই শুধু প্রিয়াংকা গান্ধিকে উপস্থাপন করেছে। অধিবেশন না চলার ব্যর্থতার দায় যেমন সরকারপক্ষ ও প্রধান বিরোধী দল এড়িয়ে যেতে পারে না। এরকম অধিবেশন ভাবা যায় না।' সুদীপের অভিযোগ, 'বিরোধী দলনেতা বা বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস ঠিকঠাক কক্ষ সমন্বয় করতে পারছে না। এ কথা আমি রাহুলকে সরাসরি জানিয়েছি। 'ইন্ডিয়া' জোটের কোনও বৈঠকের কথা সমাজবাদী পার্টি বা তৃণমূলকে সময়ে জানানো হয়নি।'

এমনকি 'ইন্ডিয়া' জোটের মিছিল সম্পর্কেও আগাম কোনও তথ্য বা আমন্ত্রণ তৃণমূল না পাওয়ায় অংশ নিতে পারেনি বলে সুদীপ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শুক্রবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা সংসদের গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় প্রতিবাদে বিরোধী সাংসদরা 'জয় ভীম' স্লোগান দিতে থাকেন।

চিকেন নেক নিয়ে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু নেপাল ও ভুটানের ১,৪৫০ কিলোমিটার সীমান্ত নিয়ে ভারতের গৃহমন্ত্রীর কোনও চিন্তা নেই।' পরবর্তীতে তাঁর সংযোজন, 'নেপাল অউর ভুটান কি সাথ বিশ্বাস ভি হ্যায়, বিরাসাত ভি হ্যায়, মিত্রতা ভি হ্যায়।'

এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসলে বোঝাতে চেয়েছেন প্রতিবেশী এই দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের উচ্চপর্যায়ের সমন্বয়ের কথা। যা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে নেই। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে 'চুন চুন কর কানুনকে হাওয়ালে করনে কি সংকল্প লেনা হ্যায়' মন্তব্য, বর্তমান প্রেক্ষিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এসএসবির বিভিন্ন প্রশংসাযোগ্য কাজের কথাও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, 'এসএসবির জন্য বিহার এবং ঝাড়খণ্ড এখন মাওবাদীমুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের চোরাচালান, মাদক কারবার, মানব পাচারের মতো ঘটনা কমেছে।' গত এক বছরে কোন কোন ক্ষেত্রে সাফল্য মিলেছে, সেই পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন তিনি। এদিন একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও সূচনা করেন। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এসএসবির প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানের পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পর্যালোচনা বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন গোয়েন্দা প্রধানের পাশাপাশি এসএসবির মহানির্দেশক অমৃতমোহন প্রসাদ সহ বিভিন্ন বাহিনীর শীর্ষকর্তারা। এই বৈঠকেই সীমান্তবর্তী এলাকার পরিস্থিতি, নজরদারি সহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার পরামর্শ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এমন বৈঠক তিনি নর্থ ব্লকেই করতে পারতেন। কিন্তু বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় বৈঠকটি করে মুহাম্মদ ইউনূসের তদারকি সরকারকে বার্তা দিতে চেয়েছে ভারত।

রমরমা ডাম্পারের

প্রথম পাতার পর

ভোর সাড়ে ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত জেলার বুকে চলে ডাম্পারের তাণ্ডব। অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে কোনও নজরদারি না থাকায় অবাধেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ওই নেতা ও তাঁর অনুগামীদের ওভারলোডেড ডাম্পারের রাজ।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'তৃণমূলের এক রাঘববোয়াল নেতার অনুগামীরা ওই ওভারলোডেড ডাম্পার দিয়ে বালি পাচার করছে। পুলিশ প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করছে।'

আলিপুরদুয়ার বালি-পাথর ট্রাক উন্নয়ন সমিতির সভাপতি পদে রয়েছেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিবাকর পাল। তবে দিবাকর এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংগঠনের এক সদস্য বলেন, 'আমরা মহাসড়কে বালি ফেলার কাজে ঘেঁষতেই পারি না। ওই কাজের ঠিকাদারের টিকির নাগালও আমরা পাই না। ওই রাস্তার কাজে গোটা নিয়ন্ত্রণ ওই নেতার হাতে।' বালি ফেলার কাজে ব্যবহার হওয়া ১৪ চাকার ডাম্পারে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ১৪ সিএফটি বালিবোঝাই হয়। প্রতি সিএফটি বালির দাম পড়ে অন্তত ৩০-৩১ টাকা। প্রতি ডাম্পারে ৪৩ থেকে ৪৪ হাজার টাকার বালি বহন করা যায়। অন্যদিকে, ১৬ চাকার ক্ষেত্রেও একই হিসেব রয়েছে। অভিযোগ, ১৪ চাকার লড়িতে অন্তত পক্ষে ১০০-১৫০ সিএফটি বেশি বালি ওভারলোড থাকে। আর এই ওভারলোড বালিকে কেন্দ্র করেই ওই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

বংশীকে সমন রেলের

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : ১১ ডিসেম্বর জোড়াইয়ে রেল অবরোধের জেরে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি বংশীবদন বর্মনকে সমন পাঠাল রেল। রেল অবরোধের জেরে সেদিন রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়। যাত্রী হয়রানি ছাড়াও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় রেলকে। তারপরেই সমন পাঠানো হয়েছিল। সমন পাওয়ার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন বংশীও।

রহস্য গাঢ়

প্রথম পাতার পর

গৃহশিক্ষকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। শিক্ষক রাজি হতেই খুনের পরিকল্পনা সারা হয়। তদন্তকারীদের ধারণা, কৌশল্যাকে খুন করতে এর আগেও বহু চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে তা সফল হয়নি। এবার অন্যরকমভাবে ছক কষা হয়েছিল। সেদিনের ঘটনার আগে এলাকায় রেইকি পর্যন্ত করা হয়। খুনের জন্য ওই শিক্ষককে যে আগ্নেয়াস্ত্রটি দেওয়া হয়েছিল সেটি দুষ্কৃতীদের দলের এক মৃত সদস্যের। পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছিল যে, শিক্ষক ধরা পড়লেও ডেভিলের ওপর সন্দেহের কোনও আঁচ না পড়ে। তবে সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। মারধরে জখম শিক্ষকের কাছ থেকেই পুলিশ ডেভিলের কথা জানতে পারে। তবে এই ঘটনায় মাস্টারমাইন্ড কে তা পুলিশের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তকারীরা তার খোঁজ চালাচ্ছেন।

মোদির বঞ্চনা মমতার তাস, ডিএ'র বৃদ্ধি ভুলে যান

প্রথম পাতার পর

কিন্তু 'স্পিকটি নট'। বঙ্গের পদ্ম নেতাদের পীড়াপীড়িতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বরাদ্দ আটকে রেখেছে নয়াদিল্লি। তৃণমূল সেই সুযোগে মানুষকে বুঝিয়েছে, ভোট না পেয়ে ভাতে মারতে চায় বিজেপি।

এর মধ্যে আবার নতুন চাল তৃণমূল নেত্রীর। কেন্দ্র না দিক, মমতার সরকার রাজ্যের কোষাগার থেকে আবাস যোজনায় বরাদ্দ দেওয়া শুরু করেছে। কোটি কোটি টাকা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সৌজন্যে মহিলা ভোটব্যাংক মজবুত করার পর লক্ষ্য এখন গ্রামের একেবারে গরিবদের সমর্থন। সংখ্যালঘুদের ভোট তো ঝুলি উপচে পড়েই। কেন্দ্রের 'বঞ্চনা' বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুরুপের তাস হয়ে এল।

তাতে কোষাগার ফাঁক হয় হোক, ২০২৬-এ ফের রাজত্ব নিশ্চিত করতে হবে তো। এরপর আরও দু'দফায় আবাসে মুখ্যমন্ত্রীর বরাদ্দের ঘোষণা কার্যকর হলে ২০২৫-এর মধ্যে মাথার ওপর ছাদ পাবে ২৮ লক্ষ পরিবার। সরকারি পরিসংখ্যানে বাংলায় গৃহহীন পরিবার ৩০ লক্ষ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও বাংলার বাড়ি মিলিয়ে উপভোক্তার সংখ্যা রাজ্যের মোট ভোটারের হিসাবে ফেললে সেই হার হয় ৪০ শতাংশ। শুধু হিন্দুত্ব নিয়ে যার মোকাবিলা বড়ই কঠিন।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি জানার বাকি যে কথাটি, তা হল কোন গৌরী সেন এত টাকা দেবে মমতাকে? হিসাব কষলে বুঝবেন, মহিলাদের সন্তুষ্ট রাখতে ও গরিবের মাথাগোঁজার ঠাঁই দিতেই বছরে খরচ হবে ৫০ হাজার কোটি টাকা। তারপর কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, রূপশ্রী, কৃষকবন্ধু, স্বাস্থ্যসাথী ইত্যাদি আছে। যাতে উজাড় হয়ে যাবে রাজকোষাগার। হোক না! গ্রামের ভোট নিশ্চিন্ত যে। ডিএ না দিলে বড়জোর সরকারি কর্মচারীদের অসন্তোষ বাড়বে।

যা সংক্রামিত হতে পারে মধ্যবিত্তদের মধ্যে। সন্ধ্যায় টিভির পর্দায় যা নিয়ে নিত্য কলতলার ঝগড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যার প্রভাব কিংবা অসন্তোষ শহর ডিঙিয়ে গ্রামে যাবে না। চিনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বাংলার বাড়ি। এই সহজ, সরল অঙ্কটাও নতুন করে জানলাম বলুন। নতুন করে জানার, শেখার কি শেষ আছে! কে না জানে নির্বাচনে আজকাল কেন্দ্রীয় বাহিনী রান্নায় নুনের মতো। না থাকলে হয় না। তাই বলে সমবায়ের ভোটেও? কাঁথিতে সমবায় সমিতির নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে দিল আদালত। শুধু কি সমবায়ের ভোট, ডাক্তারবাবুদের ভোট হল বাউন্সারের কড়া পাহারায়। ভাবুন একবার, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) পশ্চিমবঙ্গ শাখার নির্বাচনে মোতায়েন হয়েছিল একদল বাউন্সার। আরও কত কিছুই যে দেখার বাকি।

আমরা নাকি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। নির্বাচন করাতে সশস্ত্র বাহিনী লাগলে অবাধ ভোটাধিকারের 'গর্ব' কেমন পানসে লাগে! লাগুক, কার কী! নাহলে গণতন্ত্রের মন্দির সংসদ ভবনে কী রক্ত ঝরে! সাংসদের মাথা ফাটে। ২০০১-এর মতো জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবা ও জইশ-ই-মহম্মদের হামলায় নয়। ২০২৪-এ বৃহত্তম গণতন্ত্রের সংসদ রক্তাক্ত হল সাংসদদের ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তিতে।

একজন মহিলা সাংসদ আবার কার্যত অভব্যতার অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে, যিনি কি না নেহরু-গান্ধি পরিবারের উত্তরসূরি রাহুল গান্ধি। ঠিক কী হয়েছে, জানা নেই। যদি হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষমাহীন। যদি না হয়ে থাকে, তাহলে সংসদের গরিমা ধুলোয় মিশতে বাকি নেই। আরও নতুন কথা শুনবেন! কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি কেমন অনায়াসে বলে দেন, লিভ-ইন সম্পর্ক ও সমলিঙ্গ বিয়ে সমাজকে ধ্বংস করে দেবে।

যেন মিলে গেল ইরানের সর্বোচ্চ নেতা, কট্টর মৌলবাদী আয়াতোল্লা আলি খোমেইনির সুরের সঙ্গে। যিনি সদ্য নিদান দিলেন, 'পুরুষের দায়িত্ব পরিবারের ব্যয়ভার সামলানো। মহিলাদের দায়িত্ব সন্তান মানুষ করা।' যিনি বলেন, 'মেয়েরা ফুলের মতো।' অথচ তাঁর দেশে হিজাব না পরায় জেলে অত্যাচারে প্রাণ হারান মাহসা আমিনি। এই তো সেদিন হিজাব না পরে অনলাইন কনসার্টে গান গাওয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে পারাসতু আহমাদিকে।

'দেখো রে নয়ন মেলে/ জগতের বাহার...।'

আলিপুরদুয়ারের নিউটাউন এলাকায় সেজে উঠেছে দোকানপাট। (ডানদিকে) ফালাকাটার বাজারে ক্রিসমাসের পসরা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও ভাস্কর শর্মা।

লাইটিং ক্যাপে সাজ ফালাকাটায়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২০ ডিসেম্বর : আর কয়েকদিন পরই বড়দিন। সেই উপলক্ষ্যে ফালাকাটায় সাজোসাজো রব। কেক, চকোলেট তো রয়েছেই। শুধু তা নয়, থাকছে বিভিন্ন ধরনের লাইট, ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর জিনিস ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বেশি যেটা আকর্ষণীয় সেটা হল লাইটিং ক্যাপ।

বড়দিন উপলক্ষ্যে এখন ফালাকাটা শহরের বেশ কিছু দোকান সাজিয়ে তোলা হয়েছে। কী নেই দোকানগুলিতে? ক্রিসমাস টুপি, লাইটিং টুপি, বেল, ঘণ্টা, সান্তা, ক্রিসমাস ট্রি, সান্তার ড্রেস সহ ঘর সাজানোর আরও একাধিক জিনিস। সবকিছুর দামও সাধ্যের মধ্যেই।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সাধারণ ক্রিসমাস টুপির দাম ৩০ টাকা, একটু ভালো টুপির দাম ৬০ টাকা। এছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে এবারও উঠেছে লাইটিং ক্যাপ। যার একেকটির দাম ১০০ টাকা। ব্যাগে ঝোলানোর জন্য রয়েছে ছোট সান্তা। যার দাম ৪০ টাকা। সান্তার ড্রেস একেবারে ১৭০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি স্নো স্প্রে দেওয়া ক্রিসমাস ট্রি, বেল এবং ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর নানা সরঞ্জামের চাহিদা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

ফালাকাটা মেইন রোডের ব্যবসায়ী শোভন সাহা বলেন, ‘এবার বড়দিনের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে দোকানে তোলা হয়েছে লাইটিং ক্যাপ। এছাড়াও স্নো স্প্রে করা ট্রি এবং ক্রিসমাস বেলও বিক্রি শুরু হয়েছে। আশা করছি আগামী সাতদিন ক্রিসমাসের সামগ্রীর বিক্রি বাড়বে।’

শহরের একটি কেকের দোকানের মালিক তন্ময় সাহার কথায়, ‘বড়দিন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই কিছু দামি কেক অর্ডার হয়েছে। আবার ছোট আকারের কেকেরও চাহিদা রয়েছে। প্রতি বছর এই সময়ের জন্য আলাদাভাবেই কেক তৈরি করি। আমরা একেবারে নিজস্ব কারখানায় ক্রেতাদের জন্য ফ্রেশ কেক বানাই।’

বড়দিন আর নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এখন প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে ফালাকাটায়। শহরের বাসিন্দাদের থেকে জানা গিয়েছে, ২৫ ডিসেম্বর শহরের বিভিন্ন এলাকা আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হবে। পাশাপাশি একাধিক বাড়িতেও লাগানো হবে বিভিন্ন আলো। ২৫ ডিসেম্বর আবার শহরে পিকনিকের আয়োজনও করেছে একাধিক সংস্থা। ফালাকাটার কুঞ্জনগর, দক্ষিণ খয়েরবাড়ি পর্যটনকেন্দ্রগুলিও সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ফালাকাটার নানা হোটেল, রেস্তোরাঁ এমনকি ধাবাগুলিও নতুন নতুন আইটেম রাখতে চলেছে মেনুতে। হোটেল মালিকদের আশা, বছরের শেষে সব দোকানগুলিতে ভিড় বাড়বে।

শহরের কলেজ ছাত্রী লিজা রায়ের কথায়, ‘বড়দিনে মূলত খ্রিস্টানরাই নিয়ম পালন করেন। তবে এখন এটি সকলের কাছেই উৎসব। আমিও বাড়ি সাজাব বলে ক্রিসমাস ট্রি, টুপি এনেছি। ২৫ ডিসেম্বর নিজের হাতে বানানো কেকও পরিবারের সঙ্গে মিলে খাব।’

ফালাকাটা শহরের তরুণ শুভ সাহার কথায়, ‘২৫ ডিসেম্বর পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে। বন্ধুদের নিয়ে খুব আনন্দ করব। পাশাপাশি দোকান থেকে টুপি, ক্রিসমাস ড্রেসও কিনব।’

স্নো হাউস, রিস্টব্যান্ডের চাহিদা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : লাইটিং ক্রিসমাস ট্রি, স্নো হাউস... শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বরফের চাদরে মোড়া বাড়ি, কেক এবং সান্তাক্লজ। বড়দিনের কেনাকাটার মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছে এই কেক, ক্রিসমাস ট্রি, স্নো হাউস ইত্যাদি। তার সঙ্গে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রিবন, সান্তা থিমড রিস্টব্যান্ড। বড়দিন আসতে বাকি আর চারদিন। তারপরেই গোটা বিশ্বের মতো আলিপুরদুয়ারের আট থেকে আশি সকলে ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে উৎসবে মেতে উঠবে। বড়দিন উপলক্ষ্যে ২৪ তারিখ সন্ধে থেকেই সেজে উঠবে চার্চগুলো। পিকনিক, অনুষ্ঠান, খাওয়াদাওয়া তো থাকবেই। আর এই সময় বড়দিন আসার কয়েকদিন আগে থেকেই চার্চগুলো রং করা, আলো জ্বালানোর কাজ শুরু হয়ে যায়। বাড়িগুলোও সেজে ওঠে রিবন, স্টার, ক্রিসমাস ট্রি, সান্তাক্লজ সহ একাধিক জিনিস দিয়ে। তার আগে কেনাকাটাও শুরু হয়ে যায় আলিপুরদুয়ার শহরের বড়বাজার, নিউ আলিপুরদুয়ার এলাকা, নিউটাউন এলাকা, জংশন রেলবাজার সহ একাধিক জায়গায়।

সান্তাক্লজের টুপি, পুতুল, ক্রিসমাস ট্রি, বরফে ঢাকা পাইন গাছ, লাইটিং, বিভিন্ন ধরনের সান্তাক্লজ যেমন রয়েছে। তেমনই সান্তা রিস্টব্যান্ড, হেয়ারব্যান্ড, নানান ধরনের স্টার, ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর জন্য বল, স্টার, গিফট, নানা শোপিস, দরজায় ঝোলানোর স্টার সাজানো রয়েছে দোকানগুলোতে।

নিউটাউন এলাকার জীবন সাহার কথায়, ‘বড়দিন উপলক্ষ্যে কেনাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। যত সময় এগোবে ভিড় বাড়বে। বিভিন্ন সাইজের সান্তা পুতুল, সান্তা রিস্টব্যান্ড, লাইটিং ট্রি-র মতো জিনিসগুলির বিক্রি শুরু হয়েছে।’ বড়বাজারের সুদীপ কুণ্ডুর কথায়, ‘স্কুলগুলোয় অনুষ্ঠান শুরু হলে বিক্রি আরও বেড়ে যাবে। সব থেকে বেশি চাহিদা রিবনগুলোর।’

কাজল সাহা, অভিজিৎ সাহার মতে, চাহিদা বেশি রিবনের। এছাড়া বাকি সামগ্রীর চাহিদা থাকলেও। মূলত বাচ্চাদের আকর্ষণ সবথেকে বেশি। মৃণাল সাহা বলেন, ‘স্নো হাউস এবার নতুন এসেছে। ভালোই চাহিদা আছে। বড় সান্তা আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।’ ক্রেতারাও আসছেন বলে জানান তাঁরা। নিউটাউন এলাকার মানিক সাহা বলেন, ‘সন্ধের দিকে ভিড় থাকছে। সময় এগোবে আর বিক্রি বাড়বে আশা করছি।’

দিদার সঙ্গে বাজারে এসেছিল চতুর্থ শ্রেণির প্রজ্ঞা নন্দী। ক্রিসমাস ট্রি কিনে বেজায় খুশি। প্রতিবারের মতো এবারও বড়দিন উপলক্ষ্যে ঘর সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে ওর। তাই ক্রিসমাস ট্রি-র পাশাপাশি একাধিক জিনিস কিনল।

পূজা রবিদাস বাচ্চাদের জন্য ঘর সাজানোর একাধিক জিনিস কিনে নিয়ে যান। ক্রিসমাসে বড়দের তুলনায় ছোটদের আগ্রহ অনেক বেশি। তাই বাজারে বেশিরভাগ ভিড় ওদেরই।

প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি

ফালাকাটা, ২০ ডিসেম্বর : ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি হল। শুক্রবার তিনদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়। এদিন স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি অভিজিৎ রায়ের ভাষণের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে সারাদিন ধরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্কুল ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা নাটক ভীমবধ দর্শকদের মন কাড়ে।

এছাড়াও সমবেত আবৃত্তি, নাচ, গান, কবিতা এবং অভিভাবকদের অনুষ্ঠান হয়। রাতে হয় মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কনকলাল সিনহা বলেন, ‘স্কুলের বর্তমান পড়ুয়াদের অভিভাবক, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাকর্মীদের সহযোগিতায় তিনদিন ধরে প্ল্যাটিনাম জুবিলি পালন করা সম্ভব হল।’

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

শুক্রবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	৪
বি পজিটিভ	-	৪
ও পজিটিভ	-	৩০
এবি পজিটিভ	-	৬
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	২
এবি নেগেটিভ	-	০

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

নিগমে স্মারকলিপি নাগরিক মঞ্চের

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার প্রবীণ নাগরিক মঞ্চের তরফে এনবিএসটিসি’র আলিপুরদুয়ার ডিপো ইনচার্জের কাছে সরকারি বাসে প্রবীণ নাগরিক ও অন্তঃসত্ত্বাদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু সিট সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে আবেদনপত্র জমা করা হয়। সংস্থার সেক্রেটারি ল্যারি বসু বলেন, ‘প্রবীণরা শারীরিক সমস্যায় ভোগেন, বিশেষ করে দীর্ঘযাত্রায় তাঁদের দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয়। একইভাবে, অন্তঃসত্ত্বাদের জন্যও বাসযাত্রা কখনো-কখনো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই শ্রেণির যাত্রীদের সুরক্ষা ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে বাসে নির্দিষ্ট সিট সংরক্ষণের প্রস্তাব অত্যন্ত মানবিক।’

আলিপুরদুয়ার এনবিএসটিসি ডিপো ইনচার্জ শংকরকুমার দে বলেন, ‘প্রত্যেকটি বাসে বিশেষভাবে সক্ষম এবং প্রবীণদের সিট উল্লেখ করা থাকে তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ সেটি উপেক্ষা করে এই সিটগুলোতে বসেন। সকলকে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে।’ এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন ডিপো ইনচার্জ।

আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড পরিষ্কার করা হচ্ছে। শুক্রবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

শিল্পী-তালিকা

২ জানুয়ারি ‘সংকল্প’ নৃত্যগোষ্ঠী
৩ জানুয়ারি ‘উজানিয়া’ ব্যান্ড
৪ জানুয়ারি পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ জানুয়ারি সাহেব চট্টোপাধ্যায়
৬ জানুয়ারি ইন্দ্রনীল সেন
৭ জানুয়ারি অরুণিতা-পবনদীপ
৮ জানুয়ারি কোহিনুর সেন বরাট
৯ জানুয়ারি মধুবন্তী বাগচী
১০ জানুয়ারি চন্দ্রবিন্দু ব্যান্ড
১১ জানুয়ারি ইয়াশরাজ যোশি

উৎসবে মুম্বইয়ের শিল্পী কম

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : গত বছর ডুয়ার্স উৎসবে অন্যতম আকর্ষণ ছিল জাভেদ আলি। তাঁর আগের বছর ছিল মিকা সিং। ১৯তম ডুয়ার্স উৎসবের মূল শিল্পী কারা হতে চলেছেন, সেই গুঞ্জন চলছিল বেশ কয়েকদিন থেকেই। মুম্বইয়ের নামকরা কোন কোন শিল্পী মূল মঞ্চে অনুষ্ঠান করবেন সেই নিয়েও চলছিল চর্চা। সেই পর্দা খুলল শুক্রবার। এদিন বিকেলে কোর্ট মোড় এলাকায় ডুয়ার্স উৎসবের অস্থায়ী অফিস থেকে শিল্পী তালিকা ঘোষণা করা হয়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, গত বছরের তুলনায় মুম্বইয়ের নামকরা শিল্পী কমেছে। তবে বিশেষ চমক হিসেবে রয়েছে সংগীত জগতে চর্চিত জুটি অরুণিতা ও পবনদীপ। এই দুজন ৭ জানুয়ারি উৎসবের মূল মঞ্চে অনুষ্ঠান করবেন।

এছাড়াও ৪ জানুয়ারি পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ জানুয়ারি সাহেব চট্টোপাধ্যায়, ১০ জানুয়ারি চন্দ্রবিন্দু ব্যান্ড-এর অনুষ্ঠান থাকবে। এই বিশেষ পরিচিত নাম ছাড়াও ২ জানুয়ারি উৎসবের প্রথমদিন ‘সংকল্প’ নৃত্যগোষ্ঠী, ৩ জানুয়ারি ‘উজানিয়া’ ব্যান্ড, ৬ জানুয়ারি ইন্দ্রনীল সেন, ৮ জানুয়ারি কোহিনুর সেন বরাট, ৯ জানুয়ারি মধুবন্তী বাগচী, ১১ জানুয়ারি ইয়াশরাজ যোশি, ১২ জানুয়ারি সৃষ্টি ভাণ্ডারী অনুষ্ঠান করবেন।

স্পনসর সংকট

এদিন শিল্পী তালিকা প্রকাশ করতে গিয়ে উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, ‘প্রতি বছরের মতো এবছরও শিল্পী তালিকা তৈরি করেছে কমিটি। এই শিল্পীরা ছাড়াও আরও প্রচুর উত্তরবঙ্গের বাছাই করা শিল্পী অনুষ্ঠান করবেন। শিশু মঞ্চে প্রায় ৫ হাজার এবং লোকসংস্কৃতি মঞ্চে প্রায় আড়াই হাজার শিল্পী অনুষ্ঠান করবেন।’

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উৎসব কমিটি থেকে জানানো হয়, ২ তারিখ উৎসবের উদ্বোধনে শহরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হবে। সেখানে রাজ্যের মন্ত্রীদের থাকার কথা। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন জনজাতির মানুষ অংশ নেবেন। অন্যদিকে, মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে ওড়িশা থেকে ওড়িশি নৃত্যশিল্পীরা অনুষ্ঠান করবেন। এছাড়াও অসমের বিহু শিল্পীরাও অনুষ্ঠান করবেন। গম্ভীরাও দেখা যেতে পারে মঞ্চে। ডুয়ার্স উৎসব কমিটি তাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা জানানোর জন্য শিল্পী তালিকা প্রকাশ করার পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে বিভিন্ন মহল থেকে। অনেকের কাছেই শোনা যাচ্ছে, বিগত দু’বছরের তুলনায় এবছরের বহিরাগত শিল্পী তালিকা অনেকটাই নাকি দুর্বল।

সেজন্যই সেখানে মুম্বইয়ের নামকরা শিল্পীদের অভাব দেখা যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই নিয়ে চলছে চর্চা। আলিপুরদুয়ারের এক তরুণ সম্রাট রক্ষিত বলেন, ‘ডুয়ার্স উৎসবে এবার আরও ভালো শিল্পীর পারফরমেন্স দেখার ইচ্ছে ছিল। তবে গত বছরের থেকে ভালো শিল্পী তালিকা হয়নি বরং গত বছরের থেকে পিছিয়ে গেল।’ একই কথা শোনা গেল তানিয়া বিশ্বাস নামে আরেক তরুণীর কাছে। তাঁর কথায়, ‘ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে আমাদের আশা থাকে। অন্য যে কোনও অনুষ্ঠানের থেকে ভালো অনুষ্ঠান হবে। তবে উলটো হচ্ছে। দিন-দিন স্তর নামছে।’

উৎসব কমিটির সদস্যরা অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন, প্রতিদিন অনুষ্ঠান ভালো হবে। এছাড়াও আরও কয়েকজন শিল্পীর নাম ঘোষণা করা হবে। তবে উৎসব কমিটি সূত্রে এটাও জানা যায় যে, শিল্পী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে উৎসব কমিটিকে। প্রথমত, সময় মিলছে না বিভিন্ন শিল্পীর। আর স্পনসরশিপ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বছর ডুয়ার্স উৎসবে যাঁরা শিল্পীদের স্পনসর করেছেন তাঁদের অনেকেই পিছিয়ে এসেছেন। অনেকেই টাকা কমিয়ে দিচ্ছেন। এই সমস্যা কাটিয়ে শিল্পী বাছাই করতে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে উৎসব কমিটিকে।

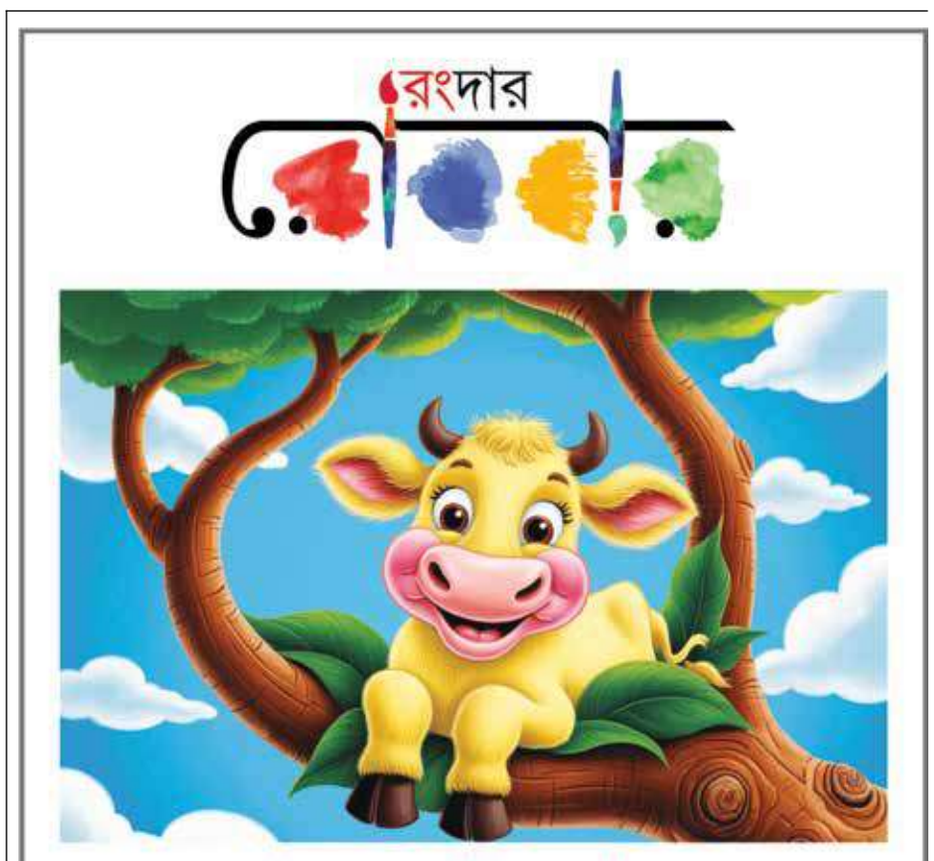

গল্পের গোরু গাছে

সম্প্রতি প্রয়াত হলেন তবলার মহারাজ জাকির হুসেন। তিনি মারা যাওয়ার অনেক আগে প্রকাশ হয়ে গেল তাঁর মৃত্যুসংবাদ! ব্রেকিং নিউজ করার লোভে অনেকেই এখন রি-চেক না করেই খবর দিয়ে দিচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। মৃত্যুসংবাদ জানানোর তাড়া ক’দিন আগে দেখা গেল অভিনেতা মনোজ মিত্রের ক্ষেত্রেও। গুজব ছড়াচ্ছেন অনেক শিক্ষিত মানুষই। প্রচ্ছদে গুজব নিয়েই আলোচনা।

প্রচ্ছদ কাহিনী : অংশুমান কর, শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়
গল্প : শৌনক দত্ত
ট্রাভেল ব্লগ : বিদ্যাসাগরের গ্রামে স্কুলছুট, নাবালিকার বিয়ে। সুবীর ভুঁইয়া
কবিতা : আনন্দ ঘোষ হাজরা, রঞ্জনা রায়, রঙ্গন রায়, রুমি নাহা মজুমদার, শ্রেয়সী চট্টোপাধ্যায়, বর্ণালী দাসকুণ্ডু ও সুচরিতা চক্রবর্তী

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

লক্ষাধিক টাকার গয়না চুরি মন্দিরে

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : বাড়ির মধ্যে থাকা মন্দির থেকে লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রুপোর গয়না চুরি যায়। শহর সংলগ্ন ভোলারডাবরির বিবাদী সরণি এলাকার ঘটনা। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির পুলিশ। ঠাকুরের সোনার টিপ, সোনার চোখ, রুপোর নূপুর চুরি যায় এদিন।

বাড়ির মালিক অপর্ণা চক্রবর্তী জানান, শুক্রবার সকালে প্রতিদিনের মতোই ঠাকুরঘরের দরজা খুলতে গিয়ে দেখেন দরজার তালা আগে থেকেই খোলা। শীতলা ঠাকুরের তিনটি সোনার টিপ, দুটি সোনার চোখ, ১০ ভরির রুপোর নূপুর উধাও। তিনি বাড়ির বাকি সদস্য এবং আশপাশের লোকজনকে ডেকে আনেন। খবর দেন পুরোহিতকেও। পরবর্তীতে থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানান তিনি।

অপর্ণার কথায়, ‘লক্ষাধিক টাকার গয়না চুরি গিয়েছে। এভাবে ঠাকুরের গয়না পর্যন্ত চুরি হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ কোন ভরসায় ঘরে জিনিস রাখবেন। অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ এসে মন্দির দেখে গিয়েছে। আমাদের সকলের সঙ্গে কথাও বলেছেন।’ তাঁর সংযোজন- চুরি যাওয়া জিনিসের মধ্যে সোনার টিপ ছিল ১০ গ্রামের, সোনার চোখ ছিল ৫ গ্রাম, ১০ ভরি রুপোর নূপুর ছিল।

বাড়ির সদস্যরা জানান, বাড়ির ভেতরের মন্দিরের তালার চাবি মন্দিরের দরজার পাশেই এককোণে রাখা থাকে। ফলে সেখান থেকেই কেউ চাবি নিয়ে তালা খুলে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছেন পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের আরেক সদস্য সংহিতা চক্রবর্তী বলেন, ‘রোজ রাতে এই মন্দির বন্ধ করতে আসি। এই মন্দিরে অসংখ্য ভক্ত বেশিরভাগ সময় যাতায়াত করেন। ফলে কে বা কারা এই কাজ করল, তা কেউ বুঝতে পারছেন না।’ আলিপুরদুয়ার জংশন পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব বর্মন জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে সেই এলাকা থেকে কোনও সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায়নি এখনও।

শোভাযাত্রা

ফালাকাটা, ২০ ডিসেম্বর : ফালাকাটা টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুলের দশম বছর পূর্তির অনুষ্ঠান শুরু হল। শুক্রবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ফালাকাটা শহরে শোভাযাত্রা বের করে। সেখানে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অন্য কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। এদিন শহরের বিভিন্ন পথ এই শোভাযাত্রা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রা শেষে স্কুলের অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের প্রিন্সিপাল নিলয় মণ্ডল বলেন, ‘স্কুলের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পাঁচদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যার সূচনা হয় শোভাযাত্রা দিয়ে। শেষের দু’দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে।’

স্বাস্থ্য শিবির

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : কানুরাম বালিকা বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তিতে শুক্রবার এক স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির হয়। ১৭২ জনের স্বাস্থ্যপরীক্ষা সহ ওষুধ বিতরণ করা হয়। প্রধান শিক্ষিকা মালবিকা সরকার বলেন, ‘বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই শিবির হয়। এছাড়াও আগামীতে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে।’

পলিহাউসে ক্যাপসিকাম চাষের প্রযুক্তি

ক্যাপসিকাম বীরুৎ শ্রেণির গাছ। এটি বর্ষজীবী ও বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত। বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর উচ্চতা দুই থেকে পাঁচ ফুট হয়ে থাকে। এর ফলগুলি তিন-চারটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে থাকে। কাঁচা ফল সবুজ হলেও জাত ও বৈচিত্র্য অনুযায়ী পাকলে লাল, হলুদ, কমলা, বেগুনি, ফ্যাকাশে সাদা বা চকোলেট বর্ণের হয়ে থাকে। সবুজের তুলনায় এইসব রঙিন ফল বেশি দামে বিক্রি হয়ে থাকে।

আমাদের রাজ্যে বিগত তিন দশকে এই সবজিটি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে এখন এটি অপরিহার্য সবজির জায়গা দখল করতে চলেছে। মোটামুটি ক্রয়ক্ষমতা আছে যেসব ক্রেতার, তাঁরা এর উপভোক্তা। আর রঙিন ক্যাপসিকাম এখনও অভিজাত বিপণিতেই বিকোয় এবং বলা বাহুল্য এর দাম বেশ চড়া। বিদেশে এই সবজিটি 'বেল পেপার' নামেই পরিচিত। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ক্যাপসিকাম ছাড়াও একে 'সিমলা মির্চ' বলা হয়। আমাদের রাজ্যে ক্যাপসিকাম নামেই এর পরিচিতি বেশি, তাই এই রচনায় সেই নামটিই ব্যবহার করা হল। লংকার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই এখন ক্যাপসিকাম চাষ করা হয়। তবে নিবিড়ভাবে চাষ করা হয় মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার শীতপ্রধান এলাকায় এবং এশিয়ার মধ্যে ভারত, চিন প্রভৃতি দেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে। ২০১২-১৩ সালে ভারতে ২৯.১৪ হাজার হেক্টর জমিতে ক্যাপসিকাম চাষ করা হয় এবং এর সামগ্রিক ফলন ১৫৩.৩৫ হাজার মেট্রিকটন। ভারতের প্রধান ক্যাপসিকাম উৎপাদক রাজ্যগুলো হল অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ। এর মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যগুলোতেই এই দামি সবজিটি চাষ করা হয় সুরক্ষিত পরিকাঠামোয়। এর ফলে ফলন পাওয়া যায় জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি, আর সেইসঙ্গে নিশ্চিত করা যায় উৎকৃষ্ট গুণমান ও লাভ।

প্রসঙ্গত, আমাদের রাজ্যে কেবলমাত্র শীতকালে খোলা পরিবেশে সবুজ ক্যাপসিকাম চাষ করা হয়। শীতের দুই-তিন মাস এর ফলন পাওয়া যায়। বছরের অন্যান্য সময়ে সবুজ ক্যাপসিকাম ও বছরভর রঙিন ক্যাপসিকামের যোগান দিতে আমাদের ভিনরাজ্যের ওপরে নির্ভর করতে হয়। সুতরাং এরাজ্যে সুরক্ষিত পরিকাঠামোয় ক্যাপসিকাম চাষ করে সেই চাহিদা মেটানোর সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, এখন আমাদের রাজ্যেও সুরক্ষিত পরিবেশে ক্যাপসিকামের চাষ বিস্তার লাভ করছে।

জলবায়ু

ঠান্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া ক্যাপসিকাম চাষের জন্য উপযোগী। ফুল আসার সময় দিনের তাপমাত্রা ২০-২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও রাতের তাপমাত্রা ১৫-২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকলে ভালো হয়। তাপমাত্রা যখন বেশির দিকে থাকে তখন ফলের আকৃতি বাঁকা হয়, তবে এর দরুন গুণাগুণে কোনও পরিবর্তন হয় না। যদি তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি হয়, তাহলে ফল ধরে না। তাপমাত্রা খুব কমে গেলেও আবার সমস্যা দেখা যায়। ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে তাপমাত্রা নেমে গেলে ফল কমে যায় এবং ১২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে নামলে আর ফল ধরে না। ক্যাপসিকাম ৬০-৭০ শতাংশ আর্দ্রতা পছন্দ করে এবং ৫০-৬০ হাজার লাক্স আলোক তীব্রতা প্রয়োজন।

চাষের সময়

সুরক্ষিত পরিবেশে যেহেতু প্রতিকূলতার ঝঞ্ঝাট নেই, তাই সঠিক সময়ে এর চারা তৈরি করে জুনের মাঝামাঝি থেকে অগাস্টের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের দেড় মাস পরে গাছে ফুল আসে। জাতের বৈচিত্র্য অনুযায়ী চারা রোপণের পরে পরিণত সবুজ ফল চয়ন করতে সময় লাগে আরও ৬৫-৭০ দিন। আর রঙিন ফল তোলা যায় মোটামুটি ৯০ দিন পরে। প্রাকৃতিকভাবে বায়ু চলাচলযুক্ত পলাহাউসে বড়জোর এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফলন নেওয়া যায়। কারণ, তারপরে শোষক পোকার উপদ্রব বাড়ে, সম্ভাবনা থাকে ভাইরাসঘটিত রোগ সংক্রমণের। তবে পলিহাউসে কীট প্রতিরোধী জাল ব্যবহার করলে ফসলের জীবনকাল আরও এক-দুই মাস দীর্ঘায়িত করা যায়।

ভ্যারাইটি

ক্যাপসিকামের ভ্যারাইটি ও হাইব্রিডগুলি কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, কিন্তু পাকলে প্রধানত হলুদ ও লাল হয়। হলুদ জাতগুলোর মধ্যে অ্যাঞ্জেল, স্বর্ণ, বি.এস.এস.-৯২৬ ও ৯২৭, বিধান ক্যাপসিকাম গোল্ড উল্লেখযোগ্য। লাল জাতগুলোর মধ্যে অনেকেই নাতাশা, আশা, বিধান ক্যাপসিকাম মার্স প্রভৃতি পছন্দ করেন। বিধান ব্ল্যাক বিউটি জাতটি কাঁচা অবস্থায় কালচে বেগুনি রংয়ের হয় এবং পাকলে লাল। কাঁচা অবস্থায় এই রঙটি এতটাই আকর্ষণীয় যে, বিক্রির উপযুক্ত হতে ২৫-৩০ দিন সময় লাগে। এছাড়া, সুইট কোনি, সুইট বাইট জাত দুই আমাদের রাজ্যে ভালো ফলন দেয়। এই জাতদুটিতে প্রায় ১০-১১ শতাংশ সুগার থাকে, তাই এর স্বাদ বেশ মিষ্টি।

চারা তৈরি

উন্নত জাতের ক্ষেত্রে প্রতি এক হাজার বর্গমিটারের জন্য ৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন। আর হাইব্রিড হলে ৩০ গ্রাম বীজেই কাজ চলবে। ক্যাপসিকামের হাইব্রিড বীজ বেশ দামি। ওজনে নয়, এগুলি ৫০০ বা ১০০০ সংখ্যায় প্যাকেটে বিক্রি করা হয়। ২২০০টি চারা তৈরি করলেই তা এক হাজার বর্গমিটারের জন্য যথেষ্ট। অনেকে আবার চারা রোপণের ঘনত্ব বাড়িয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রতি এক হাজার বর্গমিটারে সর্বাধিক সাড়ে তিন হাজার চারা প্রয়োজন।

বেড প্রস্তুতি ও চারা রোপণ

ক্যাপসিকাম চাষের জন্য বেলে-দোঁয়াশ মাটি হল আদর্শ। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ এঁটেল-দোয়াঁশ মাটি হলেও চলবে। যদি এঁটেল মাটি হয়, তাহলে বালি ও জৈবসার প্রয়োজনমতো মিশিয়ে তা ক্যাপসিকাম চাষের উপযোগী করে নিতে হবে। পি.এইচ.৬.০-৭.০-এর মধ্যে থাকা ভালো। মাটিবাহিত রোগজ্বালা এড়াতে সবার আগে দরকার মাটি শোধন। এরপরে বেডগুলি মাটি থেকে ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু হবে। বেডের ওপরের তল ৭০ সেন্টিমিটার চওড়া হবে এবং নীচের তল ৯০ সেন্টিমিটার চওড়া। পলিহাউসের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সুবিধামতো লম্বা বেড বানানো হয়। দুটি বেডের মাঝে অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ও চলাফেরা করার জন্য ৪০ সেন্টিমিটার পথ রাখতে হবে। প্রতি বর্গমিটার বেডে দুই কেজি সরষের খোল ও এক কেজি নিমখোল প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি বেডে দুই সারি করে চারা রোপণ করতে হবে। বেডের মধ্যে দুই সারি চারার পাশ দিয়ে দুই সারি ড্রিপের ল্যাটারাল পাইপ বিছাতে হবে, যাতে ফার্টিগেশনের মাধ্যমে যখন খাদ্য দেওয়া হবে তা গাছের গোড়া ও শিকড় সংলগ্ন অংশে পড়বে। দুটি সারির মধ্যে ৫০ সেন্টিমিটারের ব্যবধান থাকবে। সারিতে দুটি গাছের মধ্যে ৬০ সেন্টিমিটার দূরত্ব রাখতে হবে। এক হাজার বর্গমিটার পলিহাউসের চারিদিকে একমিটার করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

বেডের মাটিতে আগাছা জন্মালে তা তুলে দিতে হবে। দেড়-দুই মাস পর্যন্ত এই দিকে লক্ষ্ রাখতে হবে। পরবর্তীকালে গাছের ঝোপালো অবয়ব (ক্যানোপি) তৈরি হলে আগাছা বাড়তে পারবে না। বেডে যদি পলিমালচিং করা হয়, তাহলেও আগাছার সমস্যা দেখা দেয় না, সেইসঙ্গে মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকে। বেডের মাটি আলগা হয়ে চলাচলের পথে নেমে আসতে পারে, এগুলো আবার বেডে তুলে দিতে হবে। পলিমালচিং করা থাকলে অবশ্য এই সমস্যা দেখা দেয় না। ক্যাপসিকাম গাছকে অবলম্বন দেওয়া দরকার। সেকারণে প্রতি বেডের ওপরে অনুভূমিকভাবে দুই বা তিন সারি তার (১২ গেজ বা তার চেয়ে কম) লাগাতে হবে মাটি থেকে আড়াই মিটার উচ্চতায়। এরপরে গাছের ডালগুলোয় সুতো বেঁধে তা এই তারের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। এরকম অবলম্বন দিলে আর ফলভাবে ক্যাপসিকামের শাখা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

চারা লাগানোর পরে পরেই প্রথম যখন ফুলের কুঁড়ি আসে, সেই কুঁড়ি ভেঙে দিতে হবে। আরও দু-একবার যদি কুঁড়ি ভেঙে দেওয়া যায়, তাহলে গাছের ঝাড় ভালো হয়। এই গাছের প্রত্যেকটা গাঁটে ফুল আসে। যদি একটা গাঁটে একাধিক ফুল আসে, তাহলে একটি ফুল রেখে বাকিগুলো ভেঙে দিতে হবে। ফল ধরে যাওয়ার পরে ক্রমশ ফলগুলো যখন পরিণতির দিকে যায় বা কাঙ্ক্ষিত বর্ণ নিতে থাকে, তখন নতুন গজানো একটা-দুটো গাঁট ফাঁকা রয়ে যায়, ফল আসে না। এরকম অবস্থা হলে প্রতি সপ্তাহে একবার করে পরপর পাঁচ সপ্তাহ ০.২৫ মিলিলিটার প্ল্যানোফিক্স (আলফা ন্যাপথাইল অ্যাসেটিক অ্যাসিড) প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে সকালের দিকে স্প্রে করতে হবে। তাহলে আবার ফুল আসা নিয়মিত হবে।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

আপাং

দ্বিবর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী চওড়া পাতা আগাছা। ৩০-৬০ সেমি উচ্চতার হতে পারে। গাছের গোড়া কাষ্ঠল হয়। শাখা-প্রশাখাগুলি সোজাভাবে বার হয়। লম্বা শীষের ওপর সবজে সাদা ফুল সাজানো থাকে। ফুলগুলি শক্ত ফলে পরিণত হয়। ফলগুলি কাঁটাযুক্ত ও বিশেষ গন্ধযুক্ত। এগুলি হাত-পায়ে বিঁধে যায় এবং পোষাকে লেগে যায়। ফুল আসার পর আগাছা সরাতে কষ্টকর। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। প্রধানত পতিত জমি ও রাস্তার ধারের আগাছা। সীমিত সেচের মাধ্যমে চাষ করা ফসলেও এদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ

১. এপ্রিল-জুন মাসে গ্রীষ্মকালীন লাঙ্গল খুবই কার্যকর।

২. পতিত জমিতে বা ফসলের আলোর আগাছা নিয়ন্ত্রণে গ্লাইফসেট/প্যারাকোয়াট স্প্রে করা যেতে পারে।

ওকড়া

একবর্ষজীবী চওড়া পাতা আগাছা। ৩০-৯০ সেমি লম্বা এবং শাখা-প্রশাখা যুক্ত। পাতা সবুজ কিংবা হলদেটে সবুজ। পুষ্প দণ্ডের ওপরের দিকে পুরুষ ফুল এবং নীচের দিকে স্ত্রী ফুল থাকে। স্ত্রী ফুলগুলি ফলের আকৃতি নেয়, সবুজ ও কাঁটায় ঢাকা। কাঁটাযুক্ত পাকা ফল ছাগল, ভেড়া, গবাদি পশুর লোমে লেগে স্থানান্তরিত হয়। অক্টোবর-এপ্রিল মাসে ফুল-ফল ধরে। মুড়ি আখ, তুলা, ফলবাগিচা, পতিত জমিতে এদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ

১. ফসল খেতে আগাছার বীজ তৈরির আগে তুলে ফেলা কিংবা কেটে ফেলা দরকার।

২. আখ, তুলো ও পতিত জমিতে আগাছার ওপর প্যারাকায়াট/গ্লাইফসেট স্প্রে করা যায়।

মুথা

বহুবর্ষজীবী, একবীজপত্রী পাতিঘাস জাতীয় খুবই ক্ষতিকর আগাছা। সবজিখেত, বাগিচা ফসল, উঁচু ফসল খেত, লন, অনাবাদি জমিতে সারাবছরব্যাপী এদের আক্রমণ দেখা যায়। সরু ও লম্বা পাতা গুচ্ছাকারে তেকোনাভাবে সাজানো থাকে। প্রধানত রাইজোম ও টিউবারের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে। বীজের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি হতে পারে। মাটির নীচে কাণ্ডের শেষপ্রান্ত স্ফীত হয়ে টিউবার তৈরি হয়। টিউবারের গা থেকে কয়েকটি সরু সুতোর মতো রাইজোম বার হয়। রাইজোমের শেষপ্রান্ত স্ফীত হয়েও টিউবার তৈরি হয়। তিন সপ্তাহের মধ্যে নতুন টিউবার তৈরি হয় এবং মাটির নীচে দীর্ঘদিন জীবিত থাকতে পারে। মে থেকে অক্টোবর মাসে গাঢ় বাদামি ফুল আসে এবং অগাস্ট থেকে অক্টোবরে টিউবার তৈরি হয়। টিউবার থেকে সুগন্ধী তেল, ওষুধ, ধূপ তৈরি হয়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কষ্টকর। অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকরী কয়েকটি পদ্ধতি হল :

১. গ্রীষ্মকালে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে বার বার লাঙল দিয়ে জমি ফেলে রাখলে বেশিরভাগ টিউবার ও রাইজোম মরে যায়।

২. ফসলের খেত ডালপালায় ভরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত জমি নিড়ান দেওয়া দরকার।

৩. বারবার নিড়ান দিয়ে মাটির ওপরের অংশ নষ্ট করলে টিউবার ও রাইজোমে সঞ্চিত খাদ্যে টান পড়ে ও জীবাণুর সংক্রমণ হয়ে মারা যায়।

৪. খুবই উপদ্রুত স্থানে রোয়া ধানের চাষ করলে অনবরত জমা জলে বেশির ভাগ টিউবার ও রাইজোম নষ্ট হয়।

৫. ফসলখেতে ২, ৪-ডি এবং অনাবাদি জমিতে গ্লাইফসেট ব্যবহার করা যায়।

৬. প্রতিবার লাঙল দেওয়ার পর টিউবার ও রাইজোম হাতবাছাই করে নিলে সবচেয়ে কার্যকরী হয়।

দূর্বাঘাস

বহুবর্ষজীবী, একবীজপত্র ঘাস। জলাজমি ছাড়া সব জায়গায় সারা বছর দেখা যায়। গুচ্ছ শিকড় মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে। রাইজোম, স্টোলন ও বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বহু শাখা প্রশাখা যুক্ত স্বল্প দৈর্ঘ্যেরকান্ড মাটির ওপর আচ্ছাদন তৈরি করে। সারাবছর গাছে ফুল ধরে। লনে ও গোচারণ ক্ষেত্রের ঘাস হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। কোনও জায়গায় একবার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে সহজে দূর করা যায় না।

নিয়ন্ত্রণ ঃ

১. আগাছামুক্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার।

২. মে-জুন মাসের গরমে কয়েকবার গভীর লাঙল দিলে শিকড়, স্টোলন প্রভৃতি শুকিয়ে যায়। তারপর জড়ো করে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

৩. খেত ও বাগিচায় ফসলের সারির মধ্যবর্তী স্থলে কুপিয়ে দিলে কিংবা আচ্ছাদন ব্যবহার করলে কাজের হয়।

চাহিদা অনুযায়ী লংকা চাষ বারোমাস

কুণাল নন্দী

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় লংকা অনুখাদ্যের ভূমিকা পাল করে। এই লংকা ব্যতিরেকে খাবারের স্বাদ, রং, গন্ধ ছাড়া রুচিহীন বলে মনে হয়। এটি যেমন সারাবছর ধরে প্রত্যেকদিন আমরা ব্যবহার করে থাকি, তেমনি এর চাষও চলে সারাবছর ধরে। বিশেষ করে ইদানীং হাইব্রিড জাতগুলি বছরের যে কোনও সময়েই চাষ চলে এবং উন্নত জাতগুলি পৌষ থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ আবার ভাদ্র-আশ্বিন থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।

সব ধরনের মাটিতেই এর চাষ চলে তবে জল দাঁড়ায় না এধরনের জমি নির্বাচনই ভালো। লংকা গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া বেশি পছন্দ করে।

লংকা আমরা দুইভাবে ব্যবহার করে থাকি, একটি কাঁচা অবস্থায় এবং আর একটি পাকা লংকা শুকিয়ে নিয়ে। কাজেই কাঁচা ব্যবহার ও শুকনো ব্যবহারের জন্য আলাদা-আলাদা জাত নির্বাচন করে চাষ দরকার। কাঁচা ব্যবহারের জাতগুলি হল পুষা জ্বালা, সূর্যমুখী ক্লাস্টার, এক্স-২০৬, এক্স-২৩৬। কাঁচা ও শুকনো ব্যবহারের জন্য পাটনাই, এনপি ৪১-এ, হলদিবাড়ি লোকাল, পুষা সদাবাহর। হাইব্রিড জাতের মধ্যে এনএস-১০১, এমএস-১৪২০, রুদ্রাণী, তেজস্বিনী, সূর্য, ভারত দামিনী, হাইব্রিড ৫-১-৫ ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও বাজারে আরও অনেক ভালো জাত পাওয়া যায়।

বিঘাপ্রতি বীজ প্রয়োজন হয় উন্নত জাতের ক্ষেত্রে ৭০-১০০ গ্রাম, ছিটিয়ে বুনলে ১৫০-২০০ গ্রাম। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ৪০-৫০ গ্রাম। বীজ বপনের পূর্বে অবশ্যই বীজ শোধন করে নিতে হবে। চাষের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজে ১.৫ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম অথবা ফুরকার্বানিল ২ গ্রাম অথবা ট্রাইকোডারমা ৪-৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে।

বীজতলা তৈরির জন্য ১০x৩ উঁচু করে মাপের চারপাশে জলনিকাশি নালা রেখে বেড তৈরি করে নিতে হবে। এই মাপের প্রতিটি বেডে গোবর সার ৫০ কেজি (১ ভার) সিঙ্গিল সুপার ফসফেট ৩০০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ ৫০ গ্রাম, ক্লোরপাইরিফস-২০%-২৫ মিলি বীজ বোনার ২৪ ঘণ্টা আগে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার পর হালকাট মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। এবার সপ্তাহে অন্তত একবার প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম হিসেবে ব্যাভিস্টিন গুলে স্প্রে করে নিতে হবে। সাধারণত চারা রোপণের ক্ষেত্রে গ্রীষ্মকালে চারার বয়স ৪ সপ্তাহের বর্ষাকালে ৪-৫ সপ্তাহের, শীতকালে ৪-৫ সপ্তাহের এবং হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ৩-৪ সপ্তাহের বয়সের চারাই উপযুক্ত।

মূল জমি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় ৬০-৭০ ভার পচা গোবর সার, ৪০-৫০ কেজি নিম খোল, কার্বারিল ৫% গুঁড়ো ৪ কেজি, সালফার ১ কেজি, উন্নত জাতের ক্ষেত্রে ইউরিয়া ১০ কেজি, সিঙ্গিল সুপার ফসফেট ৩০ কেজি, মিউরিয়েট অব পটাশ ৮ কেজি। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ইউরিয়া ১৫ কেজি, সিঙ্গিল সুপার ফসফেট ৩০ কেজি, মিউরিয়েট অব পটাশ ১২ কেজি। আবার ১০ :২৬ : ২৬-১৮ কেজি, ইউরিয়া ৬ কেজি। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ১০ :২৬ : ২৬-২৪ কেজি, ইউরিয়া ৯ কেজি অথবা ডিএপি ১০ কেজি, ইউরিয়া ৬ কেজি, মিউরিয়েট অব পটাশ ৮ কেজি। হাইব্রিডে ডিএপি ১৪ কেজি, ইউরিয়া ৯ কেজি, পটাশ ১২ কেজি। গ্রীষ্মকালে চারার দূরত্ব রাখতে হবে ২৪ ১৮ ইঞ্চি শীতকালে ১৮ ১৮ ইঞ্চি। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ২৪ ২৪ ইঞ্চি। চাপানসার প্রয়োগের জন্য উন্নতজাতের ক্ষেত্রে ৩ সপ্তাহ পর ইউরিয়া ৪ কেজি। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ইউরিয়া ৬ কেজি। ৬-৭ সপ্তাহ পর আরও একবার একই হারে দ্বিতীয় চাপান দিতে হবে। প্রতি ক্ষেত্রেই চাপান দেবার আগে নিড়ানি দিয়ে সার প্রয়োগ করে সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

চারা রোপণের ৩৫-৪০ দিন পর একবার এবং ৫০-৫৫ দিন পর একবার প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম হারে চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করলে ভালো হয়।

রোগ ও পোকার দিকে নজর রেখে যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয় তবে কৃষি বিশেষজ্ঞদের থেকে পরামর্শ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

রাজ্যে বাড়ছে পেয়ারার আবাদ

জ্যোতি সরকার

স্বাস্থ্যকর ফলগুলির মধ্যে পেয়ারা অন্যতম। এটি লাভজনক ফলও বটে। বছরে একটি পেয়ারা গাছ থেকে ন্যূনতম পক্ষে তিনবার ফল পাওয়া যেতে পারে। পেয়ারার বিপণনের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। রাজ্যের হর্টিকালচার দপ্তর পেয়ারা চাষ সম্পর্কে এই প্রচার করেই চাষিদের আকৃষ্ট করেছে। রাজ্যে পেয়ারা চাষের আবাদি এলাকার পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব তথা হর্টিকালচার দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডঃ সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন পেয়ারার উন্নত জাতগুলির মধ্যে রয়েছে – লক্ষ্ণৌ-৪৯, আরকা, মৃদুলা, আরকা অমূল্য, এলাহাবাদ সফেদা, বারুইপুর এবং খাজা। গাছ রোপণের সময়ের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ গুপ্ত জানান, আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসে এই রোপণ কাজ সম্পন্ন করা হলে ভালো হয়। গর্তের আকার সঠিকভাবে করতে হবে। পেয়ারা চায়ের ক্ষেত্রে সার হিসাবে গোবর সার, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম ব্যবহার করা আবশ্যিকভাবে দরকার। পেয়ারা গাছের পরিচর্যার বিষয়টির কথা মাথায় রাখতে হবে। নিয়মিতভাবে ডাল ছাটা দরকার। ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও দরকার। ট্রেনিংয়ের মূল কারণ হল শক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা। মাথায় রাখতে হবে ঝড় বা বৃষ্টির সময়ে যাতে গাছের ডাল ভেঙে না পড়ে।

হর্টিকালচার দপ্তরের মূল্যায়ণ হল পেয়ারার ফলন নির্ভর করে পেয়ারার জাত, গাছের বয়স, কোন ঋতুর ফল সর্বপরি পরিচর্যার বিষয়ে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পেয়ারা গাছ বছরে ৮০ থেকে ৯০ কেজি ফলন দেয়।

পেয়ারার রোগ পোকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ফল ছিদ্রকারী পোকা, ডগা ছিদ্রকারী পোকা, দয়ে পোকা, ফলের মাছি, ঢলে পড়া পোকার উপদ্রব হয়। এই উপদ্রব রোধে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

পেয়ারা চাষের ফলন বৃদ্ধি পাবার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ হয়েছে অনেকটাই। বিশেষত বারুইপুরের পেয়ারার কদর বাজারে ক্রেতাদের কাছে যথেষ্টই। ফল চাষের ক্ষেত্রে হর্টিকালচার দপ্তর উত্তরবঙ্গে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জলপাইগুড়ি জেলার মোহিত নগরে হর্টিকালচার দপ্তরের ফার্মে ফলের চারা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে পেয়ারার চারাও তৈরি হচ্ছে। পেয়ারার চারাগুলি যথেষ্ট উন্নত মানের। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগ্রহী ফলচাষিরা পেয়ারার চারা সংগ্রহ করছেন মোহিতনগর থেকে। মোহিতনগর ফার্মে উৎপাদিত পেয়ারার সাইজ যেমন বড় তেমনি সুস্বাদুও। উত্তরবঙ্গে পেয়ার চাষের প্রসারের জন্য হর্টিকালচার দপ্তরের আধিকারিকরা ফলচাষিদের নিয়ে কর্মশালাও করছেন। কর্মশালাগুলিতে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

ফিটনেস নিয়ে ডামাডোল অব্যাহত

হাঁটুতে জল জমছে সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : ফিট হয়েছেন। ক্রিকেটে ফিরেছেন। কিন্তু তারপরও তাঁর ফিটনেস নিয়ে সংশয় যাচ্ছে না।

বরং নিয়মিতভাবে মহম্মদ সামিকে নিয়ে অচলাবস্থা বেড়েই চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সামির অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছে। ব্রিসবেন টেস্টের পরই ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়েছিলেন, সামি পুরো ম্যাচ ফিট নন। তাঁর হাঁটুতে সমস্যা রয়েছে। সামির হাঁটুর সমস্যাটা আসলে কী, আজ সামনে এসেছে। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি সূত্রের খবর, সামির হাঁটুতে জল জমছে। গতকালই প্রাথমিকভাবে সেই জল বার করা হয়েছে। আপাতত তাঁকে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিৎসক, ফিজিওরা দিন কয়েক বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। তাই আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম ম্যাচে খেলা হচ্ছে না সামির।

> সামিকে হয়তো বরোদা ম্যাচে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমরা এখনও ওকে পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নই।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা** (বাংলার কোচ)

শনিবার হায়দরাবাদের উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে দিল্লির বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে অভিযান শুরু করছে টিম বাংলা। জানা গিয়েছে, দিল্লি ম্যাচে তো নয়ই, ২৬ ডিসেম্বর নির্ধারিত থাকা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচেও নেই সামি। ২৮ ডিসেম্বর বরোদার বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে হয়তো ফিরতে পারেন সামি। যদিও বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট সামিকে বিজয় হাজারে ট্রফির কোন ম্যাচে পাওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় একেবারেই। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার কথায়, 'সামিকে হয়তো বরোদা ম্যাচে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমরা এখনও ওকে পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নই।'

মেলবোর্নে আজ শুরু রোহিতদের অনুশীলন

মেলবোর্ন, ২০ ডিসেম্বর : রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়ে আলোচনা চলছেই। তিনি ইতিমধ্যেই দেশে ফিরেছেন। টিম ইন্ডিয়ায় তাঁর বাকি সতীর্থরা ব্রিসবেন থেকে গতকালই মেলবোর্ন পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও অশ্বীনকে নিয়ে দলের অন্দরে চর্চা থামেনি। অশ্বীন নিজে আজ তাঁর প্রিয় সতীর্থদের সমাজমাধ্যমে নানা পোস্টের মাধ্যমে অভিবাদনও জানিয়েছেন।

আগামী বৃহস্পতিবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শুরু বক্সিং ডে টেস্ট। সেই টেস্টের লক্ষ্যে আগামীকাল

বিশ্রামে টিম ইন্ডিয়া

থেকে এমসিজি-তে অনুশীলন শুরু করছেন রোহিত শর্মারা। তার আগে শুক্রবার পুরো দিনটা বিশ্রাম নিয়েই কাটালেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। চলতি সিরিজের মাঝে হঠাৎ করে পাওয়া ছুটি চুটিয়ে উপভোগ করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। বেশিরভাগই আজ ব্যস্ত ছিলেন মেলবোর্ন ভ্রমণে। চলতি বছর প্রায় শেষের পথে। ইংরেজির নতুন বছর দরজায় কড়া নাড়ছে। চলতি বছরকে অতীত করে দিয়ে নতুনকে আবাহনের লক্ষ্যে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ভ্রমণপিপাসুদের ভিড় উপচে পড়েছে।

মেলবোর্ন টেস্টের আগে চুলে নতুন ছাঁট বিরাট কোহলির (বাঁয়ে)। চতুর্থ টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর আগে ফুরফুরে মেজাজেই রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা (মাঝে)। মেলবোর্নে সরফরাজ খানকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। যে ছবি দেখে নেটিজেনরা লিখলেন, 'মুম্বই বয়েজ'।

সেই ভিড়েই মিশে গিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররাও।

আচমকা পাওয়া ছুটি উপভোগের মাঝে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে বক্সিং ডে টেস্ট নিয়েও ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। পিচ কেমন হতে পারে, এখনও দেখেননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, এমসিজি-তে সাধারণত স্পোর্টিং উইকেট হয়। খেলা গড়ানোর সঙ্গে বাইশ গজ থেকে স্পিনাররা সামান্য হলেও সাহায্য পেয়ে থাকেন। এবার কী হবে? আগামীকাল এমসিজি-তে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরু হলে হয়তো ছবিটা স্পষ্ট হবে। তার আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে দুটো বিষয় নিশ্চিত করতে হবে দ্রুত। এক, ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় দলের টপ অর্ডার ব্যাটারদের ব্যর্থতা রুখতে হবে। দুই, স্বপ্নের ফর্মে থাকা জসপ্রীত বুমরাহর পাশে মহম্মদ সিরাজদের বল হাতে আরও সক্রিয় হতে হবে। কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক রোহিত শর্মারা কীভাবে এই সমস্যা মেটাবেন, সময় তার জবাব দেবে। এমন অবস্থার মধ্যে গাব্বায় আকাশ দীপের বোলিং ও ব্যাট হাতে ফলোঅন বাঁচানোর মরিয়া লড়াই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে খুশি করেছে। তাই মনে করা হচ্ছে, দলের তিন নম্বর পেসার হিসেবে এমসিজি-তেও আকাশই খেলবেন।

পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার স্পিন বিভাগে। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম একাদশ থেকে রবীন্দ্র জাদেজা বাদ পড়তে পারেন। সব ঠিক মতো চললে তাঁর পরিবর্তন হিসেবে প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

বিজয় অভিযান আজ শুরু বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : নতুন প্রতিযোগিতা। নতুন স্বপ্ন। নতুন পরিকল্পনা।

এমন মনোভাব নিয়েই শনিবার হায়দরাবাদের উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে দিল্লির বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির অভিযান শুরু করছে বাংলা। হাঁটুর সমস্যার কারণে মহম্মদ সামিকে পাওয়া যাচ্ছে না। কবে সামিকে পাওয়া যাবে, তা নিয়ে বাংলা শিবিরে রয়েছে অনিশ্চয়তার মেঘ। সামির অনুপস্থিতিতে টিম বাংলাকে ভরসা দেওয়ার জন্য মুকেশ কুমার রয়েছেন। মুকেশের সঙ্গে শনিবার বাংলার জার্সিতে নতুন বল ভাগ করে নেবেন সায়ন ঘোষ। অলরাউন্ডার হিসেবে দলকে ভরসা দেওয়ার জন্য সক্ষম চৌধুরীকে তৈরি রাখা হয়েছে। বিকেলের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'যে কোনও প্রতিযোগিতার শুরুটা ভালো হওয়া জরুরি। আমরা সেই মনোভাব নিয়েই আগামীকাল দিল্লির বিরুদ্ধে মাঠে নামব।'

সামনে ইশান্ত-আয়ুষদের দিল্লি

> বিপক্ষ দলে ভালো ক্রিকেটার তো থাকবেই। সর্বভারতীয় স্তরে সফল হতে গেলে ভালো দলের বিরুদ্ধে সফল হতেই হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনওদিনই বিপক্ষ দলে কে বা কারা রয়েছে, সেটা ভেবে খেলতে নামিনি। শুধু সাজঘরের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে চেয়েছি। সেই মনোভাব নিয়েই আগামীকাল মাঠে নামব আমরা।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা** (বাংলার কোচ)

দল হিসেবে দিল্লি বেশ শক্তিশালী। আয়ুষ বাদোনি, অনুজ রাওয়াত, ইশান্ত শর্মার মতো পরিচিত একঝাঁক ক্রিকেটার রয়েছে দিল্লি দলে। এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারের প্রথম ম্যাচের আগে সতর্ক টিম বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'বিপক্ষ দলে ভালো ক্রিকেটার তো থাকবেই। সর্বভারতীয় স্তরে সফল হতে গেলে ভালো দলের বিরুদ্ধে সফল হতেই হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনওদিনই বিপক্ষ দলে কে বা কারা রয়েছে, সেটা ভেবে খেলতে নামিনি। শুধু সাজঘরের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে চেয়েছি। সেই মনোভাব নিয়েই আগামীকাল মাঠে নামব আমরা।'

সামির অনুপস্থিতিতে বাংলার বোলিং দুর্বল হয়ে গিয়েছে, এমন যুক্তিও মানছে না বাংলা শিবির। বরং অস্ট্রেলিয়া ফেরত মুকেশ বাংলার বোলিংকে নেতৃত্ব দিতে তৈরি বলে দাবি করা হচ্ছে। করণ লালের সঙ্গে উইকেটরক্ষক অভিষেক পোড়েল বাংলার হয়ে ইনিংস ওপেন করবেন। মিডল অর্ডারে দলকে ভরসা দেওয়ার জন্য রয়েছেন অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার। সবমিলিয়ে নতুনভাবে বিজয় হাজারে অভিযান শুরুর জন্য তৈরি বাংলা দল।

বাদ ম্যাকসুইনি, ডাক পেলেন কনস্টাস

মেলবোর্ন, ২০ ডিসেম্বর : ব্রিসবেন টেস্ট এখন অতীত। সামনে বক্সিং ডে টেস্টের চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জের লক্ষ্যে আজ বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির শেষ দুই টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করে দিল অস্ট্রেলিয়া। তিন টেস্টে সুযোগ পাওয়ার পরও ব্যর্থতার কারণে বাদ পড়লেন ওপেনার নাথান ম্যাকসুইনি। চোটের কারণে সিরিজের বাকি দুই টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তন হিসেবে প্যাট কামিন্সদের প্রথম একাদশে রিচার্ডসনকে ভাবা হচ্ছে বলে খবর।

মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা বক্সিং ডে টেস্ট নিয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তর আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ৯০

সোমবার শুরু কামিন্সদের অনুশীলন

তাঁর পরিবর্তে ১৯ বছরের প্রতিভাবান ওপেনার স্যাম কনস্টাসকে ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে নিয়ে চমক দিলে অজি নির্বাচকরা।

চমকের শেষ শুধু কনস্টাসেই সীমাবদ্ধ নয়, রয়েছে আরও। তিন বছর পর অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন ঝেই রিচার্ডসন। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের আসরে হয়তো খেলবেনও তিনি। জোশ হ্যাজেলউড হাজার দর্শকাসনের স্টেডিয়ামের সব টিকিটও বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে খবর। মনে করা হচ্ছে, এমন রাজকীয় পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট অভিষেক হতে চলেছে ১৯ বছরের কনস্টাসের। মাত্র ১২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কিন্তু তার মধ্যেই ব্যাট হাতে নজর কেড়েছেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে প্রাক সিরিজ অনুশীলন ম্যাচেও

স্যাম কনস্টাস

বড় রান করেছিলেন তিনি। এহেন কনস্টাসকে দলে নিয়ে চমক দেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি বলেছেন, 'শেষ তিনটি টেস্টে টপ অর্ডার আমাদের ব্যাটারদের কেউই সেভাবে দলকে ভরসা দিতে পারেনি। তাই ভারতীয় দলকে একটু চমকে দেওয়ার জন্য আমরা তরুণ কনস্টাসের উপর ভরসা রাখছি। দেখা যাক কী হয়।'

জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে তরুণ কনস্টাস কতটা নজর কাড়বেন, দলকে ভরসা দেবেন, সময় বলবে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের ক্রিকেট সংসারে। সেই প্রসঙ্গ টেনে অজি নির্বাচক প্রধান বেইলি বলেছেন, 'ম্যাকসুইনির চেয়ে কনস্টাসের ব্যাটিং স্টাইল আলাদা। ওর ডিফেন্স বেশ ভালো। আমরা আশা করছি শক্তিশালী ভারতীয় পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে কনস্টাস আমাদের হতাশ করবে না।' এদিকে, সিরিজের শেষ দুই টেস্টের লক্ষ্যে এখনও অনুশীলন শুরু হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। জানা গিয়েছে, আগামী সোমবার থেকে এমসিজি-তে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির শেষ দুই টেস্টের লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করবেন কামিন্সরা।

গোয়ার সাগরে ডুবল মোহনতরী

এফসি গোয়া-২ (ব্রাইসন-২)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১
(দিমিত্রিস-পেনাল্টি)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের পর মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর দল যদি এফসি গোয়ার বিপক্ষে হেরে গিয়ে লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হতেই পারে। এত দ্রুত যে তাঁর বক্তব্যের প্রথম অংশ সত্যি হয়ে যাবে এটা বোধহয় তিনিও দুঃস্বপ্নে ভাবেননি। গোয়ার সাগরে ডুবে গেল তরতরিয়ে এগোনো মোহনতরী।

জয়ের মধ্যে থাকলেও গোল খাওয়ার পুরোনো অভ্যাসটা যেন আবার ফিরে এসেছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার ডিফেন্সের। ৬৭ মিনিটের দ্বিতীয় গোলের জন্য তো সম্পূর্ণভাবে ডিফেন্সই দায়ী। বোরহা হেরেরার ক্রসে ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ যখন হেড করছেন তখন আশিস রাই তাঁর ধারেকাছে নেই এবং টম অ্যালড্রেড পিছনদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বলের গোলে চলে যাওয়া দেখলেন। যদিও ১২ মিনিটের প্রথম গোলটা দুর্ভাগ্যজনক। আশিস ক্লোজডাউন করার চেষ্টা করলেও শট মারার জন্য অল্প জায়গা তৈরি করে নেন ব্রাইসন। তবে তাঁর শট হয় বিশাল কেইথ পেয়ে যেতেন যদি না অ্যালড্রেডের গায়ে লেগে উঠে যেত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বল ডিপ হয়ে গোলে ঢুকে যায়। গত কয়েকদিন ধরে মানোলো মার্কুয়েজ অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন মোহনবাগানের। দুই দল মাঠে নামার পর অবশ্য বোঝা গিয়েছে, এসবই প্রতিপক্ষের উপর চাপ চালান করে দেওয়ার স্ট্র্যাটেজি। বরং এদিন সন্দেশ ঝিংগানের নেতৃত্বাধীন শক্তপোক্ত গোয়ান ডিফেন্সের উপর প্রথমার্ধে একেবারেই দাঁত ফোটাতেই পারেনি মোহনবাগান। ৪৪ মিনিটে একবারই দিমিত্রিস পেত্রাতোসের একটা শট বারের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ছাড়া কোনও সিটার নেই। বরং ৩১ মিনিটে মহম্মদ ইয়াসির একবার পরীক্ষা করে যান বিশাল কেইথকে। তাঁকে বল বাড়ানো আর্মান্দো সাদিকুও এদিন বেগ দিলেন বাগান ডিফেন্সকে।

প্রথম একাদশে কোনও পরিবর্তন করেননি মোলিনা। মাঝমাঠে আপুইয়া এবং সাহাল আব্দুল সামাদের থেকে এদিন শুরুতে অনেকবেশি কার্যকরী লেগেছে এক মরশুম আগে ইস্টবেঙ্গলে খেলে যাওয়া বোরহা ও কার্ল ম্যাকহিউকে। মোহনবাগানের যে কোনও আক্রমণই শুরু হয় জোড়াফলা মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোর মাধ্যমে। এদিন দুইজনই ছিলেন স্তিমিত। হতে পারে টানা খেলার ক্লান্তি গ্রাস করেছে তাঁদের।

পেনাল্টি থেকে সমতা ফিরিয়ে শুভাশিস বসুর সঙ্গে উচ্ছ্বাস দিমিত্রিস পেত্রাতোসের। যদিও শেষপর্যন্ত হেরেই ফিরতে হয় তাঁদের। ফতোরদায়।

জেমি ম্যাকলারেন মাঠে ছিলেন কিনা বোঝা যায়নি। মোহনবাগানের প্রথম ঠিকঠাক গোলে শট বলতে ৪৯ মিনিটে সাহালের। আগের ম্যাচে আলবার্তো রডরিগেজের করা গোলের মতোই বক্সের বাইরে থেকে আচমকা নেওয়া শটটা ভালো বাঁচান হৃতিক তিওয়ারি। ৫৪ মিনিটে মোহনবাগানের গোল পেনাল্টি থেকে। ডানদিক থেকে পেত্রাতোস ক্রস তুলতে গেলে শুয়ে পড়ে আটকাতে গিয়ে বল হাতে লাগান সাদিকু। রেফারি ক্রিস্টাল জনের দেওয়া পেনাল্টির সিদ্ধান্ত খুশি করতে পারেনি গোয়ার ফুটবলারদের। ৫৫ মিনিটে দিমির নেওয়া পেনাল্টি হৃতিক ডানদিকে ঝাঁপিয়েও ধরতে পারেননি। গোল করার পর পরই দিমির চোট পেয়ে বসে যাওয়ার পর জেসন কামিংস নেমে এদিন দাগ কাটতে পারেননি। শেষেরদিকে মোলিনার চাপ দিয়ে ম্যাচ বার করার স্ট্র্যাটেজি ধরে ফেলাতেই জেতা সহজ হল মানোলোর দলের কাছে। বাগান কোচকে এবার নতুন স্ট্র্যাটেজি ভাবতে হবে। হতাশায় ম্যাচের শেষদিকে লাল কার্ড দেখলেন মোহনবাগানের সহকারী কোচ।

ওডিশা এফসি এবং কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও ড্র ও জিতলেও এদিন মানোলোর চালে আটকা পড়ে গেল মোহনবাগান। টানা আট ম্যাচ পরে হার। এখন দেখার বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে হারের পর যেভাবে ঘুরে দাঁড়ান সাহাল-দিমিরা, সেভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়ে লিগ-শিল্ড নিজেদের দখলে রেখে দিতে পারেন কিনা!

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস (আশিক), আলবার্তো, টম, শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া (সুহেল), সাহাল, লিস্টন (অনিরুদ্ধ), দিমিত্রিস (কামিংস) ও ম্যাকলারেন।

আত্মবিশ্বাসই আজ অস্ত্র ইস্টবেঙ্গলের

আনোয়ারকে লুকিয়ে অনুশীলন ব্রুজোঁর

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : ধারাবাহিকতার অভাব থাকলেও জামশেদপুর এফসি ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই ইস্টবেঙ্গল শিবিরে।

সময়ের ব্যবধানটা এক সপ্তাহও নয়। পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের আগে আর পরে। শুধু একটা জয় লাল-হলুদ শিবিরের পরিবেশ আমূল বদলে দিয়েছে। ফুটবলারদের চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। অনুশীলনে চনমনে গোটা দল। শনিবার জামশেদপুরের বিরুদ্ধে সেটাকে হাতিয়ার করেই তিন পয়েন্ট তুলে নিতে চান অস্কার ব্রুজোঁ। তবে স্প্যানিশ কোচ বাস্তববাদী। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে সরাসরিই বললেন, 'খালিদ জামিলের দল পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বরে রয়েছে। পয়েন্টের ব্যবধান আট। ম্যাচটা সহজ হবে না।' তবে নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারলে, না জেতার কোনও কারণ দেখছেন না অস্কার।

জামশেদপুর ম্যাচের আগে ব্রুজোঁর দলের শক্তি একটু হলেও বাড়ছে। কার্ড সমস্যা কাটিয়ে ফিরছেন জিকসন সিং। পাঞ্জাব ম্যাচে মাথায় চোট পেলেও সম্পূর্ণ ফিট নাওরেম মহেশ সিং। দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও চুটিয়ে অনুশীলন করেছেন। যদিও প্রথম একাদশে কারা থাকবেন তাই নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। শুক্রবার অনুশীলনে অন্যতম সেরা অস্ত্র আনোয়ার আলিকেও লুকিয়ে রাখলেন অস্কার। সেভাবে অনুশীলনই করালেন না। তবে যা সম্ভাবনা তাতে গত ম্যাচের মতো আনোয়ারকে মাঝমাঠে রেখেই দল সাজাতে পারেন স্প্যানিশ কোচ। সেক্ষেত্রে শুরুতে জিকসনের জায়গা হতে পারে রিজার্ভ বেঞ্চে। অন্যথা হেক্টর ইউস্তেকে বিশ্রাম দিয়ে রক্ষণেই আনোয়ারকে খেলানো হতে পারে। সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এছাড়া মহেশকে খেলানোর ঝুঁকি না নিয়ে পিভি বিষ্ণুর ওপরই আস্থা রাখতে পারে লাল-হলুদ থিংকট্যাংক। দিয়ামান্তাকোসকে শুরু থেকে নামানোর সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে হয়তো জুটি বাঁধবেন ডেভিড লালহানসাঙ্গাই। অস্কার নিজেও দল অপরিবর্তিত রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বলেছেন, 'অকারণে দলে পরিবর্তন করার পক্ষপাতি আমি নই।' ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছিলেন অস্কার। জানালেন, 'বছরের শেষ দুটি ম্যাচ জিততে পারলে পয়েন্ট টেবিলে আমরা আরও খানিকটা উন্নতি করতে পারব। প্রত্যাশিতভাবেই বছরটা শেষ করতে পারব।' শনিবার জিততে পারলে পয়েন্ট টেবিলে আরও একধাপ উঠে আসবে লাল-হলুদ।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল বনাম জামশেদপুর এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

অনুশীলনে বল দখলের লড়াইয়ে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ও ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। অস্কার ব্রুজোঁকে স্বস্তি দিয়ে ফিট হয়ে উঠেছেন নাওরেম মহেশ সিং। শুক্রবার কলকাতায়।

ধারাবাহিকতা রক্ষাই লক্ষ্য বাংলা দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : টানা তিন ম্যাচ জিতে ইতিমধ্যে সন্তোষ ট্রফির নকআউটে পৌঁছে গিয়েছে বাংলা। শনিবার গ্রুপের চতুর্থ ম্যাচে তারা খেলতে নামছে মণিপুরের বিরুদ্ধে। শেষ তিনটি সাক্ষাৎকারের দুটিতেই জয় পেয়েছে বাংলা। শেষবার দুইটি দল মুখোমুখি হয়েছিল গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে। সেবার ৪-১ গোলে জয় পেয়েছিল মণিপুর। মণিপুরের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে সতর্ক বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন। তিনি বলেছেন, 'প্রতিযোগিতায় সব ম্যাচই কঠিন। মণিপুর ভালো দল। তবে ওদের বিরুদ্ধে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই লক্ষ্য আমাদের।' আগের ম্যাচে গোলরক্ষক আদিত্য পাত্র ও মনোতোষ মাঝিরা হালকা চোট পেয়েছিলেন। তবে মণিপুরের বিপক্ষে খেলতে তাঁদের কোনও সমস্যা নেই।

NOTICE INVITING E-TENDER

E-Tender is hereby invited by undersigned vide-NIT No-35/ BLP-I/2024-25, Dated : 20.12.2024 Last date of Tender Paper dropping 28.12.2024 upto 18.00 Hrs. Other details are available at **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Balarampur-I Gram Panchayat

লছমন ডাবরী এস.কে. ইউ.এস. লিমিটেড লছমন ডাবরী আলিপুরদুয়ার

পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের সূচি চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ ২৩/১২/২০২৪ মনোনয়ন জমাঃ- ২৩/১২/২০২৪ থেকে ৩০/১২/২০২৪ নির্বাচনের তারিখঃ- ২১/০১/২০২৫। বিশদ বিবরণের জন্য সমিতি অফিসে যোগাযোগ করুন। Mo : 9733450599

'পৃথ্বী নিজেই নিজের শত্রু'

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর : মূলধারার ক্রিকেটের সঙ্গে পৃথ্বী শ'র দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। যাঁর প্রতিভাকে একসময় শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে তুলনা করা হত, এখন তিনি সুযোগ পাচ্ছেন না ঘরোয়া ক্রিকেটেও। সম্প্রতি বিজয় হাজারে ট্রফির স্কোয়াড থেকে বাদ পড়তেই সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন পৃথ্বী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এমসিএ) এক কর্তা বলছেন, 'পৃথ্বী শ নিজেই নিজের শত্রু।'

পৃথ্বীকে নিয়ে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ নতুন নয়। একই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে তাঁর ফিটনেস নিয়েও। এমসিএ-র ওই কর্তার অভিযোগ, 'পৃথ্বীর ফিটনেস, শৃঙ্খলা এমনকি আচরণ নিয়েও সমস্যা আছে। পতনের জন্য ও নিজেই দায়ী। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ফিল্ডিংয়ের সময় লুকিয়ে রাখতে হত ওকে। নইলে পাশ দিয়ে বল গেলেও ও ধরতে পারত না।' একই সঙ্গে বিস্ফোরক তথ্য তুলে ধরে ওই কর্তা দাবি করেছেন, প্রায়ই সারারাত বাইরে কাটিয়ে ভোর ৬টায় হোটেলে ফিরতেন পৃথ্বী। এসবই এই জায়গায় দাঁড় করিয়েছে তাঁকে।

নবি মুম্বইয়ে ব্যাট হাতে রিচা ঘোষের আগ্রাসন দেখে এক ভক্ত পুষ্পার সঙ্গে তাঁর তুলনা করে ফেললেন। যা ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।

আরও একবার কিলিয়ান এমবাপে জানিয়ে দিলেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততেই তিনি প্যারিস সাঁ জাঁ ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে এসেছেন।

বিদায় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ২০ ডিসেম্বর : সাত গোলের রুদ্ধশ্বাস লড়াই। ৪-৩ ব্যবধানে হেরে লিগ কাপ থেকে বিদায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। সেমিফাইনালে টটেনহাম হটস্পার। যদিও ম্যাচটা যে এত উত্তেজক হবে তা প্রথমার্ধে তো দূর, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকেও বোঝা যায়নি।

ঘরের মাঠে প্রথমার্ধে এক গোলে এগিয়ে যায় টটেনহাম। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর মিনিট দশেকের মধ্যেই আরও দুটি গোল। যে সময় মনে হয়েছিল সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়বে হটস্পার, তখনই পালটা আঘাত আনে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ইউনাইটেডের হয়ে পরপর দুইটি গোল জোশুয়া জির্কজি ও আমাদ ডিয়ালোর। তবে ৮৮ মিনিটে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের সমর্থকদের আশায় জল ঢেলে ব্যবধান ৪-২ করে টটেনহাম। সংযুক্তি সময়ে জনি ইভান্স আরও একটি গোল শোধ করলেও রেড ডেভিলস ম্যাচে ফিরতে পারেনি। হারের পরও দলের লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিম। একই সঙ্গে সমালোচনা করে বলেছেন, 'কিছু সময় ভালো খেললেও আমরা জেতার মতো খেলতে পারিনি।'

গোলের উচ্ছ্বাস সন হিউং-মিনের।

বিসিসিআই এসজিএম ১২ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব পদ ছেড়ে ইতিমধ্যেই আইসিসি চেয়ারম্যানের পদে বসে পড়েছেন জয় শা। তাঁর ছেড়ে যাওয়া পদের দায়িত্ব আপাতত সামলাচ্ছেন দেবজিৎ সইকিয়া। কিন্তু তাঁর পক্ষেও দীর্ঘসময় এই দায়িত্বে থাকা সম্ভব নয়। বোর্ডের সংবিধান অনুযায়ী সচিব পদের শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে ৪৫ দিনের মধ্যে। সেই লক্ষ্যে ১২ জানুয়ারি মুম্বইয়ে বিসিসিআই সদর দপ্তরে বিশেষ সাধারণ সভা বা এসজিএম ডাকার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, এসজিএমের আসরেই বোর্ডের নতুন সচিব কে হবেন, চূড়ান্ত হবে সেই সিদ্ধান্ত।

নয় মাসের জন্য জয়ের উত্তরসূরি পদে কে বসবেন, তা নিয়ে বোর্ডের অন্দরমহলে রয়েছে ধোঁয়াশা। বেশ কিছু নাম নিয়ে চলছে চর্চা। বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, গুজরাট ক্রিকেট সংস্থার বর্তমান সচিব অনিল প্যাটেল বিসিসিআই সচিব হতে পারেন। তিনি জয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তথা আস্থাভাজন। কিন্তু বোর্ড সচিবের পদে বসে পড়ার কাজটা তাঁর জন্যও মসৃণ হবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রে বিজেপির বিভিন্ন মহল থেকে বোর্ড সচিবের পদের জন্য নানা নাম নিয়ে তদ্বির করা হচ্ছে। যার মধ্যে অনিল ছাড়াও আশিস শেলার, অরুণ সিং ধুমলের মতো হেভিওয়েটদের নামও রয়েছে। শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, সেটাই এখন দেখার।

রোনাল্ডোর সঙ্গে খেলতে চান এমবাপে

মাদ্রিদ, ২০ ডিসেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে তিনি নিজের আদর্শ বলে মনে করেন। সিআর সেভেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলতি মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে চড়িয়েছেন। পর্তুগিজ মহাতারকার বিরুদ্ধে একাধিকবার মাঠে নামলেও তাঁর সঙ্গে একদলে খেলার সুযোগ হয়নি ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপের।

সম্প্রতি ফরাসি তারকা জানিয়েছেন, রোনাল্ডোর সঙ্গে খেলতে চান। এমবাপে বলেছেন, 'আমি লিওনেল মেসি, নেইমার, আতোয়াঁ গ্রিজম্যান, পল পোগবার মতো অনেক মহান ফুটবলারের সঙ্গে খেলেছি। তবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে খেলতে পারলে ভালো লাগবে। কিন্তু এই মুহূর্তে দুজনের একসঙ্গে খেলাটা খুব কঠিন। তবে আমি খুব ভাগ্যবান কারণ, রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেয়েছি। উনি একজন কিংবদন্তি ফুটবলার।'

রিয়ালে সই করার পর প্রথমদিকে বেশ সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন এমবাপে। তবে ধীরে ধীরে দলের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। রিয়ালে যোগদানের বিষয়ে এমবাপে বলেছেন, 'রিয়াল মাদ্রিদ বিশ্বের সেরা ক্লাব। এখানে খেলার জন্য প্যারিস সাঁ জাঁ ছেড়েছি। নিজের কেরিয়ারে এখনও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে পারিনি। সেই খরা কাটাতেই রিয়ালে যোগ দেওয়া।'

পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে, আশায় চেরনিশভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : মাঠ ও মাঠের বাইরের সমস্যায় জর্জরিত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। একদিকে পরপর ম্যাচ হারের ধাক্কা ও অন্যদিকে খেলোয়াড়দের বেতন নিয়ে সমস্যা। সব মিলিয়ে সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না সাদা-কালো শিবিরের।

তবে পরপর হারের ধাক্কা কাটিয়ে শীঘ্রই ঘুরে দাঁড়াবে বলে আত্মবিশ্বাসী কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, 'ফুটবলে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি সবাই হয়। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মতো ক্লাবও দশটি ম্যাচ খেলে একটিতে জয় পেয়েছে। তবে আমি ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা পেশাদার ফুটবলার। আমি আশাবাদী, খুব শীঘ্রই এই পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য লিগ টেবিলের শেষ থেকে ওপরের দিকে উঠে আসা। সেইজন্য আমাদের যত বেশি সংখ্যক ম্যাচ জিততে হবে।'

শুক্রবার অনুশীলনে গোড়ালিতে চোট পান স্ট্রাইকার সিজার মানঝোকি। তবে পরে তিনি জানিয়েছেন, চোট গুরুতর নয়। কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে খেলতে পারবেন। শনিবার সকালে অনুশীলন করে কেরালার উদ্দেশে রওনা দেবে মহমেডান।